

চাকমা প্রবাদ

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ম ন ন খ ঙ

চ ণ ও ঙ ঙ

ডঃ দুলাল চৌধুরী

ট ঙ ২ খ ঙ

০ ০ ০ ০ ০

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय
कृपया पुस्तक के ऊपर कोई निशान आदि
न लगायें।

पुस्तकालय

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय

हरिद्वार

वर्ग संख्या ———

आगत संख्या —

पुस्तक - वितरण की तिथि नीचे अंकित है
इस तिथि सहित 30वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ जानी चाहिए । अन्यथा 10 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से दंड - दण्ड लगेगा ।



CHAKMA - PROVERB

চাকমা প্রবাদ

প্রবাদের গবেষণামূলক আলোচনাসহ

চাকমা প্রবাদ

CHAKMA ~~PRABAD~~ PRABAD
(— চাকমা — প্রবাদ —)

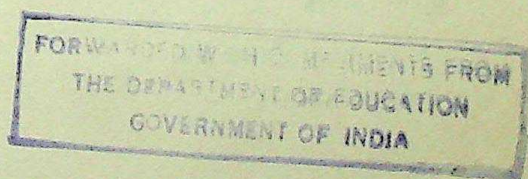
(Dr. Dulal Choudhuri)

ডঃ দুলাল চৌধুরী

অধ্যাপক, বাংলা সাহিত্য বিভাগ, ককিরচাঁদ মহাবিদ্যালয়,

ডায়মণ্ডহারবার, মহাপরিচালক অকাদেমি

অব ফোকলোর কলকাতা



পরিবেশনায়

গুস্তক বিগণি

২৭, বেনিয়াটোলা লেন,

কলকাতা-৭০০০০৯

Digitized by Ayo Sanaj Foundation Chennai and eGangotri

CHAKMA PRABAD

[A collection of Chakma proverbs of Chittagong
Hill Tracts, Bangladesh and Tripura, India,
with analytical and ethno-structural notes]
Dr Dulal Chaudhuri M. A. ; Ph. D (Calcutta)

Price : Rupees Fourteen only

Foreign : Five dollars.

First impression : Calcutta, September 1980

© Author

প্রকাশক :

এস. চৌধুরী

লোকনিকেতন

২০এ সেন্ট্রাল রোড

কলকাতা-৭০০০৩২

প্রচ্ছদ :

শ্রীতপন কর

রক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ :

বি. এন. প্রসেন

কলকাতা-৭০০০০২

মুদ্রক :

শ্রীমতী বেখা দে

শ্রীহরি প্রিন্টার্স

১২২/৩, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট,

কলকাতা-৭০০০০৪

চোদ্দ টাকা

পার্বত্য চট্টগ্রামের লোকজীবন বসিক, সাহিত্যিক
শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র দেওয়ান
কল্পকমলেশু

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

গ্রাম ও লোকসংস্কৃতি সমীক্ষা পদ্ধতি

Methodology in the Folklore Research

বাঙলার আঞ্চলিক শব্দ (সম্পাদিত)

বাঙলার লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি

পূর্ব-বাঙলার লোকসংস্কৃতি (সম্পাদিত)

আমি তোমাদেবই লোক (যন্ত্রস্থ)

[রবীন্দ্রনাথের গ্রাম ও লৌকিক ভাবনার স্বর্ণফল]

মতী ময়না ও লোরচন্দ্রানী (সম্পাদিত)

নিবেদন

চাকমাদের গ্রামে আমার আবাল্য কৌতূহল ছিল। কারণ চট্টগ্রামের পটীয়া থানার এমন একটি গ্রামে আমি জন্ম গ্রহণ করেছিলাম যার সন্নিহিত ছিল আরাকান শৈলশ্রেণী। অহুচ্চ পাহাড়গুলি আমার কৈশোর-মনকে হাতছানি দিয়েছিল। ফলে খরানা শৈলশ্রেণী এবং শ্রীমতী ও শঙ্খনদীর চর আমার কৈশোরের উপবন হয়ে উঠেছিল। শ্রীমতী নদীর তীরেই ছিল চক্রশালা নামে একটি গ্রাম। আর এই গ্রামেই একদা চাকমা এবং মগদের বৌদ্ধবিহার ছিল। এখানেই মহামুনির মেলা বসত। ছেলেবেলায় দেখেছি এখানে আসতেন আরাকান ও উত্তরবঙ্গ থেকে বৌদ্ধরা। আর দেখেছি চাকমা ও মগদের। এঁরাই ছিলেন আমার প্রতিবেশী প্রিয়জন। চাকমা ও মগ মেয়েদের বর্ণালী ‘পিনন’ (কোমর থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত বিলম্বিত বহু রঙের মোটা দোপাটা কাপড়) ও ‘খামী’ আমার মনকে হরণ করেছিল। অবাক হয়ে দেখতাম এই মঞ্চোলেয়ড মানুষগুলির সারল্য ও সৌন্দর্য। এঁদের ভাবার সঙ্গে আমার কথা ভাবারীতির ছিল অন্তরঙ্গতা। তাই এঁদের খুব কাছে যেতে পেরেছিলাম।

১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পূর্ব-পাকিস্তান হলো ‘বাংলাদেশ’। পথের কাঁটা, তারের বাঁধন একটু আলগা হলো। আমার পরম শ্রদ্ধেয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ মহম্মদুল ইসলাম হলেন ঢাকার বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক। তাঁর সন্মুখে আমন্ত্রণে ‘প্রদর্শ ফেলো’ হিসাবে ছ’ মাসের জ্ঞান পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমাদের লোক-সংস্কৃতি ও লোকতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করার সুযোগ পেলাম। ১৯৭৪ সালের প্রথমার্ধে রাঙ্গামাটিতে এবং ১৯৭৭ সালের শেষার্ধ্বে জিপুরায় চাকমাদের বর্তমান অবস্থা ও লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন দিক অহুসন্ধান করে যে উপকরণ চাকমা বন্ধুদের সহায়তায় সংগ্রহ করেছিলাম তার একটি অংশ হলো “চাকমা-প্রবাদ”। এই গ্রন্থে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে সেই প্রবাদমালা এবং তুলনামূলক আলোচনার জন্য চট্টগ্রাম, লীহট্ট এবং রাজবাংলীদের কিছু প্রবাদও সন্নিবেশিত করেছি। আমি দেখাতে চেয়েছি সাংস্কৃতিক বিকিরণ কেমন হতে পারে এবং জনগোষ্ঠীর সমাবেশে কোথায় ভাব বিরোধ ও কোথায় সমন্বয়।

প্রবাদের একটা রূপ যেমন একান্তই ‘আঁচল ধরা’ (oico type), অন্য রূপটি তেমনি বিশ্বজনীন (universal type)। প্রবাদের মধ্যে যে বিবরণাত্মক উপকরণ গুলি থাকে, তা বস্তুত দ্বিবিধ : বিষয় ও মন্তব্য। বিষয়ের আপাত

প্রসঙ্গ রূপ, ক্রিয়াকে কেন্দ্র করেই সংবর্তিত হয়। প্রবাদের যে সাধারণ সরল-রূপ ইউরোপ-আমেরিকায় পাওয়া গেছে, তার মধ্যে “টাকা কথা বলে” (Money talks) প্রবাদটি উল্লেখযোগ্য। “টাকা কথা বলে”—এই সত্যটি জীবন-অভিজ্ঞতা প্রসূত। ইউরোপের কোন কোন দেশে এবং আমেরিকায় যেমন প্রবাদটি জীবনান্বিত সত্য, তেমনি ভারতের মত মিশ্র অর্থনীতির সামন্ততান্ত্রিক দেশেও এটি আজ সত্য বলে স্বীকৃত।

‘টাকা কথা বলে’: ‘টাকা’—মাথা বা বিষয়। ‘কথা বলে’—লেজ বা মন্তব্য। আমেরিকার কোন রেস্টোঁরায় জনৈক অধ্যাপক এক সন্ধ্যায় ঢুকেই দেখলেন—সব টেবিলেই “রিজার্ভড” (সংরক্ষিত) কার্ড রয়েছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে তিনি হেড ওয়েটারের (প্রধান পরিচাবক) কাছে গেলেন। তাকে তিনি একটি ডলার দিয়ে একটা টেবিলে বসতে চাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে ‘হেড ওয়েটার’ তাকে রেস্টোঁরায় ভালো একটি টেবিলে বসতে দিলেন। স্বভাবতই এখানে “ডলার কথা বলেছে” অর্থাৎ হেড ওয়েটারকে একটি আসন করে দিতে ডলার চালিত করেছে। ভারতবর্ষেও ‘টাকা কথা বলে’। এখানেই লোকসাহিত্যের বিশ্বজনীনতা।

যাঁদের উৎসাহ ও সহায়তা আমার পাথেয় হয়েছিল, তাঁরা হলেন : ডঃ ময়হাকুল ইসলাম, জনাব গোলাম কিবরিয়া, ডঃ দীনেন্দ্রকুমার সরকার, ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত, ডঃ বেবতীমোহন সরকার, দিব্যজ্যোতি মজুমদার, অধ্যাপক সনৎকুমার মিত্র, ডঃ সূভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক শক্তিনাথ ঝা, ডঃ বরুণ-কুমার চক্রবর্তী, অধ্যাপক প্রণব সিংহ প্রমুখ। এঁদের জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা।

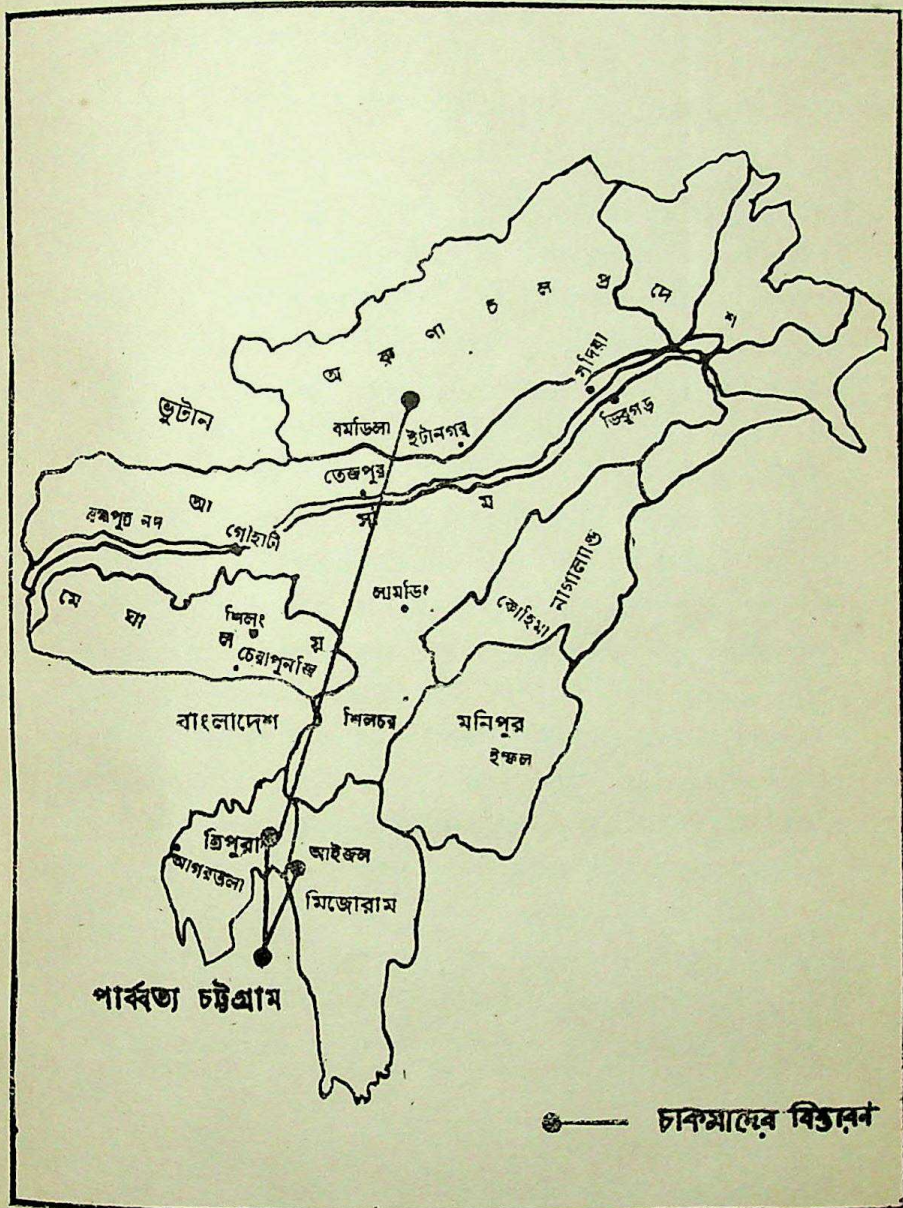
আর আমার কৃতজ্ঞতা রইলো ত্রিপুরা সরকারের “ট্রাইবাল রিসার্চ” বিভাগের ডিরেক্টর ও কর্মীদের প্রতি এবং নয়াদিল্লীর “ভারতীয় সমাজ বিজ্ঞান গবেষণা সংস্থার” (আই. সি. এস. এস. আর.) কর্তৃপক্ষের প্রতি। কারণ এঁদের আহুকূল্য আমাকে দূরদূরান্তের দূর্গম পাহাড়-অরণ্যের আধারে-আলোতে অভিযান চালাতে বিপুলভাবে সাহায্য করেছে।

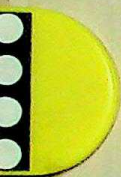
অন্তরালবর্তিনী শ্রীমতী সাধনা চৌধুরী আমার পাহাড়ে-অরণ্যে শৃঙ্খলহীন বিচরণের পথে বোদ-বুড়িতে ছায়া দান করেছেন। শ্রীঅরুণকুমার মাহিন্দার কে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই মুদ্রণ ব্যাপারে তার অরূপ দক্ষিণ্য ও সহ-যোগিতার জন্য।

কলকাতা

ভাদ্রপূর্ণ, ১৩৮৬

দুলাল চৌধুরী





চাকমাদের বিস্তারণ ভূমি

ত্রিপুরা [ভারত] :

হিমালয় সন্নিহিত ত্রিপুরা, সিকিম, (ভূটান) কোচবিহার, দার্জিলিং জেলা (পশ্চিমবঙ্গ), মেঘালয়, আসাম, মনিপুর, নাগাল্যান্ড ও অরুণাচল-এই রাজ্য ও অঞ্চলগুলিকে নিয়ে পূর্ব ভারত গড়ে উঠেছে। ত্রিপুরার তিনদিকে বাংলাদেশ সীমান্ত, উত্তর-পূর্ব প্রান্তে মিজোরাম (ভারত)। ত্রিপুরা রাজ্যের ৬০ শতাংশ ভূমিই পাহাড় দিয়ে ঘেরা অরণ্যভূমি। উত্তর ও দক্ষিণে পাহাড়ের শৈল শ্রেণী যথাক্রমে বিলোনিয়া ও রামগড় (বাংলা দেশের সীমান্ত) এবং লুসাই পাহাড় পর্যন্ত প্রসারিত। ত্রিপুরার মোট আয়তন ৪,১১৬ বর্গমাইল, জনসংখ্যা ১,১৪২,০০৫ জন। বারটি ছোট ছোট নদী ত্রিপুরার পাহাড়ী উৎস থেকে বহির্গত হয়ে ত্রিপুরার অন্তরকে খণ্ডিত বিখণ্ডিত করেছে। গোমতী, ও মুহুরী নদী ত্রিপুরার উপত্যকা ভূমিকে করেছে উর্বরা। বাঁশ, পাট, আনারস, কাঁঠাল, সবজি ও ধান এখানকার একমাত্র বনজ ও কৃষিজ ফসল। জনসংখ্যার ৩১.৫৩ শতাংশ আদিবাসী। শিক্ষিতের হার ২০.২৪ শতাংশ। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষিতের হার ৪.৬০ শতাংশ। মোট জনসংখ্যার ৬৩.২৬ শতাংশ মানুষের মাতৃভাষা বাংলা। ত্রিপুরা ভাষা (ককবরক) বলেন ১৮.৫৫ শতাংশ রিয়াং ৪.৬৪ শতাংশ, মৈতৈ বা মনিপুরী বলেন, ২.৪৫ শতাংশ এবং চাকমা ভাষা বলেন ১.৯৬ শতাংশ। এ'ছাড়া হালাম, জামাতিয়া, লুসাই, নোয়াতিয়া, রুপিনী, উছাই, কালাই, মগ ও মুরসুম বিভাষায় বলেন বেশ কিছু সংখ্যক আদিবাসী। ত্রিপুরায় গারো ও মুণ্ডা স্বল্প সংখ্যক বাস করেন। ১১ বাঙ্গালীও আদিবাসীর সহাবস্থানের ফলে সংস্কৃতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে একদিকে যেমন সংঘর্ষ বর্তমান, অতীদিকে তেমনি সাংস্কৃতিক সমন্বয়ও ঘটছে লোকচক্ষুর অন্তরালে।

1. Demographic and Socio-Economic Profiles of the Hill Areas of North-East India/census of India/1961.

পার্বত্য চট্টগ্রাম [বাংলাদেশ] :

দক্ষিণ-পূর্বে পার্বত্য ত্রিপুরার রামগড় সীমান্তকে স্পর্শ করে দক্ষিণে আরাকান ব্রহ্মা সীমান্ত এবং পূর্বে লুসাই পাহাড়কে স্পর্শ করে মিজোরাম সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত পাহাড়, অরণ্য, স্থাপদসঙ্কুল ভূমির নাম পার্বত্য চট্টগ্রাম। ১৮৬০ সালে এই জেলার সৃষ্টি। ফেণী, কর্ণফুলি, সান্দ্র ও মাতামুহুরী নদী বিধৌত চারটি উপত্যকা নিয়েই পার্বত্য চট্টগ্রামের চতুরঙ্গ ভূমি-বৈচিত্র্য। প্রকৃত পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রামও হিমালয়ের লালিত কথা।

১৯৬১ সালের আদমশুমারি অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জনসংখ্যা ছিল ৩,৮৫,০৭৯ জন। চাকমা-পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজ্যমাটি ও রামগড় সদরেই অধিক সংখ্যক বসবাস করছেন। ১৯৬১ সালে মোট চাকমার সংখ্যা ছিল ১,২৪,৭৬২ জন, এখন বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় দু'লক্ষে দাঁড়িয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী অন্যান্য আদিবাসীদের মধ্যে আছেন ত্রিপুরা, তঙ্গচঙ্গা, রিয়াং, মগ, কুকি, লুসাই, পাজো, বনযোগী, শ্রো, খ্যান, কুমি প্রভৃতি। এ'ছাড়া রয়েছেন হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়। বাংলা ভাষাই এখানকার প্রধান সংযোগের ভাষা। চাকমা-বাংলা ভাষা। মগ, মুরুং-শ্রো, লুসাই, রিয়াং প্রভৃতির নিজস্ব বিভাষা রয়েছে। মগদের ভাষা আরাকান ও উত্তর-ব্রহ্মা ভাষার মিশ্রণজাত একটি 'মিশ্রভাষা' (mixed dialect)। শিক্ষিতের হার খুব কম। গভীর অরণ্যচারী মানুষগুলির জীবন যাত্রা এখন ফলচয়নে অভিবাহিত হয়। 'জুম' চাষ এখানকার প্রধান কৃষিকাজ। দাস প্রথা, দাস ব্যবসায় এখনও প্রচলিত আছে পার্বত্য চট্টগ্রামের গহণ বনে চাকমা-মিজোরাম, অরুণাচলে, পশ্চিমবঙ্গে ও আরাকানে ছড়িয়ে আছেন। চাকমা ও মগরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং জড়োপাসক। একদিকে নির্বাণ অন্যদিকে শাক্ত জীবন বাসনার টানাপোড়েনেই এদের জীবন বিকশিত।

ভূমিকা

চাকমাভাতি ও সমাজ :

চাকমা বা ভারতীয় উপমহাদেশের অন্ততম বৌদ্ধ আদিবাসী। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে (বাংলাদেশ), ত্রিপুরা রাজ্যে, মিজোরাম ও অরুণাচলে চাকমা বাসবাস করছেন। প্রায় চৌলক্ষাধিক চাকমা এই রাজ্যগুলিতে ছড়িয়ে রয়েছেন। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম এখন চাকমাদের স্থায়ী বাসভূমি বটে, চাকমা মূলতঃ মঙ্গোল জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এবং এই উপমহাদেশে বহিরাগত। কারণ চাকমাদের লোকগাথাই বিশেষ করে ‘চাটিপাং ছাড়া পালায়’ চাকমা জনগোষ্ঠীর পুনঃ পুনঃ স্থানান্তরণের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। একদা চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়ায় চাকমা রাজ্যের রাজধানী ছিল এবং চট্টগ্রামের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, এমন কি ফেনী নদীর তীর পর্যন্ত চাকমা রাজ্য বিস্তৃত ছিল। কালক্রমে প্রবল পরাক্রান্ত পাঠান-মোগল বা হিন্দুদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে চাকমা বাধ্য হয়ে পার্বত্য অঞ্চলের গহন প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন। বৌদ্ধধর্ম চাকমাদের আদিধর্ম নয়। এখনও চাকমা নমাঙ্গে বিবিধ ধর্ম-বৈষ্ণু পরিলক্ষিত হয়। সমাজের ওপর স্তরে বৌদ্ধধর্ম, নিম্নভূমিতে প্রাণবাদ। একদিকে যেমন আছেন ‘বৌদ্ধভিক্ষু’, অন্যদিকে তেমনি রয়েছেন ‘খোলি বা রাউলীরা’। ‘রাউলীরা’ লোকায়ত ধর্মের রক্ষক, প্রবর্তক ও প্রচারক। স্মরণ্য বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয় পরবর্তীকালে, যখন পূর্ব ভারতে বৌদ্ধধর্ম, ইসলাম, জৈনধর্ম ও হিন্দুধর্মের চাপে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল, তখন বৌদ্ধধর্ম প্রচারকেরা পার্বত্য ভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন।

চাকমাদের কিম্বদন্তীতে জানা যায় ‘কলাপ’ নগর চাকমাদের আদি বাসভূমি। এই ‘কলাপ’ নগরের সঙ্গে অনেকে আবার চম্পক নগরের নাম উল্লেখ করেন। এই কলাপ বা চম্পকনগর কোথায় অবস্থিত ছিল? প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে কয়েকটি শাক্য জনপদ ছিল। তাদের মধ্যে ‘কপিলাবস্ত’, দেবদাহ, কোহিল, কলাহ, কশেত, কাশিত, শাক্য প্রভৃতিঃ

নাম উল্লেখযোগ্য। অনেকে মনে করেন কুশেত বর্তমান 'কুশিনগর', কাশিত কি বর্তমান কাশী? সম্ভবত: 'শাক্যেত' বর্তমান 'অযোধ্য'। আর কপিলাবস্তুর জন্মভূমি, 'দেবদাহ' বুদ্ধের মাতুলালয়। ইতিহাসের নির্মম রথচক্রতলে এই নামগুলি আজ ইতিহাসের পত্র থেকে লুপ্ত অথবা রূপান্তরিত। কলাপ নগর হিমালয় পাদদেশে অবস্থিত একটি নগর। চাকমাদের তালপাতার পুঁথিতে 'কলাপ' নগরের উল্লেখ রয়েছে। (দ্র: রাধামন-ধনপুদি পালা)। 'কলাহ' নগর উচ্চারণ বা লিপি বিকৃতির ফলে 'কলাপ' হতে পারে। কপিলাবস্তুর নিকটবর্তী একটি জনপদের নাম 'কলাপ'। এখানে একদা 'শাক' জাতি বাস করত। বুদ্ধদেব শাক্য বংশীয়। চাকমারা মনে করেন তাঁরাও শাক্য বংশোদ্ভব। অবশ্য ইতিহাসের তেমন কোন জোরালো সমর্থন নেই।

সনাও শেহেন নামক জনৈক চীনদেশীয় ঐতিহাসিক মঙ্গোলিয়ার ইতিহাসে লিখেছেন, শাক্যবংশ তিন প্রধান শাখায় বিভক্ত ছিল। যেমন : মহাশাক্য, লিচ্ছবিশাক্য, পার্বত্য শাক্য। চাকমা এবং তংচঙ্গ্যারা 'ধর্মকাম' পূজা করতেন। এই পূজাকে 'সীবালা' পূজাও বলা হয়। সীবালা ছিলেন এক শাক্য রাজপুত্র। সিদ্ধার্থের সমসাময়িককালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সীবালা পরবর্তীকালে বুদ্ধ অমুরস্করূপে পরিচিত হন। ব্রহ্মদেশের প্রাচীন ইতিহাসে জানা যায়, প্রাচীন ব্রহ্মে পাঁচটি প্রধান জাতি ছিল। যেমন, ব্রহ্মা, তৈলাং, কেরাণ বা কোহরণ, বিউ ও চাক। এই চাকেরা উত্তর ব্রহ্মে বসবাস করত। ব্রহ্মের প্রধান নদী ইরাবতীর একটি শাখার নাম 'চম্পা'। চম্পা ও ইরাবতীর সঙ্গমে চম্পক নামে একটি নগর ছিল। সেইখানেই চাকরা বাস করতেন। এই চাকদের আদিनाम শাক (Tsak)। ব্রহ্মদেশীয় বা আরাকানীয় উচ্চারণে 'শাক' হয়ে গেল 'চাক'। এই প্রসঙ্গে আর একটি চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিদেশ মন্ত্রীর নাম ছিল সারিণ চাক (শাক ?)। সম্ভবত: কাছোডিয়ায় ও ভিয়েতনামে 'চাক' বংশজ লোকেরা এখানেও বসবাস করতেন। এই চাক শব্দ থেকেই কালক্রমে চাকমা শব্দ জাতি অর্থে ব্যবহৃত হলো। চট্টগ্রামের অধিবাসীরা (হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই) চকমাদের বলেন, 'চাম্‌উয়া'। চাম্‌ শব্দ 'শ্রাম' শব্দেরও সাদৃশ্যবাহক। সেইজন্য বর্তমানে অনেক গবেষক শ্রামদেশীয় লোকদের সঙ্গে চাকমাদের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। আর জন্ গ্রীষ্মরসন বলেছেন, 'চাকমাদের লিপি ক্ষেত্র লিপির অঙ্গুগামী।' কাছোডিয়ায় লিপিও 'ক্ষেত্র'। অবশ্য ব্রাহ্ম লিপির

সঙ্গে চাকমা লিপির সাঁদুল রয়েছে। স্বত্বব্য এই একদা ব্রহ্মদেশ থেকেই বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থাদি আরাবানের পথ ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচারিত হত। বর্তমান লেখক পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৯৭৪ সালের প্রথমার্ধে অনুসন্ধান চালিয়ে তালপাতায় লেখা যে সমস্ত প্রাচীন 'তারা' ও প্রাচীন পুঁথি, তাল্লিক শাস্ত্র (মন্ত্র) উদ্ধার করেছেন, তাতে ব্রহ্মদেশীয় লিপিরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়েছে।^{১০} কিন্তু খুব চমকপ্রদ ব্যাপার এই যে বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার চাকমা চট্টগ্রামী উপভাষায়ও কথাবার্তা বলেন এবং বাংলা ভাষায় উচ্চশিক্ষা লাভ করছেন। তবে অতি সাম্প্রতিক চাকমা ব্রহ্মদেশীয় লিপি প্রবর্তনের প্রচেষ্টা করছেন। নরারাম চাকমা প্রণীত 'চাকমা প্রথম পাঠ' (বাঙ্গামাটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম) প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য।

চাকমাদের আদি বাসভূমি তাহলে কি ব্রহ্মদেশে? প্রাচীন ব্রহ্ম ইতিহাস এ প্রশ্নে নীরব। সপ্তদশ শতকে শ্রীহট্টে [কালাবাঘা] চাকমাদের সঙ্গে পাঠানদের সংঘর্ষ হয়। তার বহু পূর্বেই চাকমা শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, কুমিল্লায় ছড়িয়ে পড়েছিলেন। 'চাকমা জাতি' গ্রন্থে [সতীশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত] এই প্রশ্নে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। ক্যাপ্টেন লিউইন তাঁর গ্রন্থগুলিতে চাকমাদের প্রশঙ্গে সুন্দর ঐতিহাসিক আলোচনা করেছেন। তিনি চাকমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী বলে চিহ্নিত করেছেন। বৃহত্তর ভারতের প্রাচীনতম ইতিহাস এখনও অন্ধকারে ঢাকা। বিশেষতঃ পূর্বভারতের আদিবাসীদের প্রশঙ্গে আমাদের 'ক্রনিকল্‌স' বা 'এ্যানাল্‌স্‌'গুলি নীরব। যুগে যুগে এই বৃহৎ ভূখণ্ডে নানা জাতের মানুষ এসেছেন এবং বৃহত্তর জনশ্রোতে মিশে গেছেন। তাদের স্মৃতিচিহ্নিত একক ইতিহাস আজ হারিয়ে গেছে।

চাকমাদের লোকগাথা, কিস্কদন্তী আর আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্ম-কর্ম, সাহিত্য-ভাষা ইত্যাদির সামগ্রিক বিচার আজও হয়নি। শুধু কিছু কিছু খণ্ড খণ্ড বর্ণনা আমরা বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে পেয়েছি। বর্তমানকালেও অনুসন্ধান চলছে। শ্রীহরিত চাকমা নামে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্র 'চাকমা ভাষার ইতিবৃত্ত' নামে একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেছেন (১৯৭৩)। ঐ পুস্তিকায় তিনি চাকমা ভাষাকে মাগধী (মাগধী) প্রাকৃতের সমতুল্য বলে বিবেচনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে মাগধী প্রাকৃতের যে লক্ষণগুলি আমরা পেয়েছি তার সঙ্গে প্রাচীন বাংলাভাষার মিল রয়েছে। প্রাচীন বাংলাভাষার

নিদর্শন পেয়েছি ‘চর্য্যচর্য্যবিনিস্চয়ে’ (চর্য্যাপদে)। আর এই চর্য্যগুলি য়াৰা রচনা করেছিলেন তাঁরা যে শুধু বাঙালী একথা জ্ঞোৱেৰ সঙ্কে বলা যায় না। কারণ এক বিস্তৃত ভূ-খণ্ডে মাগধী প্রাকৃতের প্রচলন ছিল। (ভাগলপুর থেকে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত বা মগধ থেকে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ পর্যন্ত।) চট্টগ্রামের বর্তমান বিভাগ মাগধী প্রাকৃতের বিকৃতরূপ মনে করা যেতে পারে। চাকমারা ইতিহাসের আদিতে অর্থাৎ তাদের উদ্ভবযুগে যে ভাষা বলতেন বা ব্যবহার করতেন, আজ সে ভাষা বিস্মৃতির অতলে ডুবে গেছে। কালক্রমে তারা যে জনপদে ছড়িয়ে পড়েছেন সেখানকার ভাষা আয়ত্ব করেছেন। তা না হলে লিপির সঙ্গে বর্তমান কথ্য ভাষার এমন পার্থক্য হতে পারত না। ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় উপপ্লবে চাকমারা বছর ধরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ পরিক্রমা করেছেন। মাত্র প্রায় আড়াই শত বছর আগে বাণী কালিন্দীর আমলে তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে আরাকান পর্যন্ত বিস্তৃত ভূ-খণ্ডে স্থায়ী বসবাস শুরু করেছেন।^৪ সেইজগৎ তাদের ইতিহাস নানা ছটিল ঘটনার আবর্তে আজ নিমজ্জমান।

তবে একথা ঠিক চাকমারা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী নন। হিমালয়ের পাদদেশের গহন অরণ্যে মহাভারতের বা পুরাণের যুগে কিরাত, শবর ইত্যাদি আদিবাসী বাস করতেন। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্য্যাপদেও শবরদের উল্লেখ রয়েছে। বৌদ্ধ মহাযান বা বজ্রযানীরা একদা মঙ্গোলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলেন এবং এই সুবিস্তৃত অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের বাণী প্রচার করতেন। বৌদ্ধধর্মের কয়িক্যরূপ নেপালের ও তিব্বতের বৌদ্ধমঠগুলিতে সীমিত হয়ে গিয়েছিল। বর্তমানে যে খেরবাদী বৌদ্ধধর্ম চাকমাদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে, তা মূলতঃ শ্রীলঙ্কা ও ব্রহ্মদেশের খেরবাদী বৌদ্ধধর্মের সম্প্রদায়। মগধ বা কলিঙ্গের সঙ্গে তার যোগ ক্ষীণ। অবশ্য অষ্টাদশ শতকে পূর্বভারতের বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে খেরবাদীদের সম্বন্ধ হয়।

অনেকে মনে করেন, উত্তর ব্রহ্ম (শান), প্রাচীন মগধ (বর্তমান বিহার) কালাবাঘা (শ্রীহট্ট), প্রাচীন মালাক্কা (বর্তমান মালয়), কোচীন চীনের চম্পা ও হিমালয়ের পাদদেশের প্রাচীন সাংপু নদীর (ব্রহ্মপুত্র) তীরবর্তী অঞ্চলে চাকমারা একদা বসবাস করতেন। চাকমাদের আদিপুরুষ বিজয়গিরি সম্ভবতঃ শ্রীমদেশের চম্পকনগর থেকে ব্রহ্মদেশ অতিক্রম করে প্রাচীন ভারতভূমিতে প্রবেশ করেছিলেন। চাকমা লোকসাহিত্য ‘চাটিগাং

ছাড়া 'পালাহুসারে চম্পকনগরের রাজা মাংবুদ্বার পুত্র বিজয়গিরি (২২৪—২৫ খ্রীষ্টাব্দে) মগদের সঙ্গে যুদ্ধ করে আরাকানের রোনাঙ রাজ্য অধিকার করেন। এইভাবেই নাকি আরাকান ও উত্তর ব্রহ্মে চাকমা রাজ্য গড়ে ওঠে। বিজয়গিরি চাটিগাং ছাড়া পালায় আরাকান অভিযান গ্রন্থে বলেছেন :

অপার পানি সাগর বেই

কুলকিনারা দেখা নেই.

জাতি পূজাত তে (বিজয়গিরি) ঘি দিল

রোঙা দেশত্ তে কুলেল ।

মগরা এদের বলতেন : ‘শাংমাং’।^১ ‘মাং’ শব্দের অর্থ রাজা এবং ‘শাংমাং’ শব্দের অর্থ হস্তী রাজা। ইতিহাসের সাক্ষ্য প্রমাণ অনুসারে দেখা যায় ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জুন আরাকানের তৎকালীন রাজা চট্টগ্রামের শাসনকর্তাকে ব্রহ্মদেশ থেকে কিছু পলাতক চাকমাদের কিরিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।^২

চাকমার পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য ত্রিপুরার খুব প্রাচীন অধিবাসী। বৌদ্ধধর্মালম্বী এই জনগোষ্ঠী ইতিহাসের অনেক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহু জনপদ একদা অতিক্রম করেছেন। প্রাচীনতম সমাজ ব্যবস্থার চকল অর্থনীতি এই পর্বতচারী অরণ্যাবিলাসী মানুষগুলোকে ভাগায়েষণে পথ চলতে বাধ্য করেছিল। সেই ইতিহাস অত্যন্ত রোমাঞ্চকর ও বৈচিত্র্যমণ্ডিত। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পার্বত্য ত্রিপুরায় স্থায়ী বাসভূমি রচনা পূর্বে চাকমা যে প্রকৃতির পূজারী ছিলেন, তা বোঝা যায় তাঁদের আচারিত নানা ধরনের আচার-অনুষ্ঠানে। গাঙপূজা, বুরপাড়া, মন্ততন্ত্র, বিবাহের ও জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কিত লোকাচারে প্রকৃতি পূজা ও সর্বপ্রাণবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। অধিকন্তু চাকমা সমাজে বৌদ্ধ ভিক্ষু, শ্রমণ, মহাধেরো যেমন আছেন, তেমনি সমাজ কাঠামোর নিম্নভূমিতে রয়েছেন বোলি (রাউলি) ও ওঝা। এরা নিরক্ষর জুমিয়ারদের দীক্ষিত করেন এবং নিত্য উৎসব-পার্বণে পৌরোহিত্য করেন। কেয়াঙ বা বৌদ্ধবিহার সর্বত্র স্থলভ নয়। তাই দূর

১. নগভাষার 'শাং' শব্দের অর্থ 'হস্তী' আর 'নাং' শব্দের 'রাজা'। এই যৌগিক শব্দের অর্থ 'হস্তী রাজা'। চাকমাদের বর্তমান (রাঙ্গামাটি) রাজবাড়ির সিংহদ্বারে এখনও হস্তী প্রতীক আছে।

२. In the Sylvan Shadows/Dacca Abdus Sattar, Haridwar

দুর্যন্তের মাহুৰ শুধুমাত্র বার্ষিক উৎসবে অর্থাৎ মহামূনি বা বৌদ্ধ পূর্ণিমায় একত্রে মিলিত হন। সমাজের নিম্নভূমিতে লোকাচায়ে (বিবাহে ও গাওঁপূজায়) শূ্যোর বলি দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে, যা বৌদ্ধ অহিংস নীতিতে নিষিদ্ধ। এই বৈপরীত্যের মিলনেই বর্তমান চাকমা সমাজ বিকশিত হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামে ও পার্বত্য ত্রিপুরায়। ময়নামতী ও পাহাড়পুরের প্রভৃ সাক্ষ্য এবং চাকার সন্নিকটস্থ উয়াড়ী বটুয়া, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও আরাকানের বর্তমান সাক্ষ্য প্রমাণাদিতে জানা যায় যে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ ও দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। উয়াড় চুয়াড়ের ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে আমরা জানতে পারি যে খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর মধ্যে বাংলার সর্বত্র হীনযান ও মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটেছিল।

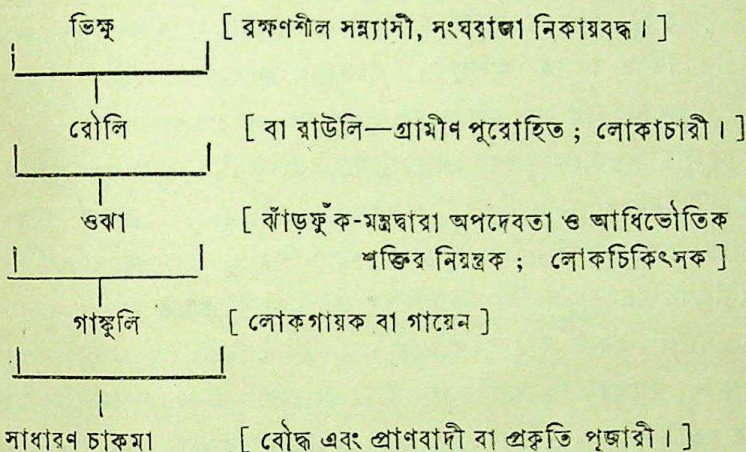
১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে চাকমা রাণী কালিন্দী পার্বত্য চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম সংস্কারের জন্য আরাকানের সজ্জরাজ সারমিত্ত মহাস্থবিরকে আমন্ত্রণ জানান। তখন চাকমাদের রাজধানী ছিল চট্টগ্রামের রাজনগরে (বান্দুনিয়া)। ব্রিটিশ শাসনের নির্দেশে ১৭৭৩-৭৫ সালের মধ্যে রাজ্যমাটিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয়। রানী কালিন্দীর প্রচেষ্টায় বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটে রাজ্যমাটি, বান্দরবন ও মানিকচড়িতে। যেখানে চাকমা, রোয়াঙ, ও মণ্ড রাজারা বাস করতেন। সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম রাজগুরুর তত্ত্বাবধানে সজ্জরাজ নিকায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম এই অঞ্চলে প্রচলিত হয়ে পড়ে। আশ্চর্যের বিষয়, চর্চাপদে ব্যবহৃত রূপকল্প বা ভাষার সঙ্গে বর্তমান চাকমাদের কোথাও কোথাও মিল খুঁজে পাওয়া যায়। অবশ্য এই মিল খুব বিচ্ছিন্ন। চাকমারা যে মঙ্গোলীয়ে জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

চাকমাদের মধ্যে রক্তের সংমিশ্রণ হয়েছে ঐতিহাসিক কারণে। তাদের দেহাকৃতি ও অন্তর্গত দৈহিক বৈশিষ্ট্য থাইল্যান্ড (কাম্বোডিয়া) বা ভিয়েতনামবাসীদের সঙ্গে সাদৃশ্যের প্রতি ইঙ্গিত করে। স্তবরাং মনে হয় চাকমারা মূলত: চাক বা শাক। থাইল্যান্ডের 'চ্যাংমাই' নদী প্রসঙ্গত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারত ইতিহাসের প্রাগ্ভাষ্য তারা যাযাবর জীবন থেকে মুক্তির জন্য দেশ-দেশান্তরে ঘুরেছেন। একদিন উপযুক্ত পরিবেশে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী বসবাস স্থাপন করেছেন। চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও

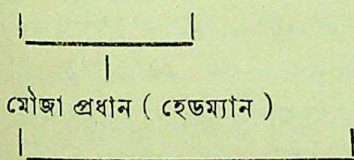
‘মহামুনি’ বা বৌদ্ধ উৎসব-পার্বনগুলি চাকমাদের গোঁরবয় ইতিহাসের প্রতি ইঙ্গিত করে। সেই হারানো ইতিহাস উদ্ধারের প্রচেষ্টা করেছেন বিভিন্ন গবেষক। চাকমাদের ধর্মজীবন প্রসঙ্গে বিখ্যাত জার্মান গবেষক অধ্যাপক ডঃ হাইন্জ বেসার্ট বলেছেন: “চট্টগ্রাম এলাকায় চাকমাদের বাস। নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে এঁরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার লোক।” চাকমাদের পাঁচ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।”

১. ভিক্ষু ২. রোলি ৩. ওঝা ৪. গাঙ্গুলি ৫. সাধারণ চাকমা এদের ধর্মীয় ও সামাজিক কাঠামো নিম্নরূপ:

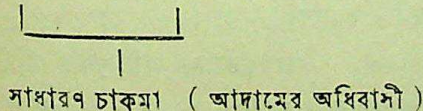


চাকমা সমাজ-সংগঠনের প্রাচীন কাঠামো ছিল নিম্নরূপ:

চাকমা রাজা (চাকমা সার্কলের প্রধান)



কারবারী (গ্রাম বা আদাম প্রধান / দেওয়ান)



ধর্মবাদী বৌদ্ধধর্ম বর্তমানে চাকমাদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। মহাধর্মো নিকায়ও সংঘরাজা নিকায় মিলিত হয়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছেন। বাংলাদেশে

৩১০টি বৌদ্ধ বিহারের মধ্যে প্রায় ২৪৬টি চট্টগ্রামে অবস্থিত। একদিকে বৌদ্ধসংঘ অত্রদিকে গ্রামীণ পুরোহিত রাউলিরা চাকমাদের ক্রিয়া ও লোকাচারকে নিরুৎসাহ করছেন। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ এই ত্রিবিধ কর্মেই উভয় ভাবধারার মিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়।

এখানে বৌদ্ধ চাকমাদের দুটি লোকাচারের দৃষ্টান্ত দিলে আমাদের বুঝতে স্মবিধা হবে।

লোকাচার:

১. চুঙুলাঙ: বিবাহ অহুষ্ঠানে চুঙুলাঙ অবশ্য পালনীয় লোকাচার। চুঙুলাঙ অহুষ্ঠান ব্যতীত বিবাহ অসম্পূর্ণ। অবস্থাপন্ন গৃহস্থরা প্রতি বছর চুঙুলাঙ বিপদ নিবারণের জন্ত করতে পারেন এবং অনেকে করেও থাকেন।

চুঙুলাঙ অহুষ্ঠানে ওঝা পৌরোহিত্য করেন। চুঙুলাঙের পূর্বদিন ওঝাকে নিমন্ত্রণ করা হয় অহুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করার জন্ত। চুঙুলাঙ অহুষ্ঠানের দিন খুব ভোরে ওঝা নিদ্রিষ্ট গৃহস্থ বাড়িতে আসেন এবং বাঁশের 'চ্যাচাড়ী' দিয়ে একটি ছোট 'চ্যাচাড়ী' প্রস্তুত করেন। তার এক পাশে একটি কাঁঠাল পাতায় একখানি ছোট 'ছই' দেওয়া হয়। অত্রপাশে বাঁশের তিনখানি বাখারী তেপায়ার মত করে তাদের মাথায় আর একটি পাতা দেওয়া হয়। এটা দেখতে ঘরের মতন। এটা নারীর জন্ত নির্মিত। 'ছই'খানি পুরুষের জন্ত নির্মিত। ছইয়ের নীচে একটি ডিম রাখা হয়। তারপর দুটি ছোট ঝুড়ির মধ্যে একটিতে চাল এবং অপরটিতে ধান দিয়ে পূর্ণ করা হয়। খুব তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হল—ছোটো ঝুড়ির পাশেই ছোটো মদের পূর্ণপাত্র রাখা হয়। ওঝা এরপর কাঁঠাল বা বাঁশপাতা মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলির মধ্যে স্থাপন করে হঠাৎ সেই পাতা অহুষ্ঠানস্থলে তিনবার নিক্ষেপ করে 'দেবী পরমেশ্বরীর' কাছে 'আগচাওয়া' বা শুভকামনা করেন। ছোটো পাতার মধ্যে একটি চিং আর একটি উপুড় করে পড়া চাই। নতুবা বিবাহ অহুষ্ঠান শুভদায়ক নাও হতে পারে।

তারপর ওঝা তিনটি কুক্কট বলি দেন। বিবাহঅহুষ্ঠানে একটি শূকর বলি দেওয়াও বিধেয়। মোরগের পদদ্বয়, মস্তক ও হৃৎপিণ্ড এবং শূকরের মস্তক, শোণিত সহ সামনের ও পেছনের দুটো পা দ্বিদ্ধ করে কলাপাতায় দেবী পরমেশ্বরীর সামনে দেওয়া হয়। স্বামী-স্ত্রী (নবপরিণীতা) অহুষ্ঠান

স্থলে এসে দেবীকে প্রণাম করবেন এবং মণ্ডপাত্ত বিনিময় করবেন। আবার দেবীকে প্রণিপাত করবেন। এই হলো চুঙু লাঙ।

ওঝা মোরগের পায়ের আঙ্গুল, অহুষ্ঠানে দেয় চাল ইত্যাদি বিচার করে নবদম্পতির শুভাশুভ বিচার করে বলে দেন। মোরগের পায়ের আঙ্গুল অত্যধিক ফাঁক থাকলে, পাত্রে দেওয়া চাল ওজনে কম হলে অমঙ্গল হবে, বিবাহ স্ত্রের হবে না বলে এদের বিশ্বাস।

চুঙু লাঙ অহুষ্ঠানের ধান নাদা সূত্র দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। অহুষ্ঠান শেষে ওঝা উক্ত সূত্র খণ্ড খণ্ড করে ফারাক মন্ত্র উচ্চারণ করেন এবং অহুষ্ঠান কর্তা-কর্তৃদের যথাক্রমে ডান ও বামহাতে সূত্র বন্ধন করে দেন এবং সকলের শুভকামনা করে অহুষ্ঠান শেষ করেন।

‘লাঙ্গ’ বা ‘লাঙ’ শব্দের স্থানীয় অর্থ হলো স্বামী। ‘লাঙ্গাভূমি’ বলতে বোঝায় অনাবাদী ভূমি। লাঙ্গ শব্দ ‘লিঙ্গ’ থেকে আগত। এর থেকে হয়েছে ‘লাঙ্গল’ (হলকর্ষণের যন্ত্র)। একসঙ্গে ‘চুঙু লাঙে’র অর্থ হলো স্বামীচূষন বা বরণ।

চুঙু লাঙ চাকমাদের আদিধর্ম জড়বাদ ও প্রাণবাদের অন্তর্গত। কারণ এর মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মাত্মিক লোকাচার রয়েছে প্রচুর। প্রজনন ও উর্বরতাবাদ, যাদু-বিশ্বাস সম্পৃক্ত হয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ লোকাচারে পরিণত হয়েছে। কোন শাস্ত্রীয় আচার এতে নেই। বৌদ্ধধর্মের পরিশীলিত ছাপ এতে পড়েনি।

‘চুঙু লাঙ’ শব্দটি শব্দতত্ত্বের দিক থেকে খুব তাৎপর্যপূর্ণ। চাকমাদের ভাষায় একটি শব্দ আছে—‘লাঙ্গিয়া’ (Lyngia)—এর অর্থ প্রেমিক। অত্র একটি শব্দ আছে—‘লাঙ্গোনেক’—এর অর্থ কুমারী। চুঙু—এর অর্থ (বাংলা)—পাত্রে ওষ্ঠ সংলগ্ন করে তরল পদার্থ পান [সংসদ বাঙ্গালা অভিধান] বা চূষন; পান ইত্যাদি। ‘লাঙ’ শব্দার্থ—আঞ্চলিক ভাষায় রক্ষিত (মালদহ), বারানসী; স্বামী (চট্টগ্রাম)। এমনকি ‘লিঙ্গ’ (শিশ্ন; Phallus; শিবের লিঙ্গমূর্তি) শব্দ থেকেও ‘লাঙ’ আসতে পারে। স্তত্রাং শব্দটি প্রজননজ্ঞাপক। এই সমস্ত বিবেচনা করে বলা যেতে পারে ‘চুঙু লাঙ’ চাকমা সমাজে আদিধর্ম প্রাণবাদ ও প্রজননবাদ সম্পৃক্ত একটি অহুষ্ঠান।

২. এবার একটি বিস্তৃত নির্বাণাদর্শ উদ্ভূত অহুষ্ঠানের বিবরণ দেব।

অহুষ্ঠানটির নাম—‘কঠিন চীবর দান।’ পার্বত্য চট্টগ্রামের লঙহ বিহারের অধ্যক্ষ বনভাস্তের প্রেরণায় স্থানীয় বৌদ্ধ রমণীরা এই অহুষ্ঠান পালন করেন ১৯৭৩ সালের নভেম্বর মাসে। কথিত আছে প্রায় দু’হাজার বছর পূর্বে বিশাখা বুদ্ধদেবের এবং শিষ্যাদির জন্ম এই ‘কঠিন চীবর দান’ অহুষ্ঠান পালন করেন।

এই অহুষ্ঠান প্রাপ্তবস্ত্রের প্রায় দু’মাস পূর্ব থেকে প্রস্তুতি নেওয়া হয়। চাকমা মেয়েরা কোমর তাঁতবুনে। এটা মেয়েদের শিল্পকর্ম। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই বস্ত্র বুনতে হবে। বৌদ্ধ ভিক্ষুর বা শ্রমণের প্রয়োজনীয় বস্ত্র ‘ত্রি-চীবর’ নামে পরিচিত।

ক. উত্তরাসান্ন (উত্তরীয়)

খ. সঙ্ক্ৰান্তি (গাত্রাবরণ)

গ. অন্তর্বাস : দুটি ‘অংশ বন্ধন’, চারখানা ‘জল সাকুনি’ ও দুটি ‘কটি বন্ধন।’

এই অহুষ্ঠানে হাজার হাজার বৌদ্ধ পুণ্যার্থীর সমাগম ঘটেছিল। যিনি অর্থাৎ যে মহিলা ‘কঠিনচীবর দান’ অহুষ্ঠান করবেন, তিনি প্রায় দু’মাস পূর্ব থেকে তাঁতযন্ত্র, সূত্র ও অগ্ন্যাগ্নি আত্মবৃত্তিক দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতে থাকবেন। নির্ধারিত অহুষ্ঠানের দিনে বা রাতে এক বৈঠকে তিনি কোমর তাঁতে উল্লিখিত বস্ত্রাদি বুনবেন। অবশ্য অগ্ন্যাগ্নি মহিলারা তাঁকে প্রয়োজনীয় উপকরণের যোগান দেবেন।

শুদ্ধচিত্তে বস্ত্র বুনতে না পারলে সে বস্ত্র ২৪ ঘণ্টার শেষ হয় না। পবিত্র চিত্তে ও একাগ্রমনে এই বস্ত্র বুনতে হয়। বস্ত্র বুননান্তে ভিক্ষু বা শ্রমণের কাছে শোভাযাত্রা করে ‘কঠিন চীবর’ নিয়ে যেতে হবে এবং ‘ভাস্তর’ চরণতলে ঐ ‘কঠিন চীবর’ উৎসর্গ করতে হবে। তারপর শ্রমণ, ভিক্ষু ও ভাস্ত্রে পূজারিণীকে আশীর্বাদ করবেন। এই সময় বুদ্ধ-উপাসনা অবশ্য কর্তব্য।

এই অহুষ্ঠান করতে পারলে ত্রিভুজী মোক্ষ লাভ করবেন। নির্বাণের পথ মন্ডপ হবে। স্তবরাং যে আচার এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে তা মূলতঃ মোক্ষ লাভের আদর্শে অনুপ্রাণিত। চুড়ুলাঙের সঙ্গে এর পার্থক্য সহজেই অনুধাবন করা যায়। চুড়ুলাঙেও অবশ্য ‘মঙ্গলাকাজী’ রয়েছে, ‘কঠিন চীবর দানে’ নির্বাণ-বাসনা। অথচ উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য : ‘জীব

বলি' ও 'বলি রহিত প্রথা।' একটাতে আপাত হিংসা, অত্যাচারে বৌদ্ধধর্ম প্রভাবে পরিপূর্ণ অহিংসা বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এইরকম বহু দৃষ্টান্ত দিয়ে আমরা চাকমাদের সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনের মৌল পরিচয় তুলে ধরতে পারি। কোন কোন আচার অত্যাচারে হিন্দুর লোকাচার অনুপ্রবেশ করেছে অথবা প্রভাবিত করেছে। আবার কোথাও ঈশ্বং ইসলাম প্রভাব পরিস্ফুটন হবে।

টিকা :

১. Chittagong Hill Tracts and the dwellers therein 1869.
—Capt. T. H. Lewin,

২. Linguistic Survey of India : Vol : V
—Sir George Grlerson.

৩. চাকমা জাতি—সতীশচন্দ্র ঘোষ

৪. চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত : শ্রীবিরাজমোহন দেওয়ান

৫. গৈরিকা। ১ম বর্ষ। ১ম খণ্ড। ১ম সংখ্যা বৈশাখ। ১৩৩৩ (ব্রাহ্মাণ্ড) শ্রীপ্রভাতকুমার দেওয়ান সম্পাদিত

৬. ত্রিপুরা প্রসঙ্গ। জনসংযোগ ও পর্যটন অধিকার। ত্রিপুরা সরকার। শ্রীধরন সেনগুপ্ত সম্পাদিত।

৭. বৌদ্ধধর্ম। বাংলা ও ত্রিপুরায়। ডঃ হাইন্স বের্ট লিখিত। গোমতী। ২৬ ডিসেম্বর। ১৯৭৪ আগরতলা। ত্রিপুরা।

৮. 'The Chakmas inhabit the central parts of Chittagong Hill Tracts. They are a people with their own culture, folklore, historical traditions and even their own national script which, however is being more and more replaced by Bengali script. Their language is a peculiar dialect of Bengali. Anthropologically the Chakmas belong to the peoples of South-east Asia. Their dress shows similarities with the dress of Burmese and shan people. There is also a number of customs which hint at a form of "Animism" which is very similar to that of the peoples of the Burmese and shan groups before their conversion to Buddhism. Some groups of Chakmas can be termed 'Animists' even now. There is quite a number of studies dealing with the culture of the tribes of

Chittagong Hill Tracts including the Chakmas : contemporary Buddhism in Bengal and Tripura. Dr. Heinz Bechert Educational Miscellany Vol : IV Nos. 3 & 4. December 1967. March 1968.

৯. Mongloid : They are found in steppe and Tundra region of North Asia. Red Indians, Mongols, Eskimos, Malay Indonesians are mongoloids.

Features : Head—Bracephalic
Fore head—Vertical
Face form—Round and flat
Molar bones—Projecting
Hair—Coarse and straight
Hair colour—Black
Skin—Yellow
Eye colour—Medium dark
Nose—Very low
Stature—Medium to short
Torso—long

—Racial Elements in Population of India—1944/

B. S. Guha

১০. Tribe : tribus > tribe.

- a. Group of people in a primitive or barbarous stage of development acknowledging the authority of a chief, regarding themselves as having a common ancestor. The Pocket Oxford Dictionary/1934/Oxford.
 - b. A division, class or group of people varying ethnologically according to their circumstances, from which their separation or distinction is supposed to originate.
 - c. An aggregation of persons usually Consanguineous and endogamous, characterised under one chief by
- CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

its own culture, having a name, a dialect, a Government, and usally a territory of its own.

Standard Dictionary Vol II/
International Edition/1974/New York.

১১. চাকমাদের উৎপত্তি প্রসঙ্গে কয়েকটি অভিযত :

ক The Chakmas are the off shoot of Tsak or Tsek tribe of Arakan.

Among the Chakmas as perhaps, among the Greeks and Romans in the beginning of their history the sects is the unit of tribal organisation for certain public purposes. Tribes and castes of Bengal/P-170

Herbert Risley.

খ 'The name chakma has been given by the inhabitants of chittagong district'.

The Hill Tracts of chittagong and the dwellers therein. T. H. Lewin.

প্রসঙ্গত : এখনও চট্টগ্রামের সমতলভূমির অধিবাসীরা চাকমাদের বলেন : 'চামউয়া'। 'চাম' নামে একটি প্রজাতি থাইল্যান্ডে আছে।—লেখক

গ 'The chakmas are undoubtedly of Arakanese origin.'. Eastern Bengal and Assam Distrtrict Gazetteers. R. H. S Hutchinson

প্রবাদের উৎস :

‘প্রবাদ’ শব্দটির উৎপত্তি প্র-বদ্ ধাতু থেকে [প্র-বদ্+ঘঞ]। এর অর্থ হলো উচ্চারণ করা, কথ্য বলা। উক্তি, সংবাদ, গুজব, জনশ্রুতি এবং লোকবিশ্বাস ইত্যাদি অর্থেও প্রবাদ শব্দটি ‘নিরুক্তে’ উল্লিখিত হয়েছে; ভট্টিকাব্যে ‘গালাগালি’ অর্থে শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। ‘বঙ্গীয় শব্দকোষে’ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় শব্দটি প্রসঙ্গে লিখেছেন : ‘পরস্পর কথোপকথন ; সম্ভাষণ, পরস্পরাভিধাত অত্যাগ্র স্পর্ধা, লোকাপবাদ, লোকনিন্দা, পরস্পরাগত বাক্য, প্রসিদ্ধ লোকবাদ, কিংবদন্তী, জনশ্রুতি ইত্যাদি অর্থে প্রবাদ শব্দটি প্রযুক্ত হয়।’

পরবর্তীকালে প্রবাদের অর্থ আরো ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। উক্তি, ব্যাখ্যান, বাগ্মিতা, ভাষণ গৌরব, চলতিকথা, জনশ্রুতি, কিংবদন্তী ইত্যাদি অর্থও প্রবাদ শব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়। লাতিন ‘Proverbium’ শব্দটি একটি সংযোজক শব্দ। যেমন : Pro+Verbum মিশে এটি উৎপন্ন হয়েছে। ‘Pro’ এর অর্থ পূর্বে; আর ‘Verbum’ এর অর্থ শব্দ।^১ অভিজ্ঞতা, উক্তি, তত্ত্ব ইত্যাদি অর্থও অভিযুক্ত করে ‘Proverb’ শব্দটি।^{২-৪}

‘লোকোক্তি’ শব্দটি প্রবাদের সমার্থক। সংস্কৃত ভাষায় প্রবাদকে বলা হয়েছে ‘স্বভাবিতম্’। এর অর্থ সুন্দরভাবে কথিত শব্দ। শ্রীমদেশে প্রবাদকে বলে ‘সুপ-হাসিত’ (Sup-hasit)। পালি ‘সু-ভাবিতো’ শব্দ থেকে শব্দটি চয়ন করেছেন শ্রীমদেশবাসীরা।

১. চলন্তিকা/১৩৭৩ / রাজশেখর বসু সংকলিত।

২. A Pithy saying especially one condensing the wisdom of experience; adage; saw; maxim.
Standard Dictionary. vol. III/1974.

৩. Proverb—/Prav—erb/n [ME Proverbe, L. Proverbium, A brief popular epigram or maxim. —Webster’s Seventh New Collegiate Dictionary/1969.

৪. a) ‘The wisdom of many and the wit of one’.
b) ‘A statement of fact; Honesty is the best policy’.
c) ‘A metaphor; Do not change horses when crossing a stream.’

প্রবাদের সংজ্ঞা :

‘প্রবাদ বা প্রবচন জাতির সুদীর্ঘ ব্যাবহারিক অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ততম রসাম্ভিব্যক্তি ; ইহা একদিক দিয়া যেমন প্রাচীন, আবার তেমনিই অতীতদিক দিয়া আধুনিক—ইহা পূর্ব হইতেই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে বলিয়া প্রাচীন, আবার প্রচলিত মনোভাব প্রকাশ করিতেও সহায়তা করিতেছে বলিয়া আধুনিক।’^১

দার্শনিক বেকন্ বলেছেন : ‘একটি জাতির প্রতিভা, বুদ্ধিমত্তা, এবং আত্মা, সেই জাতির প্রবাদের মধ্যে আবিস্কৃত হয়।’^২ প্রবাদ মানুষের পরিবেশ ও জীবন পর্যবেক্ষণের এবং প্রকাশের এক সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থপূর্ণ অভিব্যক্তি। পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্যেও প্রবাদের পরিচয় আমরা পাই। প্রাচীন মিশরীয় গ্রন্থ ‘বুক অব দি ডেড’ (৩৭০০ খৃ. অব্দ) এবং ‘ওল্ড টেষ্টামেন্টে’ প্রবাদ বচনের যথেষ্ট প্রয়োগ আমরা লক্ষ্য করি। চৈনিক গ্রন্থ ‘শু-চাং’ প্রবাদ-প্রবচনের এক মূল্যবান ভাণ্ডার (খৃ. পূঃ ৭৭০-২০০ অব্দ)। ভারতীয় কথ্য ও লিখিত ‘পঞ্চতন্ত্র’ এবং ‘হিতোপদেশ’ প্রবাদ-প্রবচনে পরিপূর্ণ। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ‘ধর্মপদে’ প্রচুর প্রবাদ বাক্য পরিলক্ষিত হয়। ঋক্বেদেও প্রবাদের প্রাচীনতম রূপ দেখা যায়। মূলতঃ এই প্রবাদসমূহ তত্ত্বকথা ও লোকশিক্ষার বাহন।^৩

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ‘বাংলার লোকসাহিত্য’ বই খণ্ড (প্রবাদ) / ১৯২/গ্রন্থে (পৃঃ ২৭) লিখেছেন : ‘আদিম সমাজ (primitive society), উপজাতির সমাজ (tribal society) কিংবা লোক-সমাজের নিম্নতম স্তরে প্রবাদ সৃষ্টি সম্ভব হয়নি।’ কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশের কোন কোন ‘ট্রাইবাল’ সমাজে উন্নত ধরনের প্রবাদ সৃষ্টি হতে আমরা লক্ষ্য করেছি। যেমন ধরা যাক চাকমাদের প্রবাদ। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী অথবা পুন্ড্রিয়ার মাহাতরাও উন্নত, সমৃদ্ধ জীবনদর্শনমূলক প্রবাদ সৃষ্টি করেছেন। তার দৃষ্টান্ত আলোচ্য প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত দেওয়া হয়েছে।

১. বাংলার লোকসাহিত্য/১ম খণ্ড/৩য় সংস্করণ/১৯৬২/ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য

২. ‘The genius, wit and spirit of a nation are discovered by their proverbs.’ —Bacon.

৩. প্রবাদ, প্রবচন ও বাংলার জাতি সম্প্রদায়/মিনতি চক্রবর্তী/অমৃত চ গ্রন্থাঙ্ক ১৩৭৯
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

তবে ডঃ ভট্টাচার্য ঠিকই বলেছেন : ‘প্রবাদের ভাষা প্রধানত অন্তঃপুরের ভাষা বা মেয়েলী ভাষা’। কৃষিকাজের মত প্রবাদও মেয়েলী সৃষ্টি। নারীর মুখের ভাষায় রচিত প্রবাদে নারীজীবনই মুখ্য প্রতিফলিত। অথচ এই নারীজীবন সমাজবন্ধনের মৌলিক ভিত্তিভূমি। বিবাহ এবং তৎসম্পর্কিত বিশ্বাস ও আচারের শ্রোতে জীবনের সর্ব কর্ম, চিন্তা, আনন্দ এক ও অভিন্ন হয়ে গেছে। ফলে প্রবাদে সমাজ জীবনই প্রতিবিম্বিত হয়। তবে প্রবাদের ভাষা রক্ষণশীল ভাষা। কতগুলি বিচ্ছিন্ন জীবন ও দমাজেরেণু নিরন্তর ঘুরতে ঘুরতে এক একটি স্থিতি সমাজে স্বচ্ছ দানা বেঁধে একটি একক প্রবাদ সৃষ্টি করে। দার্শনিক সত্য ও জীবনের তথ্য এই প্রবাদে অনবদ্য বাণীরূপ লাভ করে সার্বজনীন সাহিত্যে পরিণত হয়। ফলে এই অনিন্দ্য সাহিত্যের ভাষা চিরায়ত সম্পর্কে পূর্ববসিত হয় এবং এর পরিবর্তন সহসা হয়না। স্ততরাং প্রবাদের ভাষায় প্রাচীনত্ব থাকে এবং প্রত্ন-সমাজকণাও অটুট থাকে। সমাজ বিজ্ঞায় তাই প্রবাদ একটি মূল্যবান উপকরণ রূপে বিবেচিত হবে।

প্রবচন সাধারণতঃ চতুর্বর্গীয়।^১

ক দীর্ঘ প্রবচন : যেমন,

ঘরের মিঠা কামিনী ভাই বাইছার মিঠা নাও ।
রইদের মিঠা ডবল ছাতি, মেঘের মিঠা বাও ।
দয়ের মিঠা বালুরে ভাই, কুড়ালের মিঠা শিল
ভাল মানুষের কথা মিঠা, গোয়ারের মিঠা কিল ।

খ কথোপকথনমূলক প্রবচন :

বল বল ভাইয়ের বল
ছায়া ভালা গাছের তল ।
ফলের মধ্যে কমলা
নারীর মধ্যে অমলা ।

তার উত্তরে অপর জন বললেন :

বল বল আপনার বল
ছায়া ভালা ছাতির তল ।
ফলের মধ্যে কদলী
নারীর মধ্যে ফেদলী ।

১. মোমেনশাহীর লোকসাহিত্য / রওশান এজদানী (বাংলা একাডেমী/ঢাকা)

অথবা,

জল জল হৈস্তের জল,
পুরুষের মধ্যে সদাগর ।

প্রতিবাদী বললে :

জল জল ভাষা,
পুরুষের মধ্যে চাষা ।

খ. আখ্যানমূলক প্রবচন :

‘লক্ষ্মী’ মেয়ের গাত্র উদাম
ভিথ করে থায় ‘সোনারাম’ ;
জল নাই নদী ‘লক্ষা-নাগর’
লোক নাই গেরাম ‘কাঞ্চননগর’
তবে আর ‘হাছুনী’ নামের দোষ কী ?

এই প্রবচনটির মধ্যে একটি লোককাহিনী আছে ।

গ. ছুটকী প্রবচন : এই প্রবচন ‘শিমাশা’ নামেও মৈমনসিংহ জেলায়
প্রচলিত আছে । দৃষ্টান্ত :

১. থায় মাহুষের লোভ বাড়ে ।
পিন্ধে মাহুষের রূপ বাড়ে ॥
২. পানি ভারত কষ নাই ।
বান্দীর কাশে যশ নাই ॥
৩. যদি থাকে বন্ধের মন ।
গাঙ পারইতে কতক্ষণ ॥
৪. হালুয়ার হাল ।
জালুয়ার জাল ॥
৫. মাহুষ মরে দু’ আশায় ।
গরু মরে দু’ বাসায় ॥

প্রবাদের বিকাশ :

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে প্রবাদের ঐতিহ্য প্রায় হাজার বছরেরও অধিক। ভারতীয় সাহিত্যে ঋগ্বেদের যুগ থেকে প্রবাদ বাক্যের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন যথাক্রমে সংবাদ সূক্তে উর্বশীর উক্তি (১০।৯৫।১৫), অশ্বিনী সূক্তে (১০।৪০।২) ঘোষা কাক্ষীবতীর সরস উপমা বিশেষ প্রণিধান যোগ্য।^১

১. ন বৈ জৈগানি সখ্যানি সন্তি

সালারুকাণাং হৃদয়ান্তেতা ॥

[নারীর সঙ্গে নথ্য নেই, নারীর হৃদয় হচ্ছে সালারুক্ষের স্থায়।]

২. কো বাং শযুত্রা বিধবেব দেবরং

মর্যং ন ঘোষা কনুতে সধস্থ আ ॥

[বিধবা যেমন দেবরকে, নারী যেমন পুরুষকে শয্যায় আহ্বান করে।]

ভারতে প্রবাদ-প্রবচনের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। ঋগ্বেদ ও অত্নাত্ত বেদগ্রন্থে, পঞ্চতন্ত্রে, ধর্মপদে প্রচুর প্রবাদ পাওয়া যায়। মাহুষের সামাজিক চেতনা থেকেই প্রবাদ বাক্যের উৎপত্তি। প্রাক্কমনস্ক মাহুষ তার জীবন ও পরিবেশ সম্পর্কিত উপলব্ধির সংক্ষিপ্ততম প্রকাশ করেছেন প্রবাদ-প্রবচনে। প্রবাদ-প্রবচনের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় মাহুষের আঞ্চলিক পরিবেশ, ঋতু, প্রকৃতি ও সমাজগত পরিচয়। ফলে প্রবাদ-প্রবচন জাতিতত্ত্ব বিচারের শক্তিশালী উপকরণ বলে বিবেচিত।

প্রাচীন ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে প্রবাদ সহজলভ্য। বাংলা সাহিত্যে চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও মঙ্গলকাব্য এমন কি ঈশ্বর গুপ্তের ও আধুনিক কাব্য-কবিতায়ও প্রবাদ সুলভ। চর্যাপদে বেশ কয়েকটি প্রবাদ বাক্যের সন্ধান মেলে। যেমন :

আপনা মাঁসে হরিণা বৈরী।^২

ছহিল ছধু কি বেটে সামাঅ।^৩

১. বাংলা প্রবাদ/শ্রীহর্ষীলকুমার দে সম্পাদিত/২য় সংস্করণ/১৩৫৯। ছড়া ও চলতি কথা

২. আপনার মাংসের জন্তু হরিণী শত্রু।

৩. দোয়া ছধ কি বাঁটে সামাঅ?

অথবা,

বর স্থণ গোহালী কি মো টঠ ট বলন্দে ।^৪

হাঁড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেনী ।^৫

চর্চাপদের পর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কথা বলতে হয়। সেখানেও বড় চণ্ডীদাস প্রচুর-প্রবচনের ব্যবহার করেছেন। হাঁচি, টিকটিকি অথবা শুকনো গাছের ডালে বসে কাক কা-কা শব্দ করলে যাত্রা অন্তত হবে বলেছেন বড়ায়ি। এমন কি চণ্ডী, মনসা বা ধর্মমঙ্গলেও প্রবচন ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন মঙ্গল-কবি। ডাক ও খনার বচন কুসি, ঝতু, শুভ-অশুভ ইত্যাদি যাবতীয় ক্রিয়াকর্মের নির্দেশক ছিল প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙ্গালী জীবনে।

চাক্‌মারা প্রবাদ-প্রবচনকে বলেন 'দাগঅ কথা'। চাক্‌মাদের, পদ্ম-গুণ দুই রীতিতে প্রবচন পাওয়া গেছে। বাংলা ডাকের বচন বা কথা চাক্‌মাদের দাগঅ কথার সমতুল্য। 'ডাক' পুরুষ যিনি হোন্ না কেন, তিনি যে পূর্বাঙ্কলের লোক এ'বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ তিনি যে রান্নার কথা বলেছেন, তা' পূর্বাঙ্কলের বাঙ্গালীর রান্না বলে বোধ হয়। যেমন,

সুকুতার পাতা কাস্তুন্দির ঝোলে,

তেলের উপর দিয়ে তোলে।

পলতা শাক কহি মাছ,

বলে ডাক ব্যঞ্জনে সাজ ॥

অথবা

পোনা মাছ জামীরের বসে,

কাস্তুন্দি দিয়া যে জন পরশে।

'কাস্তুন্দি' পূর্ববঙ্গেই (বর্তমান বাংলাদেশ) বেনী প্রচলিত। 'আমকাস্তুন্দি' বা 'সরষেকাস্তুন্দি' এখানকার উপাদেয় খাদ্য। খনা ও ডাকের বচনে সমাজদর্শন, নীতিকথা, উপদেশ ইত্যাদি শিক্ষামূলক বিষয় অধিক প্রতিফলিত।

প্রবাদ মাহুষের প্রাজ্ঞমনস্কতার স্বর্ণফল। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে যে অগভীর দার্শনিক প্রত্যয় একদিন সামাজিক মাহুষ আয়ত্ত করলো তারই ফলশ্রুতি প্রবাদ। গ্রামীণ মাহুষ সুদীর্ঘকাল ধরে নিজের পরিবেশ, প্রকৃতি ও সমাজ সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল, তারই সংক্ষিপ্ত বাণী প্রবচন।

৪. দুই গরুর চেয়ে শূণ গোয়াল ভাল।

৫. হাঁড়িতে ভাত নেই।
CC-0. Digitized by eGangotri Collection, Haridwar

কালপ্রবাহে ও লোকসমাজের স্মৃতি বাহিত হয়ে, জন-জনান্তরে শ্রুতির মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়ে প্রবাদ একটি নিটোল অবয়ব লাভ করেছে। সমাজের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে বা উত্থান-পতনে প্রবাদ আরো জীবনদর্শনবদ্ধ হয়ে উঠেছে। গ্রাম্য মাহুষের মুখ নিঃসৃত বাণী বলেই প্রবাদের ভাষাও হয়েছে গ্রাম্য ভাষার অম্লবর্তী। সেইজন্য প্রবাদ-প্রবচন লোকভাষার যথার্থ নিদর্শন। আঞ্চলিক সমাজ জীবনের বহু অমূল্য উপকরণ বিধৃত হয়েছে প্রবাদে। প্রবাদকে মানব সমাজের প্রত্ন-সাহিত্যও বলা চলে। সমাজ বিজ্ঞান ও সমাজ ইতিহাস নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রবাদের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রবাদে এমন অনেক সামাজিক জীবন-রেণু পাওয়া যায়, যাকে অহুসরণ করে বাঙ্গালীর হারানো ইতিহাস পুনর্নির্মাণ সম্ভব।

প্রবাদ-প্রবচন আদিতে ছিল কাহিনীমূলক। জীবন সম্পৃক্ত গল্প বা কাহিনী কালক্রমে হারিয়ে গিয়ে, শুধু সেই গল্পের বা জীবন বৃত্তান্তের নির্ধাসটুকু আমাদের লোকসাহিত্যে অমর হয়ে রয়েছে। পৃথিবীর প্রত্যেক কোম-জাতির সমৃদ্ধ প্রবাদ-প্রবচন রয়েছে। ধাঁধা প্রকর্ষিত মনন ও দর্শনের ফলশ্রুতি। যে কোন জনগোষ্ঠী বা লোকসমাজে প্রবাদ বা ধাঁধা সহজলভ্য নয়। স্মৃতিবাং চাকমাদের সমাজে প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচনগুলি, তাদের উন্নত সংস্কৃতি-মনস্তত্ত্বের পরিচয় বহন করে। চাকমা প্রবাদমালাকে আমরা নিম্নলিখিত পর্যায়ে ভাগ করতে পারি। যেমন,

- ক. কৃষিমূলক
- খ. পশু-পক্ষী বিষয়ক
- গ. প্রকৃতি বিষয়ক
- ঘ. ধর্ম বিষয়ক
- ঙ. সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ক
- চ. দেহ ও দেহতত্ত্ব বিষয়ক
- ছ. বিবিধ [উৎসব, পার্বণ, বিবাহ, চুরি ইত্যাদি]

রূপ ও রীতি

আমাদের লোকসাহিত্যের খুব সমৃদ্ধ উপকরণ হলো ছড়া ও প্রবাদ। ছড়া ও প্রবাদের দেহাবয় ছোট অথচ অর্থের দিক থেকে অসামান্য। ছড়ার মত প্রবাদও বয়স্কজনের সৃষ্টি। যদিও ছড়া শিশুদের উদ্দেশ্যে রচিত, প্রবাদ বয়স্ক মানুষের অভিজ্ঞতা সঞ্চার প্রজ্ঞার আলোক ফুলিঙ্গ। সংযোগ ও সংবেদনশীলতার এমন শক্তিশালী উপকরণ আর দ্বিতীয়টি নেই। প্রবাদ বাস্তব জগৎ থেকে আহরিত দার্শনিক জীবন-সত্য সমৃদ্ধ। সরল ও সংক্ষিপ্ত অথচ রসময় ব্যঞ্জনার জন্ত প্রবাদ লোকসমাজে সাহিত্য সংবেদনের অনন্ত জনপ্রিয় সম্পদ। ছড়া তুলনায় একটু হালকা, অসংলগ্ন এবং চিত্রল। শিশুমনের উপযোগী ভাষা ছড়ার বাহন। প্রবাদ বং ঘনবুনটের নিটোল ভাষার স্নগতম বাক্‌বিত্তাস। সেজন্ত প্রবাদ সহজেই বুদ্ধি ও মনকে আকর্ষণ করে, আমাদের সমাজ ও পরিবেশ সচেতন করে।

মানুষের সমাজে প্রবাদ প্রাচীনতম লোকসাহিত্য-উপকরণ। ভারতের বৈদিক সাহিত্যে, বৌদ্ধ ত্রিপিটকে প্রবাদের অসংখ্য নজীর আছে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য চর্যাপদ, পরবর্তী শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও মঙ্গলকাব্যগুলিতে প্রচুর প্রবাদ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, 'অপনা মাংসে হরিণা বৈরী' (চর্যাপদ), 'ললাট লিখন খণ্ডন ন জাএ' (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন) মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ বচন, বাণী, কথা, বাক্য বা শব্দ সচেতন সংবেদনের চিত্তস্পর্শী শিল্প। অবশ্য এ'কথা ঠিক যে প্রবাদ হঠাৎ একদিনেই সৃষ্টি হয়নি; বরং মানুষের বহুধা বিস্তৃত কর্মধারার সজীব রেণু সঞ্চারিত হয়ে এক অখণ্ড গতিশীল স্বচ্ছ বাক্‌ধারা প্রবাদে পরিণত হয়েছে। জীবনের কথা ও কাহিনী, চিন্তা ও কর্ম, সংঘাত ও সমন্বয় কতকগুলি ক্রম স্তর অতিক্রম করে একদিন দানা বেঁধে ওঠে। এই কণিকাগুলিই কালের সীমানা পেরিয়ে প্রবাদ বাক্যরূপে জনস্বীকৃতি লাভ করে। কাহিনীর পল্লব খসে পড়ে। শুধু বেঁচে থাকে মানুষের কথার অমর হীরককণিকা।

প্রবাদ মূলতঃ নিরক্ষর লোকসমাজের সৃষ্টি। এই নিরক্ষর স্রষ্টা সমাজের লোকলোচনের অন্তরালে অবস্থান করেন। বহু মানুষের কর্ম, চিন্তা ও আনন্দের যোগে একদিন প্রবাদ-কুসুম ফোটে সমাজের বুকে। প্রবাদে যেমন থাকে ঘরের কথা, পরিবারের কথা, তেমনি থাকে যৌথ জীবনের কথা, কৃষি ও কর্মের কথা, শত দুঃখ-যন্ত্রনা, আনন্দ-বেদনার কথা। সেজন্ত প্রবাদ মানস

কর্মের স্বর্ণফল, সমস্ত মনন ক্রিয়ার' নির্ধার। বাক্ বিজ্ঞান তাই প্রবাদ
জ্ঞানসম্ভারী অথচ সন্ধ্যাতারার মত নিঃসঙ্গ।

‘প্রবাদ’ শব্দটি বিশেষ অর্থজ্ঞাপক। প্রবাদ ও প্রবচনের মধ্যে রূপগত
পার্থক্য আছে। প্রবাদ আকারের দিক থেকে খুবই ক্ষুদ্র। অধিকাংশ
প্রবাদই দ্বিপদী বা দ্বিচরণ বিশিষ্ট। ‘প্রবচনগুলি প্রবাদে চেয়ে দীর্ঘতর
এবং মূলতঃ ছন্দোবদ্ধ স্থিতি। প্রবচনগুলি বোধহয় সভ্য সমাজের প্রথম
জীবন-দর্শন এবং প্রবাদগুলি ইহার প্রথম সামাজিক নীতি।’^১

এই প্রসঙ্গে ডাকের বচনগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এক শ্রেণীর তাত্ত্বিক
বৌদ্ধ সিদ্ধা ‘ডাক’ নামে পরিচিত। ডাকার্ণবের পদগুলি ডাকের রচিত
বলে অহুমিত হয়। ঋতু, শস্ত্র ও বিধিনিষেধ নিয়ে রচিত। ছ’টি দৃষ্টান্ত দিয়ে
বোঝানো যেতে পারে।

- ক. নিয়ড় পোখরি দূরে যায়।
পথিক দেখিয়া আউরে চায় ॥
পর সম্ভাষে বাটে থেকে।
ডাক বলে এ’ নারী ঘরে না টি ॥
- খ. খাটে খাটায় লাভের গাঁতি।
তার অর্দ্ধেক কাঁধে ছাতি ॥
ঘরে বসে পুছে বাত।
তার ঘরে হাভাত ॥

‘খনা’ ও ‘ডাকের’ বচন আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। ‘ডাক’ নামে
একটি বৌদ্ধতাত্ত্বিক সম্প্রদায় রয়েছে। বৌদ্ধ স্থভাবিত নীতিকথাই কালক্রমে
ডাকের বচন নামে প্রচলিত হ’তে থাকে। অহুরূপভাবে খনার বচনগুলিও
লোকপ্রসিদ্ধি অর্জন করে লোকবচনে পরিণত হয়েছে। খনা মহারাজ
বিক্রমাদিত্যের সভাসদ মিহিরের সহধর্মিণী কিনা সন্দেহ আছে। তবে ‘খনা’
শব্দটি ক্ষণ > খন + আ > খনা হয়েছে বলে অহুমিত। তাৎক্ষণিক বচন বলতেই
বোধ কবি খনার বচন বোঝাত। ঋতু, কৃষি ও সমাজ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতাজাত
রচনাবলী কালক্রমে বঙ্গ সমাজে ডাক ও খনার বচন নামে প্রচলিত হলো।
কয়েকটি ডাক ও খনার বচন দিয়ে এদের বৈশিষ্ট্য ও মৌলধ তুলে ধরা
যেতে পারে।

১. মনীষা-মঞ্জুবা / ১ম খণ্ড/ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক/ঢাকা/১৯৭৫

ডাকের বচন :

ডাকের বচনগুলি তিথি, নক্ষত্র, বার, দিগ্, অধবা নিষেধ সূচক। এইগুলির মধ্যে মানুষের কালদর্পণ এবং সংস্কারবোধ প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে তিনটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করা গেল। এই বচনগুলির কণিকা-বিকিরণ চাকমা প্রবাদেও দুর্নিরীক্ষ্য নয়।

ডাকের বচন :

১. পরিহর দুই গ্রামে বাস।
পরিহর যুবতীর আশ ॥
২. পরিহর বাটে ক্ষেতের আশ।
পরিহর গভীর বয়সের আশ ॥
৩. অতিথি জনারে না বঞ্চিত।
অতি উৎকট ব্রাহ্মণে না বলিহ ॥

ডাক ও খনার বচনে প্রকৃতি, গৃহস্থ-জীবন, পরিবেশ, জীবনযাত্রা, রান্না-বাণী, সামাজিক কর্তব্য ও নৈতিক নীতি প্রসঙ্গেই অধিক চিত্র প্রতিফলিত। উপরন্তু, এই বচনগুলি জীবনের দার্শনিক সত্য-সমৃদ্ধ। প্রাচীন বৃহত্তর বাঙ্গালার সমাজ জীবনকে লক্ষ্য করেই এই বচনগুলি রচিত এবং মুখে মুখে প্রচলিত ছিল।

খনার বচন :

১. খনা বলে চাষার পো।
শরতের শেষে সরিষা রো ॥
২. খনা বলে শুন শুন।
শরতের শেষে মূলা বোন ॥
৩. খনা ডেকে বলে যান।
রোদে ধান ছায়ায় পান ॥
৪. কার্তিকের উপ জলে।
খনা বলে তুনো ফলে ॥
৫. থেকে বলদ না বয় হাল।
তার দুঃখ চিরকাল ॥

খনার বচনগুলি ঋতু, কৃষি ও শস্য বিষয়ক ভূয়োদর্শন প্রসূত অনন্ত বাণী। এগুলির মধ্যে বক্তার উপদেশ ও সামাজিক কল্যাণবোধ প্রকাশিত হয়েছে। কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশে চাষীর জীবন ধারণের একমাত্র সহায় কৃষিজ ফসল। প্রকৃতি, মাটি, বীজ, রোদ, বৃষ্টি, খরা ও কাল সম্বন্ধে তার সাধারণ ধারণা না থাকলে কৃষিকাজ করা হুঃসাধ্য। খনা যিনিই হোন না কেন এই বচনগুলি পরিবেশ, প্রকৃতি ও কৃষির অসামান্য দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক সত্যাত্মক বাণী। একদা সমাজ জীবনে এদের মূল্য ছিল অসামান্য ও প্রভাব ছিল অদূরপ্রসারী।

ভাষার দিক থেকে চাকমা প্রবাদের সঙ্গে চট্টগ্রামের সমতলভূমির বাঙ্গালী এবং উত্তর বাঙলার রাজবংশীদের বেশ কিছু মিল আছে। শুধুমাত্র সাদৃশ্য বোঝানোর জন্য কয়েকটি রাজবংশী ও কয়েকটি চট্টগ্রামের প্রবাদ উদ্ধৃত করলাম। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টেও কিছু প্রবাদ সংযোজিত হয়েছে তুলনামূলক আলোচনার সুবিধার জন্য।

রাজবংশী প্রবাদ:

১. জাতে না ছারে জাতের পানি, হলদী না ছারে অং'
তিন ধোয়া দিলেও তাও, না যায় সুকটার গন্।
[যে কোন জাত তার জাতের সম্পর্ক ছাড়ে না, হলুদ তার রং ত্যাগ করে না, তিনবার ধুলো শুকটি তার গন্ধ ছাড়ে না]
২. বাঘের ঘরত কখ্খ্ন কি ছাগল যায়। সন্ধ্যায়,
চিকার গতর কখ্খ্ন কি আতর আতর গন্ধ্যায়।
[বাঘের ঘরে কখনও কি ছাগল ঢোকে, চাম্‌চিকার গায়ে কি কখনও আতরের গন্ধ পাওয়া যায় ?]
৩. মাছ নাই বিলভ, খালি বগের সোসানী।
[বিলে মাছ নেই, শুধু বকের প্রতীক্ষা]
৪. ছাওয়ায় চিনে বাপ, মন চিনে পাপ।
[ছেলে চেনে বাপকে, মন চিনে পাপকে]
৫. বাঁশ বামন ক্যালা তিনো বনে প্যালা,
যম জামাই ভাগিনা তিনো বনে বেগেনা।

৬. আছে গরু না বয় হাল, তার ছক্কো চিরকাল ।
 ৭. কালাই মোদে মুসুরী, সাগাই মোদে শাসুরী ।
 [ডালের মধ্যে মুসুরী, আত্মীর মধ্যে শাসুরী]

চট্টগ্রামের প্রবাদ :

১. হাউর বাড়ীত জামাই আইশে রাতা কুরার আসে,
 গুড়া কচুর ছড়া দেখি (জামাই) ফুডুর ফুডুর হাসে ।
 ২. আশ্বিন্ত রাধি কান্তিত খায়, যেইবর মাগে, হেই বর পায় ।
 ৩. ভাতের মধ্যে গিরিং, মাছের মধ্যে চিড়িং ।
 ৪. হিন্দুর দাড়ি মুসলমানের নারী,
 খালকুল্যা বাড়ি, মুড়ার কুল্যা গাই,
 এই চার জাইতর বিশ্বাস নাই ।
 ৫. নেক্ সোয়াগী তরে, পাড়া সোয়াগী মরে ।
 [যে নারী স্বামী সোহাগী সে বাচে, যে ঘর ছেড়ে বাইরে ঘুরে,
 সে মরে ।]
 ৬. মানুষ চিনে আকলে, গাছ চিনে বাকলে ।
 [বুদ্ধি দিয়ে মানুষ ও বাকল দিয়ে গাছ চেনা যায়]
 ৭. যার দিলত কালি, তার কোয়ালত ছালি
 [যার মনে খারাপ চিন্তা, তার কপালে ছাই]

চাকমা প্রবাদ :

১. মুজন্ত দাড়ি, বুকত কেশ,
 তারে কয়দে মদর বেশ ।
 [মুখে দাড়ি বুক কেশ—সেইত পুরুষের যথার্থ রূপ]
 ২. যার বাপরে কুইরে খায়,
 তার পুয়া ঢেউ দেইলে ডরায় ।
 [যার বাপকে কুমীরে খেয়েছে, তার ছেলে ঢেউ দেখলেও ভয় পায়]

৩. সময় থাকতে বান্,
দিন থাকতে হাঁট ।
[সময় থাকতে বাঁধ, দিন থাকতে হাঁট]
৪. চিগন্, মরিচ ঝাল্ বেচ ।
[ছোট লঙ্কার ঝাল্ বেশি]
৫. গাজ চিনে বাগলে, মানুষ চিনে আগলে ।
[বাকল দেখে গাছ চেনা যায়, আচরণ দেখে মানুষ চেনা যায়]
৬. সাত ওঝায় পোয়া মারে ।
[সাত ডাক্তারে বা ধাত্রীতে বা বৈছে ছেলেকে মারে]
৭. সাত বাঙালে এক দেই,
বাবে নিলে পুদে নেই ।
[সাত কাম্‌লার (মজুরের) একটি দা, বাবায় নিলে ছেলেকে বসে থাকতে হয়]
৮. মানুষ বুঝি পুগিয়ে কামাড়ায় ।
[বোকাকে চালাক লোক ঠকায়]
৯. বিদেশত্ গেলে রাজ্জার ঝিঅ বেদি অয় ।
[রাজকন্ঠাও বিদেশে গেলে সাধারণ বাদির মত ব্যবহার পেয়ে থাকেন]
১০. ঝিরে মারি বৌরে যিথায় ।
[ঝিকে মেরে বৌকে শেথায়]
১১. যে দেশত্ বৃক্ষ নাই সে দেশত্ এরগুা প্রধান ।
[যে দেশে বৃক্ষ বা গাছ নেই, সে দেশে ভেরেগুাও গাছ বলে স্বীকৃতি পায়]
১২. উলত নাই তেনা;
মিডাগুলি ভাত খানা ।
[কোমরে নেই কাপড়, মিষ্টি দিয়ে ভাত খায়]
১৩. সেদাম নে যার,
তিন মোক তার ।
[যার কাণ্ড জ্ঞান নেই, তার তিন বো]

১৪. রাতা নেই দেশত

কুঁরি এ ডাক পারে।

[দেশে নেই মোরগ, মুরগী পাড়ে ডাক]

১৫. পথত পেলাম কামার,

দা গড়ি দে আমার।

[পথে পেলাম কামার, দা গড়ে দে আমার]

উদ্ধৃত প্রবাদগুলি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে তিনটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভাষাগত যেমন মিল আছে, তেমনি ভাবগত মিলও খুব দূরাস্থিক নয়। আমার ধারণা, এই তিন গোষ্ঠীর লোক একদা একই পরিমণ্ডলে বাস করতেন। কোন এক ঐতিহাসিক বিপর্যয়ে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। এমনকি এদের লোকসংস্কৃতিগত এই মিল, জাতিগত মিলের পরিচায়ক। চাকমারা যদিও আজ পার্বত্য চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম ও অরুণাচলে ছড়িয়ে আছেন, একদা এরা একই ভূখণ্ডে, একই রাজ্যের অধীনে বাস করতেন। চাকমারা মূলত মঙ্গোলয়েড জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। অনুমান করা যেতে পারে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার (কোন ঐতিহাসিক কারণে) থাইল্যান্ড বা কম্বোডিয়া থেকে কালক্রমে যাযাবরের মত চলতে চলতে ব্রহ্মদেশ ও আরাকানের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরায় ছড়িয়ে পড়েছেন। রাজবংশীরাও একদা হয়ত এই জনপ্রবাহের সমগোত্রীয় ছিলেন। রাজবংশীরা পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলে এখন স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। সাংস্কৃতিক রেণু যে জাতি প্রবাহ-সঞ্চারী, এই প্রবাদমালায় দৃষ্টান্ত তা সপ্রমাণ করছে। আলোচ্য সংকলনের প্রবাদগুলির বৈচিত্র্য এবং সৌন্দর্য আমাদের মুগ্ধ করে। একদেশের বা একজাতির প্রবাদের সঙ্গে অনেক সময় অন্তর্দেশের বা জাতির প্রবাদের কোথাও কোথাও অপূর্ব মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এই মিল মূলত: জীবনদর্শন সঙ্গাত বা জীবন উপলব্ধির মৌল সঙ্গতির জন্মই সম্ভব হয়েছে। চাকমা প্রবাদের সঙ্গে বাংলা প্রবাদের মিল মুখ্যত আঞ্চলিক পরিবেশ, প্রকৃতি ও ভূমিগত সাদৃশ্যের জন্মই ঘটেছে। এমনও হতে পারে বাঙ্গালীর রক্তশ্রোতে চাকমা বা মগদের ধারা একদিন বঙ্গভূমিতে মিশে গেছে। আজও লোকচক্রের অন্তরালে সমাজতন্ত্রের দুর্নিরীক্ষা পথে এটা ঘটে চলেছে। 'মঙ্গোলয়েড' রক্ত বাঙ্গালীর রক্তে যে মিশে গেছে, এটা ঐতিহাসিক সত্য।

প্রবাদে সমাজচিত্র :

বাঙ্গালীর সমাজ ও জীবন সম্পৃক্ত প্রবাদগুলি বস্তুতঃ সমাজ-দর্পণ। প্রবাদ রচয়িতারা বস্তুনিষ্ঠ। প্রবাদে কোন অবাস্তব, অপ্রাসঙ্গিক শব্দ নেই। শুধু যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই তারা বলেছেন। এই পরিমিতিবোধ মহৎ শিল্পীর লক্ষণ। অভিজ্ঞতা ও অহুভূতির স্বচ্ছ প্রবাহই প্রবাদ রচনার উৎস। প্রবাদ সমাজের প্রতিচ্ছবি। বৃহত্তর বঙ্গসমাজের ছবি যেমন পাই বাংলা প্রবাদে, তেমনি সম্প্রদায় বিশেষের ভাষায় ও প্রবাদে তাঁদের অন্তরঙ্গ পরিচয়ও পাওয়া যায়। প্রবাদ একদিকে যেমন স্থানিক, কালিক ও আঞ্চলিক, আবার অন্যদিকে তেমনি দেশকালের সীমানা পেরিয়ে বিশ্বজনীন। পৃথিবীর সব মানুষের জীবন অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি।

প্রবাদ প্রাজ্ঞমনস্কতার স্বর্ণফসল। প্রাত্যহিক ব্যবহারের ফলেই যে কোন জাতির প্রবাদমালা অত্যন্ত মন্থণ এবং শাণিত হয়ে ওঠে। লোকের মুখে প্রচলিত থাকে বলেই প্রবাদের রূপাঙ্গিক পরিবর্তনও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সমাজের ভাব ও রূপের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রবাদের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ পরিবর্তিত হয়। এখানে একটি কাহিনীমূলক প্রবচনের দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টা বোঝানো যেতে পারে। যেমন :

তালো কথা মনে পোলো আঁচাতে আঁচাতে

ঠাকুরঝিকে নিয়ে গেলো নাচাতে নাচাতে।

এই ধরনের প্রবচনগুলির অন্তরালে লুকানো থাকে অনেক জীবন অভিজ্ঞতা। এই প্রবচনটির পেছনে লুকানো রয়েছে ননদ ও বৌদির চিরকালের ঈর্ষান্বিত সম্পর্কের কথা। বাঙ্গালীর ঘরে অবিবাহিত ননদ ও বৌদির তিক্ত সম্পর্কের কথা আমরা সকলেই জানি। গল্পটি এই :

একদিন বৌদি ও ননদ বাড়ির নিকটবর্তী নদীতে স্নান করতে গিয়েছিল। বৌদি স্নান করতে করতে হঠাৎ দেখে ননদ ঘাটে নেই। এদিক সেদিক খোঁজাখুঁজি করতে করতে দূরে দেখতে পেল ননদকে কুমীর কায়ড়ে গভীর জলে নিয়ে গেছে। একবার জলের ওপরে ননদ ভেসে উঠছে, আবার ডুবে যাচ্ছে। বৌদির মনে আনন্দের সীমা নেই। স্নান সেরে বৌদি ফিরে এলো বাড়িতে। ননদিনী রাগবাগিনীর কুমীরের

পেটে যাওয়ার সংবাদটা বৌদি বাড়িতে দিতে ভুলে গেল। দুপুরের
খাওয়া-দাওয়া সেরে মুখ ধুতে গিয়ে বৌ হঠাৎ বলে উঠলো :

ভালো কথা মনে পোলো আচাতে আচাতে

ঠাকুরঝিকে নিয়ে গেলো নাচাতে নাচাতে ।

কর্তব্য পালনের শৈথিল্য অথবা সম্পর্কের তিক্ততা বোঝাতে এই ধরনের
প্রবচন ব্যবহার করা হতো। এই রকম বহু প্রবচন আছে আমাদের দেশে
যেগুলির পেছনে অনেক সামাজিক, পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও জীবন যন্ত্রণা
লুকিয়ে আছে। এই ধরনের প্রবাদের নাম দেওয়া চলে : ‘শোলোকী
প্রবাদ’ বা কাহিনীমূলক প্রবাদ। এর মর্মে সমাজজীবনসম্ভব একটি গল্প
লুকিয়ে আছে। সমাজ জীবনের ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে যে জীবন সমুদ্র
মহন হয়, তারই নির্ধারিত হলো মাতৃষের জীবন দর্শন। আর সমাজ সম্পৃক্ত
দর্শনের ক্ষুদ্রতম বাণী-স্ফটিক হলো প্রবাদ।

চাকমাদের একটি প্রবাদ হলো : ‘ঝিয়ারে মারি বোরে শিগায়’—
(প্রবাদ সংখ্যা : ৬৫) মেয়েকে মেয়ে বোকে শেখাতে হয়। যৌথ
পারিবারিক জীবনে প্রবীণা শাশুরী তার পুত্রবধূকে যখন কোন শিক্ষা
দিতে চান, তখন স্বাভাবিকভাবেই নিজের মেয়েকে উদ্দেশ্য করেই উপদেশ
দেন। এইভাবে সে উপদেশ তার পুত্রবধূও গ্রহণ করে। এইভাবে
সামাজিক ক্ষেত্রে একজনকে উদ্দেশ্য করে অপরজনকে শিক্ষা দেওয়া হয়।

আর একটি চাকমা প্রবাদের দৃষ্টান্ত এখানে উদ্ধৃত করা চলে। যেমন :
‘রত্থা আমলঅ মিধা’ (প্রবাদ সংখ্যা : ১৫৭)। এর অর্থ রত্থার আমলের
মিঠাই অর্থাৎ সুখৈশ্বর্য। রত্থা ছিলেন একজন বিখ্যাত চাকমা সেনাপতি।
১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস যখন ভারতের গভর্ণর জেনারেল, তখন
রত্থা আরাকান ও পার্বত্য চট্টগ্রামে ইংরাজদের আক্রমণ করে ব্যতিব্যস্ত
করে তোলেন। জনশ্রুতি, তাঁর আমলে চাকমা রাজ্যে (পার্বত্য চট্টগ্রাম
ও আরাকান অঞ্চলে) শান্তি, সুখ ও সমৃদ্ধির অন্ত ছিল না। তার শক্তি ও
রণকৌশলের জন্ত বাইরের কোন শত্রু চাকমা রাজ্যে আক্রমণ করতে সাহস
পেত না। রত্থার আমলের সুখ-সমৃদ্ধির কথা স্মরণ করে চাকমারা এই
প্রবাদবাক্যটি বলে থাকেন। এই রকম কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও ঘটনাও
প্রবাদের সৃষ্টি করে থাকে।

বাংলা প্রবাদে যেমন আছে “যম, জামাই, ভাগনা, তিন নয় আপনা” ঠিক তেমনি চাকমা প্রবাদে আছে “জামাই এক হারাম, বিলেই এক হারাম” (প্রবাদ সংখ্যা : ৩৩৬)। এই প্রবাদগুলি বিচার করলে বুঝতে অস্ববিধা হয় না যে একদা ‘জামাই’কে শত্রুরকুল অত্যন্ত কু-দৃষ্টিতে দেখতেন। শত যৌতুক দেওয়া সত্ত্বেও জামাই কখনও তুষ্ট হতেন না। শুধু তাই নয়, কন্যাকে অপহরণ করে বিয়ে করার আদিম স্মৃতিও বর্তমান আছে আমাদের সমাজে। তাই ‘জামাইকে’ আজও শত্রু ভাবা হয়। জামাই যতই শত্রুর শাস্ত্রীর ঘরের ছেলে হোক না কেন, তবুও কোথায় যেন একটু সংশয়, সন্দেহ বর্তমান। সেইজন্য “জামাইকে হারাম” বলা হয়েছে চাকমা প্রবাদে। এই রকম অনেক দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রবাদে মধ্য প্রতিকলিত সমাজচিত্র উদ্ঘাটিত করা সম্ভব। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

ক. সাদাঙা কলে আদাঙা উরে।

[সংমা বলতে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়। সংমা যে পারিবারিক জীবনে কত ভয়াবহ এই প্রবাদে তাই প্রতিকলিত।]

খ. এক তুলে ক্ষেদে,

এক তুলে পুদে।

[মা-বাপের প্রধান সদল যেমন পুত্র, তেমনি চাষীরও প্রধান সম্পদ কৃষিক্ষেত। তাই কৃষিক্ষেত্রে চাষাবাদ করলে যেমন ফসল পাওয়া যায়, আর সেই ফসল দারিদ্র দূর করে, তেমনি উপযুক্ত পুত্র পিতা-মাতার কষ্ট দূর করতে পারে।]

গ. ধাবা চঙরা মালুং শেল্,

পেদঅ ন ভল্য জাদঅ গেল্।

[ধাবমান সম্বরটাকে তীর মারলাম কিন্তু মরল না। শিকারটাও জুটল না, জাতও গেল। অর্থাৎ বোদ্ধ চাকমারা অহিংস ; কিন্তু সমাজের নিম্নভূমিতে এখনও অনেক চাকমা জড়োপাসক। শূকর বলি এখনও ‘গাড’ (নদ) পূজায় এবং ‘চুঙুলাঙে’ (বিবাহাচারে) দেওয়া হয়।]

বাংলা প্রবাদের ক্ষেত্রে যেমন, তেমন চাকমা প্রবাদের ক্ষেত্রেও কতকগুলি সাধারণ উপকরণ আমরা পাব। সেই উপকরণগুলি হোল এই : (ক) কৃষিকর্ম, উৎপাদন, ফলন, যন্ত্র ও কৃষকাজ (খ) পশুবিষয়ক—বন্যপ্রাণী, গৃহপালিত পশুপক্ষি, পোকা, মাছ, সরিষপ। (গ) শরীর বিষয়ক—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, পরিধেয়, প্রসাধনকলা। এছাড়া আছে খাত্ত, স্বাস্থ্য, রোগ, গৃহ, অর্থ, স্থান-কাল-বস্তু, ব্যক্তি চরিত্র, নৈতিক আদর্শ, প্রকৃতি, স্বামী, স্ত্রী ও পুত্র, ধর্ম, জাতি, বংশ, নিয়তি, ব্যবসা, পেশা, বিবাহ, উৎসব, উপবাস ইত্যাদি। সমাজ, প্রকৃতি, লোকচরিত্র ইত্যাদি নিয়ে প্রবাদের অবয়ব সংস্থান। লোকভাষার এমন বলিষ্ঠ ব্যবহার লোকসংস্কৃতির অল্প কোন উপকরণে সহজদৃষ্ট হয় না।

টীকা :

১. 'A whole cultural anthropology may be written round them in so far as they contain references to religion, magic, marriage, government, law, arts and crafts, and in short, every element that enters into the social life. Above all, they can serve as documents of a history, otherwise unrecorded'.

Racial Proverbs : Vide : Introduction to the Proverbs of Africa. Selwyn Gurney Champion (1950/2nd Edition)/R. A. Maret

২. Proverbs are not only reflections of life, but also play an active part in it.

Introduction to the Proverbs of Morocco : Edward Westermarck.

৩. Soloman's Proverbs :

a) A wise son makes his father proud of him ; a foolish one brings his mother's grief.

b) A good man will receive blessings, A wicked man's words will hide a violent nature.

c) Wealth protects the rich ; poverty destroys the poor.

—Good News Bible (1977)

৪. প্রবাদ চংএর এক ধরনের রচনাকে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি অঞ্চলে শিলোক (শ্লোক) বলা হয়। প্রবাদ দু ধরনের—গতাত্মক ও পত্তাত্মক।

১. খড়ম পাগি চিড়ল দাঁতি সাপ নেঙ'রা' চুল
হাসিতে হাসিতে ডুবাইলো বেহলার কুল ॥
—খড়মের মত পা, চিকুনির মত দাঁত, স্নানের সময় জলে ডুব দিলে যার চুল উপরে
ভাসে—সে নারী অ-মঙ্গলা।
১ সাপের লেজের মত
২. হাত ফুল ফুল পা ফুল
আঁখাত না দেয় ফুক
পরের হাতে ভাত খায়া চাঁদ বদন মুখ।
—কোন গৃহকর্ম না করে, উলুনে কু অদি না দিয়ে অলস বিলাসী নারী মেজেগুজে-
মুন্দরী হয়ে থাকে।
৩. আই' হু হু বাই' হু হু
খুড়িয়া' গাছের তলে
সাংনা সাংনী' পেংঠা' করে
বিলাই' হাসিয়া মরে।
১ মা, ২ দিদা ৩ কাঁটানটে ৪ নিলজ্জ' ৫ ঢং ৬ বিড়াল
৪. কাঙালের ছাওয়া' ভাত ঘরত পাইল
আর ভাতের হাড়ি দেখে উলমুলাই' পৈল।
১ ছেলে ২ হাঁকুপাকু
৫. জাউ' ধুম ধুম করে
জান্দি' ভান্দিয়া পড়ে।
(১) লাউ (২) মাচা
৬. মাতে নাই গোতে
চঙ্গায় চঙ্গায় মূতে।
মাত কুলে কেউ নাই তার আবার দস্ত।
৭. বাপ নাই খায় গুড়া
ছওয়া চান্দিয়া' বুড়া।
১ টাক বাবা বুড়া হয় নি তার দাঁত আছে, শক্ত খাবার খায়; কিন্তু ছেলের
মাথায় টাক পড়ে গেছে। অর্থাৎ উচ্ছিন্ন ছেলে পিতার আগে বৃদ্ধ হয়।

চাকমারা এই উপমহাদেশে বহিরাগত। কারণ তাদের প্রসঙ্গ আমরা পেয়েছি ব্রহ্মদেশের ইতিহাস ‘চুইজং-ক্যা-থাং’ এবং আরাকানের ইতিহাস ‘দেঙ্গা-ওয়াংদি আরেদফুঙ’ গ্রন্থে। ১৩৩৩ খ্রীষ্টাব্দে (৬২৫ মঘী) ব্রহ্মদেশের রাজা মেঙ্গাদি উত্তরব্রহ্মের চাকমা রাজা অরুণযুগের (ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় ইয়ংজ) রাজধানী মনিজগিরি আক্রমণ করেছিলেন। চাকমারা ব্রহ্মদেশে যে বেশ কয়েক বছর অবস্থান করেছিলেন, তার নজীর ব্রহ্ম ও আরাকানের ইতি-মালায় পাওয়া যায়। তবুও এ’কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে চাকমারা ব্রহ্মদেশেরও আদি জনগোষ্ঠী নন। এরা আরো দক্ষিণ দেশ থেকে অর্থাৎ শ্রামদেশ থেকেই ব্রহ্মদেশে আসেন। দশম খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে চাকমারা ব্রহ্মদেশে আসেন বলে অনুমান করা যেতে পারে। শ্রামদেশের “চম্পায় চু” শ্রেণীর আদিম অধিবাসী বাস করত। এরা ছিল অস্ট্রোনেশিয়ান জাতির অন্তর্গত। হিন্দু রাজ্য চম্পার এক সুলভ্য অধিবাসী হলো: চাম^১। এই চাম্ অথবা শ্রামদেশের সীমান্ত অঞ্চলের চাক (Tsak) বা শাক জনগোষ্ঠীর একটি শাখা ব্রহ্মদেশের ভেতর দিয়ে আরাকান অতিক্রম করে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করেন। স্থানীয় লোকেরা (চট্টগ্রামের সমতলের) চাকমাদের নাম দিয়েছেন: চাম্‌উয়া বা চাম্মোয়া। সুতরাং ‘চাম্’ নাম নিয়েই এরা এই উপমহাদেশে প্রবেশ করেছিলেন বলে অনুমিত হয়।

‘গৈরিকা’ পত্রিকায় (রাজ্যমাটি থেকে প্রকাশিত রানী বিগীতা রায়ের তত্ত্বাবধানে) ‘গোজেন লামা’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধে ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া লিখেছেন: (কবি শিবচরণের) ‘গীতপদগুলির রচনা সরল, সহজ, প্রাণম্পর্শী এবং স্থানে স্থানে গভীর ভাবছোতক। উহাদের ভাষা বাঙ্গালা হইলেও, চাকমা কথ্যভাষার ছাঁচে ঢালা।’ চাকমা কবি শিবচরণ বোড়শ শতকে ‘গোজেনলামা’ রচনা করেছিলেন। এখানে কয়েকটি পদ উদ্ধৃত করলে চাকমা ভাষার পরিচয় পাওয়া যাবে। যেমন—

উজানি ছড়া লামনী ধার,
না আছিল সৃষ্টি জলংকার।
জল উপরে গর্ঘে স্থল,
বানেল গোজেনে জীব সকল।

১. হৃদয় প্রাচ্যে হিন্দু উপনিবেশ/ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার/অনুবাদ-হুমিত্রা চৌধুরী

আগে সালাম বানেয়ে যার জনম,

আগে সালাম ছং আর চরণ ।

চানে সূর্য্যো সদর ভেই

সালাম ছং উদ্দেশে ভূমিত থেই

সম্মুখে সালাম ছং পুগেদি,

পশ্চিমে সালাম ছং পিজেদি ।

উত্তরে সালাম ছং বাঙেদি,

দক্ষিণে সালাম ছং ডেনেদি ।

মোরে বিধিয়ে দয়া ওক,

তিন দেব চরণত সালাম রোংখ ।

এই পদগুলি আমাদের গীতিকার (পূর্ববঙ্গ গীতিকা) ও মঙ্গলকাব্যের কবিদের 'সৃষ্টিবন্দনার' কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ষোড়শ শতাব্দীর কবি শিবচরণ যে উন্নতমানের কাব্য চর্চা করেছিলেন, তার অতীত ইতিহাসও রোমাঞ্চকর। এই শতকের বহু পূর্বেই চাকমা বা স্থায়ী বাসভূমি হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বা চট্টগ্রামকে বাছাই করে নিয়েছিলেন। বাংলা ভাষা মিশ্রিত অর্থাৎ অপভ্রংশ স্তরের বাংলা ভাষার সাদৃশ্যে এই 'চাকমাভাষা'র সৃষ্টি দ্বাদশ শতকের পরেই ঘটে থাকবে। চাকমাদের 'তার' বা ধর্মশাস্ত্র (খেরবাদী বৌদ্ধধর্ম, শ্রীলঙ্কা ও ব্রহ্মদেশের অনুকারী) ব্রহ্মদেশীয় লিপিতে লিখিত আছে। কিন্তু তাদের আদি ভাষা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। ভাষা জন্মস্থানে রক্তধারার সঙ্গে মানুষ বহন করে না। দেশ-কাল-পাত্রের নীমায় মানুষ ভাষা গ্রহণ করে। আবার প্রয়োজনে পূর্ব পুরুষদের ভাষা পরিত্যাগ করে নতুন দেশের ভাষাও গ্রহণ করে। এখনও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই ঘটনা ঘটে চলেছে।

চাকমা ভাষাকে বলা হয়েছে 'মিশ্রিত ভাষা'। "ইহাতে বাঙ্গালা, সংস্কৃত, আসামী ও মাগধীর ছাপ বর্তমান। তাহা হইলেও বাঙ্গালা ভাষার সাধে এমন সামঞ্জস্য রহিয়াছে যে ইহাকে বাঙ্গালা ভাষার অপভ্রংশ বলা চলে। চাকমারই যে বাঙ্গালীদের অধিকতর সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, ইহাতেই বুঝা যায়।"^১

১. চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত/১৯৬৯/রাঙ্গামাটি/বিরাজমোহন দেওয়ান

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন : ‘আসামের উত্তর-পূর্ব-প্রান্তস্থায়ী পার্বত্য দেশগুলিতে একটি পৃথক মোঙ্গোলীয় রক্তধারার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাদের মুণ্ডাকৃতি গোল নয়, গোলের ঠিক উল্টা অর্থাৎ দীর্ঘ এবং অক্ষিপুট সম্মুখীন। ইহারা যে মোঙ্গোলীয় তাহার প্রমাণ ইহাদের চ্যাপ্টা নাক, উন্নত গণ্ডাশি, বন্ধিম চক্ষু, উদ্ভগু বেশ এবং কেশবিহীন দেহ ও মুখ মণ্ডল। দক্ষিণ-পশ্চিম চীন হইতে ইহারা ক্রমশ ব্রহ্মদেশ, মালয় উপদ্বীপ ও পূর্ব-দক্ষিণ সমুদ্রশায়ী দেশ ও দ্বীপগুলিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; পথে উত্তর-পূর্ব আসামে এবং উত্তর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় মিরি, নাগা, বোদো বা মেচ্ কোচ, পালিয়া, রাজবংশী প্রভৃতি লোকদের ভিতর ইহাদের একটি ধারাপ্রবাহ ধরা পড়িয়া গিয়াছে।’^১ সম্ভবত মোঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর আর একটি শাখা ব্রহ্মদেশ হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করে এবং এই ধারারই বংশধরেরা হলেন চাকমা, তঙচক্যা প্রভৃতি বৌদ্ধ কোম সমাজ।

গ্রীয়ারসন সাহেবও বলেছেন : চাকমাদের ভাষা হলো “বাংলা ভাষার একটি বিভাষা’। তাদের বর্ণমালার সঙ্গে স্ক্র, আন্সাম, লাওস, কাছোডিয়া, শ্বাম ও দক্ষিণ ব্রহ্মের লিপির সাদৃশ্য বর্তমান।^২ বাংলা দেশের বাঙালী জনগণের সান্নিধ্যে আসার ফলে চাকমাদের বর্ণমালা ও ও আদিভাষার ক্রমাগত রূপান্তর ঘটে। সেজন্য তাদের ভাষায় নম্নিহিত দেশসমূহের শব্দমালার প্রভাব অধিকতর।^৩ চট্টগ্রাম জেলার ভাষার ক্ষেত্রেও একই কথা বলা চলে। ১৮৪১ সালের পূর্বে মাত্র ২০ হাজার চাকমা এই ভাষা বলতেন। বর্তমানে বাংলাদেশ ও ভারতের প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার চাকমা এই ভাষায় কথা বলেন।

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেন : ‘আনাম, মালয়, তালৈঙ, খাসিয়া, কোল (অথবা মুণ্ডা), সাঁওতাল, নিকোবর, মালাক্কা প্রভৃতি ভূমির বিচিত্র বিভিন্ন অধিবাসীরা যে-সব ভাষায় কথা বলে, তালৈঙ ও খমের গোষ্ঠীর প্রাচীন সাহিত্য যে-সব ভাষায় রচিত সেই ভাষাগুলি একই পরিবার ভুক্ত।’ [বাঙালীর ইতিহাস/আদিপর্ব/১ম খণ্ড]। এদের ভাষা পরিবারের নাম অষ্ট্রিক। ‘এই অষ্ট্রিক ভাষা এক সময় মধ্যভারত হইতে আরম্ভ করিয়া

১. বাঙালীর ইতিহাস/আদিপর্ব/১ম খণ্ড/১৩৮৬/ডঃ নীহাররঞ্জন রায়

২. চট্টগ্রামী বাঙালার রহস্যভেদ/১৯৩৫/চট্টগ্রাম/ডঃ মুহম্মদ এনায়েত হক

৩. বাঙ্গালী ভাষার ইতিহাস/অধ্যাপক/ডঃ/প্রফেসর/হরদ্বার

সাঁওতালভূমি, আসাম, নিম্নবঙ্গ, মালয়, আনাম, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি সমস্ত ভূখণ্ডে বিস্তৃত ছিল।^১ ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক এই ভাষা প্রসঙ্গে বলেন : “কেবল চট্টগ্রামের পার্বত্য জাতির মধ্যেই, চাকমা এবং জুমিয়া ভাষার ব্যবহার আছে। যাহারা এই দুই ভাষা বলিয়া থাকে তাহারা চট্টগ্রামে ‘চাকমা’ এবং ‘জুমিয়া’ নামে পরিচিত। এই ‘চাকমা’ এবং ‘জুমিয়া’ জাতি চট্টগ্রামের আদিম অনার্য্য অধিবাসী; তাহাদের ভাষাও অনার্য্য ভাষা।” বস্তুতঃ, বহু প্রাচীন কাল থেকেই চট্টগ্রামে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা, জুমিয়া, খুমী, মঘ, কুকী, আরাবাকানীরা (রোয়াঙ্গ > রোয়াং বা রোখাম্) বসবাস করতেন। চাকমাদের ইতিহাস থেকে জানা যায় একদা ফেগী নদীর তীর পর্যন্ত তাদের রাজ্য বিস্তৃত ছিল। পান্থবর্তী অঞ্চল বা জেলা সমূহের বুদ্ধিমান হিন্দু ও মুসলমান ভাগ্য্যাহ্বীদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে এই বনচারী, ফলচয়নকারী মানুষেরা গহন অরণ্যে ও পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রথমে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয় এখানকার মানুষদের সঙ্গে সত্যাগত ভিন্দেদীদের। অবশ্য সমাজ সংশ্লেষের সমন্বয়ী সূত্রে কালক্রমে উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে মিলন ও রক্তের মিশ্রণও ঘটে। এই মিলনের উজ্জল দৃষ্টান্ত চাকমা বাংলা ও চট্টগ্রামের বিভাষায় অধিক পরিমাণে আর্ষেতর শব্দের অস্তিত্ব। চাকমারাও এই বাংলা বিভাষার একটি আঞ্চলিক রূপকে তাদের ভাষা বলে মনে করেন।^২

এখানে কয়েকটি শব্দের দৃষ্টান্ত দিলেই আমার বক্তব্য আরো উজ্জল হবে।
যেমন :

১. পোয়া (চট্টগ্রাম) = ছেলে; এটা এসেছে ড্রাবিড় ‘পিল্লা’ থেকে।
পিল্লা > পোলা > পোয়া।
২. গম্ (চট্টগ্রাম) = ভাল; উত্তম; এটা মূলতঃ আরাবাকানী ‘কুম্’ শব্দাগত। ‘কুম্’ > গ তে রূপান্তরিত হয়ে ‘গম্’ হয়েছে।
৩. জুম্ = চাকমা এবং অত্যাগত পাহাড়ী (জুমিয়া) জাতির পাহাড়ের জমিতে চাষাবাদ। জুমিয়া এবং চাকমারাও ‘জুম্’ শব্দ ব্যবহার করেন। এই শব্দের অত্যাগত একটি অর্থ হলো ‘জুলুম্’ বা অত্যাচার।^৩
৪. চাঙ্ = মচান; শব্দটি মঘেরা ব্যবহার করেন এবং চট্টগ্রামের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই এখনও ব্যবহার করেন।

১. বঙ্গীয় শব্দকোষ/দ্বিতীয় খণ্ড/১৯৭৮/সাহিত্য অকাদেমি/ত্রিহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

২. চাকমা বাংলা কথাবারী [চাকমা বাংলা অভিধান]/বাক্যমাট/১৯৭৫/ত্রিহরিচরণ চাকমা

৫. লাঙ বা নাং = উপপতি ; শব্দটি খুমীদের 'নেঙ' শব্দ থেকে উচ্চারণ বিকৃতিতে লাঙ হয়েছে। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত 'লাঙ্গল', 'লাঙ্গুল' এই 'লাঙ' শব্দ থেকে উৎপন্ন। শব্দটি অষ্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর লোকেরাও ব্যবহার করতেন।
৬. রাউলী বা রাউলী = বৌদ্ধ ভিক্ষু ; চাকমাদের (পার্বত্য চট্টগ্রামে) এই রাউলীদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এঁরাই লৌকিক স্তরে লোকসমাজে বৌদ্ধধর্মের বাহক এবং প্রবর্তক। শব্দটি 'আউল' থেকে উৎপন্ন। শব্দটির পূর্বে 'র' আগম হয়ে 'রাউল' হয়েছে। এর অর্থ যোগী ; গৃহস্থ যোগী।^১

উচ্চারণ :

চাকমা বর্ণগুলির উচ্চারণ সাধারণতঃ কোমল। খাস নিয়ন্ত্রনের ফলে খাস-বায়ুকে চাকমারা মুখের গহ্বরে টেনে নেয় বেশি। তাই 'ক' উচ্চারণ করার সময় ক + অ = কঅ—এইভাবে উচ্চারণ করেন।^২ স্বরবর্ণগুলি সাধারণতঃ ব্যঞ্জনবর্ণকে স্মান করে প্রাধান্য লাভ করে উচ্চারণের ক্ষেত্রে। স্বরের হ্রস্ব উচ্চারণের প্রবণতাই অধিক। যেমন রাণী—রাণি ; টাকা—টেঙা ; বুড়া—বুহু ইত্যাদি।

বর্ণ	উচ্চারণ স্থান
প (f) ; ব (v)	দন্ত ও ওষ্ঠ
ব (b) ; ম (m)	ওষ্ঠ
ত (t) ; থ (th) ; দ (d) ও ধ (dh)	দন্ত
ন (n) ; র (r) ; ল (l) ও য (z)	দন্তমূল
চ (s) ; শ (sh)	তালু ও দন্ত
য় (y)	তালু
গ (g) ; ঙ (n)	কণ্ঠ
ক (k) ; খ (kh) ; হ (h)	কণ্ঠনালী

চাকমা-সংখ্যাচাক শব্দ :

১ এক ২ দুই ৩ তিন ৪ চের ৫ পাচ ৬ ছ ৭ সাত ৮ আটটি, ৯ ন ১০ দশ

১. বাঙ্গালা ভাষার অভিধান/১ম ভাগ/১৯৭৯/শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

২. চাঙমা বাঙালা কথাভাষা/রাঙ্গামাটি/১৯৭৫ / শ্রীশ্রুগত চাকমা

১১ এগার ১২ বার ১৩ তের ১৪ চোঁধ্য ১৫ পন্দর ১৬ ফুল ১৭ সন্তর ১৮ আট্টার ১৯ উনোশ ২০ কড়ি ইত্যাদি।^১ + যোগ, - ফারাক, × ছনা, ÷ ভাগ এইভাবে আঞ্চিক চিহ্নগুলি উচ্চারণ করেন চাকমারা।^২

বর্ণমালা:

কা, খা, গা, ঘা, ঙা যথাক্রমে চাকমারা আরাকানী বর্ণমালায় এইভাবে উচ্চারণ করেন—চুচ্চাঙ্যা, গুচ্চাঙ্যা, চান্দ্যা, তিনভালা, চিলাম। আবার চা (ছিভালা) ছা (মজরা), জা (ছিপদলা), ঝা (উরাউরি), ঞা (শিলাচ্যা), টা (ছিয়াদাং), ঠা (ফুদাছিয়াং), ডা (আডুভাঙাং), চা (লেজডরাং), ণা (পেটুয়া), তা (ঘঙদাং), ধা (জগদাং) দা (দোলনীং), ধা (তলময়াং), না (ফারবান্যা), পা (পালা), ফা (উপরফুদা), বা (উপরমুআ), ভা (ছিভালা), মা (বুকংফুদা), রা (ছিদায়া), লা (তলমুআ), সা, শা (ভুদিবুক্যা), হা (উপরমুআ), য়া (চমিয়া), ং (একফুদা), ঃ (ছিফুদা), (চানফুদা) ইত্যাদি।^২

প্রকৃতপক্ষে, চাকমা ভাষা মাগধী প্রাকৃত, অপভ্রংশ এবং আঞ্চলিক বিভাবার মিশ্রণে ও পরিবর্তনে একটি লৌকিক ভাষা। কয়েকটি শব্দের রূপান্তর লক্ষ্য করলেই এ'সত্যটি প্রমাণিত হবে।

যেমন:

১. হস্ত (সংস্কৃত) > হথ (প্রাকৃত) > হাত (বাংলা) > হাত (চাকমা)
২. অথ > অজ্জ > আজ্জ ৭ এচ্চা
৩. ষম্ ৭ তুম্মি ৭ তুমি ৭ তুই
৪. ভষ ৭ ভন্ত ৭ ভাত ৭ ভাত
৫. পক্ষি ৭ পক্ষি ৭ পাখী ৭ পেইক্
৬. মৎস্ত ৭ মচ্চ ৭ মাছ ৭ মাইচ্
৭. মাতৃ ৭ আম্মা ৭ মা ৭ মা'আ

বাক্যগঠন প্রণালী:

১. আমি ভাত খাব (বাংলা) ৭ মুই ভাত খেইম (চাকমা)

-
১. চাকমার পঞ্চম শিক্ষা [প্রথম সংস্করণ/১৯৫৯ পার্বত্য চট্টগ্রাম] সংগ্রাহক ও প্রকাশক: নোয়াবাম চাকমা
 ২. প্রাপ্তক

২. ভালো আছেন তো? ৭ গম্ আ গদ?
৩. তোমার বাবা আছেন তো? ৭ আবে আগেনি?
৪. কোথায় যাবেন? ৭ কু'হু য়েবে?
৫. তোমার সঙ্গে আমিও যাব ৭ তঅ লগে মুঅ যেইম্

চাকমা ভাষায় ধ্বনি পরিবর্তন :

বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বে যে কোন ভাষার ধ্বনি পরিবর্তন দু'ভাবে হ'তে পারে। যেমন :

১. ধ্বনিমূলক পরিবর্তন (phonemic change)
২. ধ্বনি-রূপগত পরিবর্তন (morpho-phonemic change)

চাকমা ভাষার ঞ্জতিধ্বনি (glide) জনিত পরিবর্তনও হয়। যেমন বানর > বান্দর—এখানে জিহ্বার শৈথিল্য বশত: নতুন একটি ধ্বনিমূল 'দ' আগত হয়েছে।

বিভিন্ন শব্দ উচ্চারণের সময়, একটি ধ্বনি নিকটবর্তী অন্তর্ধ্বনির উপর প্রভাব বিস্তার করে; যার ফলে প্রথম বা দ্বিতীয় ধ্বনিটি বদলে যায়। কোন কোন সময় ধ্বনিই বদলে যায়। এই পরিবর্তনকে সমীভবন (assimilation) বলে। সমীভবন তিন প্রকারের হয়ে থাকে :

১. প্রগত (progressive) : পূর্ববর্তী ধ্বনি পরবর্তী ধ্বনিকে বদলে দিলে প্রগত বলা হয়। যেমন : চক্ৰ (সংস্কৃত) ৭ চক্ক (প্রাকৃত) ৭ চাক্সা (চাকমা)।

মরত্ + উয়া (গুয়া) = মরতুয়া (পুরুষটি)

ত্বেচ্ + আন (খান) = ত্বেচ্ছান (দেশটি)

২. পরাগত (regressive) : পরবর্তী ধ্বনি পূর্ববর্তী ধ্বনিকে পরিবর্তন করলে পরাগত হয়; যথা :

অক্ক ৭ অকৃত ৭ অত্ত (চাকমা)

কর্ম ৭ কন্ম ৭ কাম্

রান্ + য়ুনি ৭ রাঞ্য়ুনি (রঙধহু)

৩. পারস্পরিক (mutual) : পরস্পর পরস্পরকে পরিবর্তন করলে দুটি ধ্বনিই পরিবর্তিত হয়। যথা :

উধ্ব (সংস্কৃত) ৭ উব্ভ (প্রাকৃত) ৭ উবা (চাকমা)। যেমন
উবাগীত :^১

৪. বিষমীভবন (dissimilation) : সমীভবনের বিপরীত ব্যাপার
হ'ল বিষমীভবন। এতে পদস্থিত দুইটি সমধ্বনির মধ্যে একটি বদলে যায়।
যথা : পিপীলিকা (সংস্কৃত) ৭ কিপিলীকা (পালি)

৫. বিপর্যাস (metathesis) পদস্থিত দুটি ধ্বনির পারস্পরিক স্থান
পরিবর্তনকে বর্ণ বিপর্যয় বা বিপর্যাস বলে। যথা :

জোৎস্না (সংস্কৃত) ৭ জোহ্ণা (প্রাকৃত) ৭ জোংহা ৭ জোন্
(অসমীয়া)

কাশ্মীরী—জুন, নেপালী—জুন, গাড়োয়ালী—জুন, চাকমা—যুন।

এই শব্দগুলি সমশব্দ গণ্ডিরেখার (isogloss) অন্তর্ভুক্ত।

৬. আদিস্বরাগম (prothesis) : উচ্চারণের স্ববিধার জন্ত পদের
আদিতে স্বরাগম হ'লে আদিস্বরাগম বলে। যেমন :
(সংস্কৃত) ক্ষমা ৭ খমা ৭ খেমা ৭ হেমা (চাকমা)

৭. বিপ্রকর্ষ (anaptyxis) : উচ্চারণের স্ববিধার্থে পদের মধ্যে
স্বরাগম করলে বিপ্রকর্ষ হয়। যথা :
ইদ্রা ৭ ইন্দিরা। ভক্তি > ভকতি। ভিতরে ৭ ভিদরে ৭
ভিদিরে (চাকমা)।

৮. অন্ত্যস্বরাগম (apothesis) : উচ্চারণের স্ববিধার্থে পদান্তে
স্বরাগমকে অন্ত্যস্বরাগম বলে। যথা :
(সংস্কৃত) দিশ > দিশা ৭ দিয়হা (চাকমা)

৯. অপিনিহিতি (epenthesis) : যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে ই-কারের
(উ-কারও হতে পারে) আগমনকে অপিনিহিতি বলে।

উদাহরণ : (সংস্কৃত) যক্ষ > জক্খ (প্রাকৃত) > জইক্খ > যোইগষ

১০. অভিপ্রতি (umlaut) : অপিনিহিত অথবা বিপর্যয় স্বরধ্বনিগুলি
পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সাধে মিলিত হয়ে পরবর্তী স্বরধ্বনির বিকৃতি
ঘটালে অভিপ্রতি বলা হয়। যথা :

উনিয়া > উইনা > উনে > হনে

১১. স্বরসঙ্গতি (vowel harmony) : যদি অপিনিহিতি, বিপর্যাস এবং সন্ধি ছাড়াই অভিপ্রাতির মত ধ্বনির পরিবর্তন হয়, তবে তাকে স্বরসঙ্গতি বলে। যথা :

বিলাতি > বিলিতি। দেশি > দিশি। মহিলা > মহইলা > মহইলা > মিহলা (চাকমা)।

ক. পরাগত : (আন্তঃস্বর অন্ত্যস্বর অমুযায়ী পরিবর্তিত হয়।)

গোদা ৭ গদা (সমস্ত, গোটা)। খোদা > খদা ৭ হদা।

সোনা > শনা, লোক > লক ইত্যাদি।

খ. মধ্যগত : (আন্ত বা অন্ত্যস্বর অমুযায়ী মধ্যস্বর পরিবর্তিত হয়।)

বিলাতি > বিলিতি। বারেন্দা > বারান্দা।

গ. অন্তোন্ত বা পারস্পরিক : (সন্নিহিত দুটি স্বর পরস্পরের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়। যথা :

কেদেৱা ৭ কহাদিৱা (চাকমা)।

স্বরলোপ প্রসঙ্গতঃ পদের কোন কোন অক্ষরে প্রবল স্বাসাঘাত থাকলে অনেক সময় স্বাসাঘাতহীন অক্ষরে স্বরধ্বনি ক্ষীণ হয়ে আসে এবং লোপ পায়। এইরূপ ধ্বনি পরিবর্তন, সম্বন্ধগুলির অবস্থান অনুসারে হয়ে থাকে।

ক. আদিস্বরলোপ (aphasis) : উদ্ধার ৭ উদার (চাকমা) ৭

ধার। অভ্যন্তর ৭ ভিতর। এইখান ৭ এইগান ৭ ইগান ৭ ইয়ান (চাকমা ও চট্টগ্রামী বুলিতে); সেইখান ৭ সেইগান ৭ সিগান ৭ শিয়ান (চাকমা) > হিয়ান > ঈয়ান (চট্টগ্রামী)।

খ. মধ্যস্বরলোপ (syncope) : কর্ণ > কর্ন > কান > কহান।

কর্ম > কন্ম > কাম > কাম।

গ. অন্ত্যস্বরলোপ (apocope) : চন্দ্র > চন্দ > চান > সান।

বন্ধন > বান্ধন > বান্দ > বান্।

ঘ. সমাক্ষর লোপ (synccope) :

দুইটি সমধ্বন্যাত্মক অক্ষরের মধ্যে একটি লুপ্ত হ'লে সমাক্ষর লোপ বলা হয়। যথা : নক্ষত্র (রাত্রির অধিপতি) > নক্ষত্র।

ঙ. নাসিক্যভবন (nasalization) : নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি পদের

মধ্য বা অন্ত্য থেকে লুপ্ত হয়ে পূর্ববর্তী ধ্বনিকে অহ্নানাসিক করলে,
নাসিক্যভবন বলা হয়। যথা :

সন্ধ্যা > সঞঝা > সাঁঝ। চন্দ্র > চন্দ > চাঁদ।

বন্ধন > বাঁন্ধন > বাঁন্ধ > বাঁধ।

স্বস্থ > স্বঙ > কানধা (চাঁকমা) > কাঁধ।

চ. উন্নীভবন (spirantization) : স্পৃষ্টধ্বনির উন্ন উচ্চারণকে
উন্নীভবন বলে। অর্থাৎ শ্বাসনির্গমন একচোটে না হয়ে কিছুক্ষণ
ধরে হয়। ফুল > ফু. ল। পূজা > পূ. জা।

ছ. রকারীভবন (rhotacism) : স যদি ঘোষবৎ জ হয়ে শেষে
র উচ্চারিত হয়, তবে তাকে রকারীভবন বলে। যেমন :
পঞ্চদশ (সংস্কৃত) > পন্নডহ (প্রাকৃত) > পন্দর (চাঁকমা) >
পনর (বাংলা)।

জ. মহাপ্রাণিত (aspirated) : ব্যঞ্জনধ্বনির সাথে হ যুক্ত হলে
একসাথে উচ্চারিত হলে, মহাপ্রাণিত হয়।

তাহলে > থালে (স্থালে—চাঁকমা)

মহিলা > মিহলা। মহাজন > মহাযন।

সাহিত > সাহাত > শহাত। লহ > লেহী।

ঝ. অল্পপ্রাণিত (deaspirated) : কোন কোন মহাপ্রাণধ্বনি
উচ্চারণের সময় কণ্ঠনালীর কুঞ্জন না হলে অল্পপ্রাণিত হয়। যথা,
দেখা > দেগা (দেখা)।

বাঘ > বাগ। নথ > নক। আঘর > আগর (অক্ষর অর্থে)
আখর > আঘর > আগর + তারা = আগরতার।

ঞ. ঘোষীভবন (vocalization) : অব্যোষধ্বনির সঘোষ উচ্চারণকে
ঘোষীভবন বলে। যথা :

তাকল > তহাগল। মাচা < মাঁযা। পাতা > পাদা। কাপড় >
কহাবর।

ত. অঘোষীভবন (devocalization) : সঘোষধ্বনির অঘোষ
উচ্চারণকে অঘোষীভবন বলে। যথা :

বাঘ > বাগ > বাক। সাঁঝ > শাচ্। লাভ > লাপ্। ইত্যাদি।
(পালি) কদ্দা > (চাঁকমা) কদ্ধা > কত্তা।

বাদোল (চাকমা) > বাদোল > বাত্‌তোল (চাকা)।

- খ. কণ্ঠনালীভবন (glottalization) : কোন ধ্বনির উচ্চারণের শেষে কণ্ঠনালীর কুঞ্জন হলে কণ্ঠনালীভবন বলে। পূর্ববঙ্গের অনেক স্থানে ঘ, ধ, ঙ ধ্বনির যে উচ্চারণ শোনা যায়, তা উক্তর স্কুয়ার সেনের মতে গ' দ' ব'।

ভোন > বোন। ভেই > বে'ই। আবি > আগি।

অফর > আখর > আগর। যেমন, আগরতলা।

- দ. সংকোচন (contraction) : ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে পাশাপাশি অক্ষরের সংখ্যা কমে যাওয়ায় সংকোচন বলে। ভীমকল > ভীচুর (চাকমা)। আনারস > অন্ধার > আন্ধার (চাকমা)। রব > রা। বাসা > বা।

- ধ. বিক্ষোভ (expression) : কোন কারণে এক অক্ষর একাধিক অক্ষরে পরিণত হলে বিক্ষোভ বলা হয়। যথা :

প্রত্যাশা > প্রতিআশা ; পর্যঙ্ক > (ব্রজবুলি) পরিষঙ্ক।

- ন. লোকনিকৃতি (folk-etymology) : অনেক সময় অপরিচিত শব্দ ধ্বনি সাম্যের স্বযোগ নিয়ে পরিচিত শব্দে পরিণত হয়, এর নাম লোকনিকৃতি। যেমন, চশমা শব্দটি 'চশামা' উচ্চারিত হয় ; চ'চক 'চোখ' উচ্চারিত হয়। আর শামা অর্থ ছায়া, কাজেই চশমা শব্দটি দাঁড়াল 'চোকশামা'। অর্থাৎ যে চোখকে ছায়া দেয়।

ভাষা বহুতাল নদীর মত ক্রম পরিবর্তনশীল। চাকমা ভাষাও তাই।

বাংলা ভাষার আঞ্চলিক রূপের মত চাকমা ভাষাও বৃহত্তর বাঙ্গালী এবং কোম সমাজের ভাষা ও সংস্কৃতি তরঙ্গের প্রতিঘাতে অন্তরে ও বাহিরে মুহূরুপান্তরিত হচ্ছে লোকচক্ষুর অন্তরালে। যেহেতু, বর্তমান চাকমা ভাষা অসমীয়া, রাজবংশী, গারো, সাংমা, চট্টগ্রামীয়া বিভাষার সঙ্গে রূপগত ভাবে সন্নিহিত, তাই শব্দচয়নে ও বাক্যবিন্যাসে এদের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেই চাকমা ভাষাও পরিবর্তিত হচ্ছে এবং হবে।

১. চাকমা ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব/শ্রীহৃগত চাকমা

টাকা :

১. In the central portion of the Chittagong Hill Tracts in the Chakma chief's circle, situated in the country round the Kharnafuli River, broken dialect of Bengali, peculiar to the locality, and of a very curious character is spoken. It is called chakma, and is based on South-Eastern Bengali, but has undergone so much transformation that it is almost worthy of the dignity of being classed as a separate language. It is written in an alphabet which allowing for its cursive form, is almost identical with the Khemer character, which was formerly in use in Cambodia, Laos, Annam, Siam and at last the Southern parts of Burma.

Linguistic Survey of India/Vol. V/Part I/1968.

২. They are undoubtedly a branch of the mongolian family and have migrated to their present habitat from Arakan. Owing to close contact with the Bengali speaking people of the plains they have considerably changed their native language and now speak a mixed form of speech.

—Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal (New Series) Vol. XXVII/1931

৩. চট্টগ্রামী বাঙ্গালার বহুভেদ/১৯৩৫/চট্টগ্রাম/ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক
৪. The Chakmas speak a corrupted Bengali, the Maghs Arakanis, a dialect of Burmese and the Tipperas a language of their own which is akin to Kachari.

—Imperial Gazetteer / Bengal and Assam/1901.

প্রবাদের ছন্দ :

বাংলা প্রবাদের ছন্দ ছড়ার ছন্দ বা 'লোকছন্দ'। পয়ারেই এর স্বচ্ছন্দ লীলা।^১ বাংলা ছড়াও পয়ারেই বিকশিত। প্রবাদ যে কোন সম্প্রদায় বা জাতির মুখের ভাষারও বিশ্বস্ত আকর। চাকমা প্রবাদমালা চাকমা ভাষা ও ছন্দের এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত। এর মধ্য দিয়েই বিকশিত হয়েছে চাকমাদের লোকসাহিত্য। কারণ চাকমা জাতির বোধিমনস্কতার স্বর্ণফসল হলো চাকমা প্রবাদ। চাকমা প্রবাদ গড়ে যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি ছন্দিত বাক্য বিজ্ঞানসেও রচিত হয়েছে। এই ছন্দিত বাক্যবিজ্ঞান মূলত: 'লোকছন্দ' নির্ভর (folk metre)। লোকরীতির ছন্দে দেশজ স্বরবৃত্তের প্রভাব সুস্পষ্ট। চাকমা ছড়ায় পয়ারের স্বচ্ছন্দ প্রবাহও লক্ষণীয়।^২

ও ভুজি ভুজি/দেং দেং দেং,

ত বাবে ভুজি/ভবা বেঙ্।

ভবা বেঙ্ অ/আতুরী,

ছিনি নিল/মাতুরী।

প্রবাদের ক্ষেত্রেও অমুরূপ ছন্দোবদ্ধ আমরা লক্ষ্য করি। যেমন :

মরেদে গিরি/ন এরে আজ্ ;

ধায়দে চাঝা/ন এরে চাজ্।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছড়ার ছন্দই পড়াশ্রমিক প্রবাদের বাহন। যেমন :

ক্ষেতে ছাড়ায়/পেরতী,

পুতে ছাড়ায়/তুর্গতী।

১. বাংলা ছন্দের মূলসূত্র/১৯৪৯ / শ্রীমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

২. মরেদে গিরি নএরে আজ্,
ধায়দে চাঝা নএরে চাজ্।
(মুমূর্ লোক প্রাণের আশা ছাড়েনা,
যে চাবী স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়,
সে আপন পেশা চাষাবাদ ভুলতে পারেনা।)

[তুঃ যতক্ষণ শাস; ততক্ষণ আশ]

এখানে প্রবাদটির ছন্দ দ্বিপদিক, পাঁচ+পাঁচ=দশ মাত্রিক [৩+২/৩+২]। বাংলা ছড়ার ছন্দের সঙ্গে এর গভীর মিল আছে। প্রত্যেক ছড়ায় হ্রস্ব ও তাল আছে। একদিকে ছড়া লোকসাহিত্যের উদ্দেশ্য-সিদ্ধ করে, আবার অন্যদিকে লোকসঙ্গীতের খুব সন্নিহিত। প্রবাদ একদিকে জীবন দর্শন, অন্যদিকে লোকসাহিত্য।

অথবা,

সাত বাঙালে/এক দেই,

বারে নিলে/পুদে নেই।

ছড়ার ছন্দে প্রত্যেক অক্ষরই এক মাত্রার বলে বিবেচিত। এই ছন্দের অন্তর্নাম স্বরমাত্রিক বা স্বরবৃত্ত। বাংলার মৌলিক ছন্দ হলো এই ছড়ার ছন্দ। যেমন:

বুটি পড়ে/টাপুর টাপুর/নদী এল/বান,

শিবঠাকুরের/বিয়ে হল/তিন কন্ডা/দান।

আধুনিক কালের ছন্দের যাদুকর কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ছড়ার ছন্দকে নতুন প্রাণ দিয়েছেন এইভাবে:

আকাশ জুড়ে/চল্ নেমেছে। সূর্য চলে/ছে

চাঁচর চুলে/জলের গুঁড়ি। মুক্কা ফলে/ছে।

চাকমা প্রবাদের গঠনরীতি (Structure):

মানব সমাজ যেমন জনসমাবেশ ও শ্রেণীগত বিভ্রাসের কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে; মানুষের বাক্‌বিভ্রাসও তেমনি বর্ণ-বিভ্রাসের নিয়মকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে। লোকসাহিত্য মানুষের সমাজ জীবনের অন্তরঙ্গ ইতিহাস ও মানবধর্মের বাণীবহ। সেই কারণেই এই লোকসাহিত্যের উপকরণগুলির কাঠামোর মধ্যে সমাজ কাঠামোও লুকিয়ে আছে। সেই সঙ্গে এই সচল, সজীব সংস্কৃতির রেহুগুলির বিভ্রাসের বিশ্বজনীন এক রীতিও গড়ে উঠেছে।

আধুনিক লোকতত্ত্ব (folkloristics) লোকসাহিত্যের উপকরণের গঠন-রীতি বিশ্লেষণেও তৎপর। অবশ্য ইতোমধ্যে নৃতত্ত্ববিদ লেভি ষ্ট্রাউস, ভাষা-বিজ্ঞানী নোয়াম চমস্কি ভল্‌দিমির প্রফ, থমাস. এ. সিলিয়ক এবং মারান্দা দম্পতি, এলান ডাউস, রিচার্ড প্রিয়েভ, এড্‌মাণ্ড লীচ, জর্জেন প্রমুখ 'ট্রাকচারাল ফোকলোর,' ভাষা-লোকসাহিত্যের রূপতত্ত্ব ও গঠনতত্ত্ব নিয়ে গভীর ও ব্যাপক গবেষণা করেছেন। আলোচ্য চাকমা প্রবাদ-গঠনতত্ত্ব আলোচনা বিশ্বের পূর্বসূরীদের অনুপ্রেরণা সঞ্চারিত। সম্ভবত, চাকমা প্রবাদ বিচার-বিশ্লেষণে এই প্রথম গঠনরীতির বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হোল।

গঠনরীতির প্রয়োগগত দিকটি আলোচনার পূর্বে, গঠনরীতির মৌল উপকরণগুলি আলোচনা করা যাক। লাতিন 'structure' শব্দের অর্থ

হলো লজ্জা, সংগঠন, রূপ।^১ ভাষাতত্ত্বে এর অর্থ একটু ব্যাপক। কারণ ভাষা গঠনের ক্ষেত্রে ভাষার মৌলকণাগুলির তাৎপর্য খুব বেশি। যেমন ধ্বনি (phonemes) এবং রূপরেণু (morphemes) গুলির ঘন স্তনিয়মিত সন্নিবেশে শব্দ, বাক্য ও ভাষা গড়ে উঠেছে। পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞায় যেমন মৌল কণিকার (atoms or molecules) সমাবেশে বস্তুর অস্তিত্ব নির্ভর করে, তেমনি সমাজ, সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রেও মানুষ ও বস্তুর সমাবেশে একটি অন্তর্নিহিত ছক (pattern) গড়ে উঠেছে।

রসায়নবিজ্ঞায় জলের সূত্র এবং গঠনতত্ত্ব এইভাবে দেখানো হয়েছে :
 Water : H_2O (molecular formulae) / $H-O-H$ (structural formulae with bonds) $-H-\ddot{O}-H$ (with electrons)^২। এইভাবে যৌগিক পদার্থের গঠন কণিকা সমূহের পারমাণবিক বিশ্লেষণ করা যেমন চলে, তেমনি সমাজ, সাহিত্য-সংস্কৃতির উপকরণ সমূহের অহুগত বিশ্লেষণ করার এবং গঠনতত্ত্ব নির্ণয়ের প্রচেষ্টা করেছেন নৃবিজ্ঞানী, ভাষাবিজ্ঞানী ও সমাজ-সংস্কৃতি বিজ্ঞানীরা।

ভাষাদিমির প্রাফ ১৯৫০ সালের পূর্বেই 'রূপতত্ত্ব' (morphology) আলোচনা সূত্রে লোককথার গঠনরীতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর আলোচনা মূলত রাশিয়ার রূপকথার গঠনরীতির মধ্যেই সীমিত। 'মর্ফোলজি' বা রূপতত্ত্ব উদ্ভিদবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উদ্ভিদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সমন্বয়ের সূত্রাবলীর তত্ত্ব। ভাষার ক্ষেত্রেও বাক্যরচনারীতির রূপতত্ত্বগত বিশ্লেষণকে রূপতত্ত্ব বোঝায়। লোককথার অহু সংস্থাপনরীতির আঞ্চলিক রূপ থেকেই ক্রমে ক্রমে একটি বিশ্বজনীন রীতির আবিষ্কার রূপতত্ত্বের মাধ্যমে করা সম্ভব। প্রাফ একটি সরল একক আখ্যানবিশিষ্ট রূপকথার গঠনতত্ত্ব এইভাবে উপস্থাপিত করেছেন :^৩

১. The components of a language (as phonemes and morphemes) and the way in which they are related—compare phonemics, Morphophonemics, Morphology, Syntax.

Webster's Third New International Dictionary
 Vol : III/1971/Chicago

২. Webster's Third New International Dictionary/Vol : III/1971

৩. Morphology of Folktale /Second Edition/1968/University of Texas Press, Austin & London/V. Propp, (Vide : Appendix II/No : 1.)
 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

গল্পের শ্রেণী : এইচ—১

মৌলভাব (motif) : অপহরণ (kidnapping of a person) :

তিনি গল্পের প্রত্যেকটি চরিত্র এবং ঘটনাংশের ক্ষুদ্র এক একটি প্রতীক ব্যবহার করেছেন। যেমন :

‘A tsar, three daughters (a). The daughters go walking (B^3), overstay in the garden (d^1). A dragon kidnaps them (A^1). A call for aid (B^1). Quest for three heroes ($C \uparrow$). Three battler with the dragon ($H^1 - I^1$), rescue of the maidens (K^4). Return ($\downarrow$) reward (W^0).

$\therefore B^3 d^1 A^1 B^1 C \uparrow H^1 - I^1 K^4 \downarrow W^0$

কুড লেভিষ্ট্রাউস পুরাণ (myth) নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ‘ষ্ট্রাকচারাল গ্র্যান্থ পোলেজী’ গ্রন্থে।^১ পুরাণের গঠনরীতির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি চরিত্র ও ঘটনার বৈপরীত্য, রূপ ও বস্তুর দ্বন্দ্ব পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাঁর তত্ত্বটি নির্মাণ করেছেন চরিত্রের দ্বৈত সত্তার ওপর। মানব চরিত্রে যেমন পাপ-পুণ্য, সত্য-মিথ্যা, আলো-অন্ধকার, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব চলেছে, তেমনি মানব সমাজের কাঠামোতেও দ্বন্দ্ব রয়েছে। এই দ্বন্দ্ব কখনও সচেতন মানসিকতায় প্রকাশিত, আবার কখনও অবচেতন মানসপটে ফল্গুধারার মত সক্রিয়। লেভিষ্ট্রাউস এর নাম দিয়েছেন : ‘binarism’ বা দ্বৈততা। যে কোন সংগঠনের একটি রূপ আছে; আর এই রূপের একটি কাঠামোও আছে। গঠন বলতে তাই একটি কাঠামো বা সংগঠন ব্যবস্থাকেই আমরা বুঝি। প্রকৃ এই দ্বৈততাকে দু’ভাগে দেখেছেন : ‘synchronic’ এবং ‘diachronic.’ মূলতঃ ফরাসী ভাষাবিদ এফ. ডি সস্যুর (F. De Saussure) এই শব্দ দু’টি ব্যবহার করেছিলেন ভাষা বিচারের ক্ষেত্রে। পুরাণকথার গঠনতত্ত্ব বিচার নুবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে লেভিষ্ট্রাউসের একটি অনবদ্য অবদান। এবার লেভিষ্ট্রাউসের বক্তব্যের মৌল উপকরণগুলি বিচার করা যাক।

১, Structural Anthropology : Penguin Book / 1963 / Claude Levi-Strauss. [এই গ্রন্থে তিনি ‘La Geste d’As’iwal’ ও ‘ইন্ডিয়াস’ পুরাণকথার গঠনতত্ত্ব বিচার করেছেন।]

তিনি মনে করেন পুরাণ হলো সংযোগের একটি মাধ্যম মাত্র। দ্বন্দ্ব মূলক বস্তুবাদ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি সমাজ গঠনের ক্ষেত্রেও দ্বন্দ্বের সম্ভাব্য অস্তিত্বকে ঘিরেই দ্বৈততার তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। হুতরাং পুরাণের বিষয়বস্তুর মধ্যেও দ্বন্দ্ব আছে, একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। সেজন্য তিনি ভাষার (Langue) বৈপরীত্যে 'লোকভাষা'কে (parole) দেখেছেন। সমাজ সংগঠনে যেমন রাজা-প্রজা, জমিদার-কৃষক, বিত্তবান-বিত্তহীনের বৈপরীত্য আছে, তেমনি আছে ঘটনাক্রমিক দ্বন্দ্ব (binary opposites)। কিন্তু পরিণামে পুরাণের শেষে আমরা পাই একটি সমন্বয়ী পরিণতি (harmony)। তিনি পুরাণের গঠনরীতির একটি সূত্র এখানে উপস্থাপিত করেছেন :

$$F_x(a) : F_y(b) = F_x(b) : F_a-1(y)^5$$

ইলি কঙ্গাস মারান্দা ও পিয়েরে মারান্দা ১৯৭১ সালে তাঁদের সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'স্ট্রাকচারাল মডেলস ইন্ ফোক্লোর এ্যাণ্ড ট্রান্সফরমেশানেল এসেজ' গ্রন্থে গঠনতত্ত্বের সর্বাধুনিক ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের গ্রন্থে জাহ্নবিদ্যা, মন্ত্র, ধাঁধা, প্রবাদ, সংস্কার, পুরাণ, গীতি, কথা, লোকাচার প্রভৃতির গঠনতত্ত্বও আলোচনা করেছেন। আমাদের আলোচনার ক্ষেত্র সীমিত বলেই শুধু মাত্র 'প্রবাদে'রই সীমানায় আমরা বিচরণ করব এবং আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

মারান্দা দম্পতি 'গঠন' (structure) প্রসঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। তাঁরা লিখেছেন : 'গঠন হলো অন্তরঙ্গ সম্পর্কের ভিত্তি, যার দ্বারা সাংগঠনিক উপকরণসমূহ একটি অথও সত্য প্রাপ্ত হয়। গঠন রীতির বিশ্লেষণ তাই কোন বস্তু সংঘটনের গুরুত্বপূর্ণ কণিকাগুলির শৃঙ্খলাবদ্ধ আলোচনা ও আবিষ্কার।' এই আণবিক উপকরণগুলিকে একক (unit) ধরা হয়েছে। লোকতত্ত্বের (folkloristics) ক্ষেত্রে গঠনরীতির পর্যালোচনা

১. Structure can be defined as the internal relationship through which constituent elements of a whole are organized. Structural analysis thus consists of the discovery of significant and their order.

করতে গিয়ে পূর্বসূরীরা নিম্নলিখিত 'একক' গুলির সম্মান পেয়েছিলেন।^২ যেমন, টাইপ (type / আর্থে ১১১০), ফাংশন (function / প্রফ ১১২৮), মোটিফ (motif / ধর্মশাসন ১১৩২), মিথিম (mytheme / লেভি ট্রাউস ১১৫৫), মোটিফিম (motifeme / ডাণ্ডিস ১১৬২)। এইগুলি লোককথার অবিভাজ্য রেণু বলে প্রাপ্ত লোকতত্ত্ববিদেরা মনে করেছেন। প্রবাদ ও অন্যান্য লোকসাহিত্য-উপাদানের ক্ষেত্রে এই অবিভাজ্য এককগুলির নাম হবে ভিন্ন এবং যেহেতু লোককথার চেয়ে প্রবাদ, ছড়া ইত্যাদির গঠনরীতি অপেক্ষাকৃতভাবে সরল, তাই প্রতীক ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাও সীমাবদ্ধ। লোককথার ক্ষেত্রে উক্ত এককগুলি ব্যবহার করা হয়েছে।

মিলনার,^৩ ডাণ্ডিস^৪ এবং প্রিয়েভ^৫ প্রবাদের গঠনরীতি নিয়ে মূল্যবান আলোচনা করেছেন। মিলনার প্রবাদকে সাধারণভাবে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন। আবার এই চারভাগকে দু'টো পর্যায়ে বিভাগ করেছেন। যেমন, বৃহদাংশ (major segments) ও ক্ষুদ্রাংশ (minor segments)। তিনি প্রবাদের প্রথমাংশের নাম দিয়েছেন : 'মাথা' (head) আর অপরাংশের নাম দিয়েছেন : 'লেজ' (tail)। আবার প্রত্যেক অংশের গুণাহসারে '+' ও '-' চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করেছেন। যেমন :

$$\begin{array}{ccc}
 - & + & \\
 \text{Rolling} & \text{stones} & (\text{the head is } -) \\
 \text{gather} & \text{no moss} & (\text{the tail is } -) \\
 \therefore & + \frac{(- \quad +)}{-} &
 \end{array}$$

কিন্তু ডাণ্ডিস এই ক্ষেত্রে কিছু অসঙ্গতি লক্ষ্য করেছেন। তিনি বলেছেন,

২. Ibid, p. 21

৩. What is Proverb? New Society 332/1969 and Proverbium 14/1970.

৪. Alan Dundes: "Trends in content Analysis: A Review article", Midwest Folklore XII/1962 and American Anthropologist vol: 66' No: 6: Part: 2/December 1964 and Analytical Essays in Folore/1975.

৫. Richard Priebe: "The horses of speech: A structural Analysis of the Proverbs"/Folklore Annual, University Folklore Association, The University of Texas, Austin/1971.

সামাজিক অবস্থা ও বস্তুর স্বরূপ অনুসারে এই ‘+’ বা ‘—’ চিহ্নও পরিবর্তিত হতে বাধ্য। যেমন, ধরা যাক স্কটল্যান্ডের এই প্রবাদটির কথা। সেখানকার স্বচরা পাথরকে স্ফটিক গোলাকৃতি সঞ্চরমান বস্তুরূপে গণ্য করেন। কলে মিলনারের পাথরের চিহ্নারোপ বা গুণারোপ স্কটল্যান্ডের ক্ষেত্রে সঠিক নাও হতে পারে। কাজেই মিলনারের মডেলটি বিশ্বজনীন বলে স্বীকার করাও চলে না। তবুও প্রবাদের গঠনতত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে মিলনারের অবদান প্রদ্বার সঙ্গে অস্বীকার্য। সাক্ষেতিক তর্কবিদ্যায় (Symbolic Logic) প্রতীক ব্যবহার করে উপাত্ত ও প্রতিপাত্ত বিষয়ের বিচার করা হয়।

আমাদের আলোচনায়ও কিছু প্রতীক প্রবাদ বিশ্লেষণে ব্যবহার করব। প্রবাদ যেহেতু লোকসাহিত্যের উপকরণ সমূহের মধ্যে ক্ষুদ্রতম, সে কারণে এর ছক (model) অপেক্ষাকৃত ছোট হওয়ার স্বাভাবিক। বাংলা প্রবাদ এবং চাকমা প্রবাদের মধ্যে বিষয়গত ও রূপগত সাদৃশ্য আছে। কলে আমাদের এই ছক বাংলা প্রবাদের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। প্রবাদের গঠনতত্ত্বের আলোচনা চাকমা প্রবাদের ক্ষেত্রে যেমন তাৎপর্যপূর্ণ, তেমনি বাংলা প্রবাদের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ চর্চা বলে বিবেচিত হবে।

জি. বি. মিলনার প্রবাদের গঠন-প্রণালী নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘প্রত্যেক ঐতিহ্যপুষ্ট প্রবচনে চারটি অঙ্গ আছে। অর্থাৎ গঠন ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে প্রবাদ চতুরঙ্গ বিশিষ্ট। প্রত্যেক প্রবাদেই চারটি অঙ্গ বা শব্দসমষ্টি লক্ষ্য করা যাবে। এদের নাম দিতে পারি ‘প্রবাদাত্ম’। অর্থ ও গুণগত দিক থেকে দুটি ‘অণু’ মিলে একটি ‘অঙ্গ’ গঠন করে। অবশ্য দুটির অধিকও অঙ্গ পরিলক্ষিত হবে কোন কোন প্রবাদে। ধনাত্মক ও ঋণাত্মক দুইসত্ত্ব প্রবাদে পাওয়া যায়। এলান ডাণ্ডিস ও রবার্ট জর্জসও প্রবাদকে দ্বিধা বিভক্ত করেছেন গঠনরীতির দিক থেকে। যেমন, ‘বিষয়’ ও ‘মন্তব্য’ (topic and comment)। এই বিভাজনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা প্রত্যেক প্রবাদে দেখতে পাব একটি ‘মাথা’ ও একটি ‘লেজ’। [‘মাথা’ বোঝাতে সংক্ষেপে ‘মা’ ও ‘লেজ’ বোঝাতে ‘লে’ লিখব] উভয় বিভাজন অভিন্ন।

বিষয়বস্তুগত বিভাগে প্রথমাংশ ‘এ_১, দ্বিতীয়াংশ ‘এ_২’। তাহলে তাত্ত্বিক দিক থেকে গঠনরীতির মডেলটি এই রকম :

মা : লে :: এ_১ : এ_২

একটি প্রবাদে বর্ণনাত্মক উপকরণ বা বস্তু কতটা ঋণাত্মক অথবা কতটা

ধনাত্মক তা' অহুধাবনের অগ্ৰ এই মডেলকে আরো বিস্তৃত করা যেতে পারে।^১ যেমন:

± মা ± লে → বর্ণনাত্মক রেণু ← এ_১ এ_২

কয়েকটি চাক্ষুমা প্রবাদের দৃষ্টান্ত নিয়ে বিশ্লেষণ করা যাক।

১. দাগঅ কধা ফেলা ন যায়।

[ডাকের কথা ফেলা যায়না]

দাগঅ কধা		ফেলা ন যায়
+ মা		— লে
এ _১		এ _২

এই মডেলকে মিলনারের প্রণালী অহুসারে আরো বিশদ করা যেতে পারে। যেমন:

± মা ± লে → প্র [(লে_১ + বি_১ + লে_২ + বি_২) ← প্র / (এ_১ এ_২ × এক্স + ওয়াই)]^৩

তাহলে প্রত্যেকটি প্রবাদ এককে ষড়ঙ্গ বিভাগ পাওয়া যাবে।

২. ধান নেই খেরু কি ঝাড়াঝাড়ি ?

[যে খেড়ে (খেরু) ধান নেই, তা' ঝাড়াঝাড়ি করে কী হবে ?]

ধান নেই		খেরু কি ঝাড়াঝাড়ি ?
— মা		+ লে
এ _১		এ _২

অথবা, ধান/নেই + খেরু/কি/ঝাড়াঝাড়ি ?

সম্পূর্ণ মডেলটি এই রকম :

± মা ± লে → প্র [(লে_১ + বি_১ + লে_২ + বি_২) ← প্র / (এ_১ এ_২ এক্স + ওয়াই)]^৩

এখানে 'কর্তা' অহুপস্থিত। ধরা যাক, কোন ব্যক্তি বা সমাজ এর কর্তা। চাক্ষুমা 'জুম' চাষাবাদ করেন পাহাড়ী ঢালু জমিতে। 'জুমে' ধান এবং

১. [+ মা = ধনাত্মক ও ঋণাত্মক মাধা; + লে = ধনাত্মক ও ঋণাত্মক লেজ;

প্র = প্রবাদ; বি = বর্ণনাত্মক বিষয় [প্রথম + দ্বিতীয়] বি_১ বি_২] এ_১ = বিষয়; এ_২ = মন্তব্য; এক্স + ওয়াই = দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বোঝাবে। এইভাবে 'বিচরণের প্রবাদের বিভিন্ন 'রেণু' বিভাজন করা চলে।

বিশিষ্টাদি উৎপন্ন হয়। যে পাকা খড়ে ধানের গোছা নেই, তা' অহেতুক ঝাড়লেও কিছু পাওয়া যাবে না। বস্তুগত উপকরণ 'ধান' ও 'খড়'; ক্রিয়া 'ঝাড়ঝাড়ি' (মাড়াই করা)। কৃষিমৌল সমাজে একটি ঘটনার পুনঃ পুনঃ পর্যবেক্ষণ ও অনুশীলনের ফলশ্রুতি কালক্রমে একটি জনগোষ্ঠীর 'জীবন দর্শনে' পরিণত হয়। একদা হয়ত এই প্রবাদে নিহিত সত্যটি বর্ণনাত্মক ছিল (descriptive element)। যতই চাকমা সমাজ এগিয়েছে ততই চিন্তার ক্ষেত্রে প্রজ্ঞা এসেছে। দীর্ঘ বর্ণনাকে দিনের পর দিন (বাস্তব প্রয়োজনে, কর্মময় জীবনের বহুধাবিস্তৃতির ফলে) সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। 'কর্তা' হারিয়ে গেছেন বা নেপথ্যে চলে গেছেন। শুধু 'উদ্দেশ্য', 'বিধেয়', 'ক্রিয়া' অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে। তাহলে একটি বর্ণনাত্মক বাস্তবিক্যাসের নির্ধারিত একটি অমর প্রবাদে পরিণত হয়। প্রবাদটির প্রত্যেক অঙ্গ তাৎপর্যপূর্ণ। এক একটি প্রবাদ নিয়ে আলোচনা বা বিশ্লেষণ করলে উদ্ধৃত মডেলটি পাওয়া যাবে। শুধু পরীক্ষামূলকভাবে এখানে গঠনশৈলীর একটি 'ছক' তুলে ধরলাম। প্রবাদ কেন, অতীত লোকসাহিত্য-উপকরণ বিচারেও এই গঠনরীতি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুশীলন করা চলে। এই গঠনরীতি অনুসরণ করে সমাজের কাঠামোর সরলতা এবং জটিলতাও বিশ্লেষণ করা সম্ভব হবে। ধনাত্মক চিন্তা বা দর্শন প্রতিষ্ঠার জন্ত সমাজে ও জীবনে আমরা কতকগুলি ঋণাত্মক বিষয়কে পরিত্যাগ করি। এটা মানবজীবনের ধর্ম। তর্কবিজ্ঞা ও দর্শন এইভাবে গড়ে উঠেছে। লোককে বাদ দিয়ে লোকসংস্কৃতি চর্চা অর্থহীন।^১ সাদৃশ্য, (analogy) কল্পনা প্রবাদেব অনন্ত সৌন্দর্য সৃষ্টি করে।

১. 'The study of folklore should include both the study of lore and the study of folk. The study of lore alone without reference to folk whom it is used is incomplete and may even be misleading. To borrow from a recent American indictment of the commercialism of christmas ("Let's put the christ back in christmas"), we might urge "Let's put the folk back into folklore".

—Alan Dundes—"Proverbs and Ethnography of speaking Folklore." American Anthropologist: Vol ; 66 No. 6 Part/2/1964

টীকা:

১. A positive or negative head ($\pm H$) in a logical relation ($\sim$) to a positive or negative tail ($\pm T$) becomes

($\rightarrow$) a proverb (P), consisting of two topics and two comments ($t_1 + c_1 + t_2 + c_2$) which draw from ($\leftarrow$) an analogical resource pool (P) in the environment (/) of a real social situation (the one to which the proverb will be analogous) made up of two aspects in logical relation to one another ($A_1 \sim A_2$) correlated with (/) two or more people ($x + y$). G.B. Milner (1969)

২. Richard Priebe : 'The Horses of Speech : A Structural Analysis of the Proverb' (Folklore Annual/ 1971/The University of Texas).

৩. 'A proverb is a saying more or less fixed from marked by 'shortness, sense, and salt', and distinguished by the popular acceptance of the truth tersely expressed in it'. Oral Literature in Africa (1970)/Ruth Finnegan

৪. The Proverb (1981)/Archer Taylor

৫. 'Trends in content Analysis'/Mid West Folklore (vol. XII/No : I/1962)—Alan Dundes.

৬. 'A traditional saying consists of four parts. By this I mean that a traditional saying ' consists of four quarters (minor segments), standing in a balanced and structural relationship to one another both in their form and content, and that it is the exact nature of the relationship between the separate parts which determine the force and meaning of the saying as a whole.—Milner (1969)

৭. According to Milner you can find your words or groups of words in any traditional saying to which positive or negative values (good, bad ; friendly,

hostile ; attractive, unattractive etc.) may be assigned
 These qualities can be split into two balanced halves,
 each of which is assigned a plus or minus value
 according to the sum of the value of the two quarters.
 Thus, the traditional saying “waste not, want not”
 can be analyzed as follows :

—		—	+
Waste		Not	
Want		not	
—		—	+

“Any traditional saying thus defined has a positive or negative ‘head’ followed by a positive or negative half or ‘tail’. Though some saying appear to be tripartite, bipartite or even unipartite, the missing part (or parts) has been deleted by familiarity of usage. The four parts, however, are still in the deep structure.

Such an analysis would reduce a traditional saying in any given society to one of sixteen classes. These classes can be further reduced to four main classes each with four subclasses (e. g., I positive head/positive tail, II negative head/positive tail, etc.). A single proverb, however, may actually be placed in a number of different classes depending on various meanings which may be contextually assigned to a given word in the proverb.—‘The Horse of Speech : A structural Analysis of the proverb.’ Richard Priebe / Folklore Annual/

৯. 'Proverbs might be defined as traditional sayings consisting of quadripartite structure.' G. B. Milner (1969). According to Milner's theory, the four quarters (minor segments) of a proverb are grouped into two "Halves" (major segments) of which 'match and balance each other'. The opening half Milner terms the "head" while the second half is labelled the 'tail'.

Milner then examines the word or words in each quarter and determines whether it or they have a plus or minus value. Thus in the proverb "Soon ripe, soon rotten", the values are assigned by Milner as follows :

+	+	
Soon	Ripe	(Which means that the head is +)

+	—	
Soon	rotten	(Which means that the tail is —)

Analytic Essays in Folklore (1975)/Alan Dundes

১০. Analyses of the structure of Folklore are useful, not only for Folklorists' since the same structure (e. g. oppositions, the "law of Three") and regularities also appear in other parts of culture. In folklore, however, they are more easily perceived and examined. Structure analysis is also a very objective and scientific method, compared to many other approaches to tradition, even of the final value of analysis depends on the interpretation of its results,

News Letter 3/1974/Nordic Institute of Folklore

ঊৎস থেকে মোহনায় :

বাংলা ভাষায় প্রবাদের প্রথম লিখিত রূপ পাওয়া যাবে চর্যাপদে ('বলদ বিয়া'ল গবীয়া বাঁঝে')। এই ধরনের বেশ কয়েকটি হেঁয়ালিপূর্ণ বাঁকা চর্যাপদের পদকর্তারা ব্যবহার করেছেন। পরবর্তীকালের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'ও প্রচুর প্রবচনের ব্যবহার আমরা লক্ষ্য করেছি। বাংলা সাহিত্যের লিখিত-রূপের পূর্বেও বহু প্রবচনাঙ্ক বাঁকা, ছড়া, প্রবাদ বাঙালীরা জীবনের বিবিধ প্রয়োজনে ব্যবহার করতেন। প্রাচীন যে কোন জাতি এই প্রবাদ-প্রবচন সৃষ্টি করতে পারতেন। প্রবাদ কখনও একক ব্যক্তির প্রতিভা সঞ্চারিত সাহিত্য উপকরণ নয়। প্রবাদকেও বহু বলা যায় সমাজের যৌথ সৃষ্টি ও সম্পদ। ডাক ও খনার নামে শস্ত্র, ঋতু, কাল, কৃষিকথাবিষয়ক যে সুভাষিত বাণী বাঙালীর সংস্কৃতির মূল্যবান উপকরণরূপে চলে আসছে, তার আদি রচয়িতা কে আমাদের জানা নেই। যদিও ডাক ও খনার নামে এই রচনাবলী চলে আসছে। মানুষের দীর্ঘদিনের জীবন দর্শন সম্পর্কিত বাণীকেই প্রবচন বলা চলে। প্রবাদ সংক্ষিপ্ত। মানুষের অভিজ্ঞতার নির্ধারিত। স্বল্পাকারে এত গভীর তত্ত্বকথা আর কোন সাহিত্যরুতিতে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। যে কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের শিল্পস্বভাব ও গুণগত মূল্যবোধে প্রবাদের মূল্য অপরিমিত। প্রবাদের কাঠামো বিশ্লেষণে সেই জাতি বা সম্প্রদায়ের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবন করাও সম্ভব। এখানে কয়েকটি প্রবাদ তুলনামূলকভাবে আলোচনা করে চাকমা, রাজবংশী, শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রামের বঙ্গভাষীদের জীবন দর্শন প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা নিবেদন করব।

প্রথমেই চাকমা প্রবাদের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

ক. সমত জরায়।

অসম খায়।

[সুদৃশ্যে জরায়, অসময়ে খায়।]

—মানুষের কালগত দর্শনের গভীর প্রতিকলন লক্ষণীয়।

খ. সাপ অই খুও অ,

অঝা অই ঝার অ।

[সাপ হয়ে দংশন করে, ওঝা হয়ে ঝারফুক করে।]

—মানুষের স্বভাব সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার মূল্যবান বাণী।

গ. যে পেখ্‌কুঅ উরিবঅ,
বাত্ ফরফরায়।

[যে পাখী উড়বে, সেটা ছোট বাচ্চা অবস্থায় বাসায় পাখা ঝাপটায়।]
—ইংরাজীতে আছে ‘Morning shows the day.’ সকালেই
বোঝা যায় সারাদিন কেমন যাবে।

ঘ. উচ্চা মরে একালে
লুচ্চা মরে কালে কালে।

[উচ্চভাবসম্পন্ন লোক মরে একবার, চরিত্রহীন মরে বার বার।]
—মানব চরিত্র ও জীবন দর্শনের চমৎকার প্রতিফলন হয়েছে এই
প্রবাদে। এবার কয়েকটি রাজবংশী প্রবাদ উদ্ধৃত করলাম :

ক. জাতে না ছাড়ে জাতের পানি, হলদি না ছাড়ে অং
তিন ধোয়া দিলেও তাও না খায় স্নুটটার গন্।
[কোন জাতই ছাড়তে পারে না তার জাতের সম্পর্ক, যেমন হলুদ
তার হলদে রং ছাড়তে পারে না। স্নুটটি তিনবার ধুলেও তার গন্ধ
ছাড়তে পারে না।]

খ. বাঘের ঘরত, কথখন কি ছাগল যায়্য সন্ধায়।
চিকার গতর কথখন কি আতর আতর গন্ধায়।
[বাঘের ঘরে কখনো কি ছাগল ঢুকতে চায়, চামচিকার গারে কি
কখনো আতরের গন্ধ থাকে।]

গ. ছাওয়ায় চিনে বাপ, মন চিনে পাপ।
[ছেলে চিনে তার বাপকে। মন চিনে পাপকে।]

ঘ. আছে গরু না বয় হাল, তার দুঃখ চিরোৎকাল।
[যার গরু হাল টানেনা, তার দুঃখ চিরকাল।]

এই প্রবচনের সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করুন চট্টগ্রাম জেলার কয়েকটি প্রবাদ :

ক. মানুষ চিনে আকলে, গাছ চিনে বাকলে।
[আচার ব্যবহারে মানুষ চেনা যায়, বাকল দিয়ে গাছ চেনা যায়।]

খ. কাউমা গউর ভাতে ন মরে।

[কাছের লোক কখনও না খেয়ে মরে না।]

গ. উত্তম পেশা সদাঅরী, মধ্যম পেশা চাষা,

অধম পেশা চঅরী করন, হাজ্ঞা তোয়ায় বাসা।

[উত্তম পেশা হলো ব্যবসা-বাণিজ্য, মধ্যম পেশা হলো চাষ করা, আর অধম পেশা হলো পরের চাকুরী করা। কারণ চাকুরীজীবী সত্যায় (হাজ্ঞা) বাসায় ফিরে আসে পাখীর মত।]

ভাষাগত সাদৃশ্য ও ভাবগত মিলের জ্ঞান শ্রীহট্টের কয়েকটি প্রবচনও এখানে উপস্থাপিত করছি :

ক. কাউয়ার বাদাত্ কুলির ছাও,

জাত্ আনমান্ কারে রাও।

[কাকের বাসায় কোকিলের ছা (বাচ্চা), জ্বাতের স্বভাবেই শব্দ করে। অর্থাৎ কাকের বাসায় লালিত হলেও কোকিলের বাচ্চা কুহ কুহ করে ডাকবে, কখনও কা কা করবে না।]

খ. চৈত্ অ চলিতা, বৈশাখ অ নলিতা,

আর—অ দৈ, মাঘ—অ থৈ।

[চৈত্রে চাল্ তা, বৈশাখে নলিতা (পাটের) শাক, আষাঢ়ে দই এবং মাঘে থৈ থৈতে হয়। বাংলার ঋতুতে ঋতুতে যে শাক, সব্জি, ফল, খাবার হয়, তা অবশ্যই থৈতে হয়।]

গ. হইন্ কলসী, হুকনায় নাও,

হুকনা গাছে বইছে কাও।

এয়ো রাঢ়ী বুচা গাই,

এরে দেখলে সিদ্ধি নাই।

[শূণ্ কলসী, শুকনা জায়গায় নোকা, এয়ো রাঢ়ী, শিঙ্ ছাড়া গাই গরু দেখলে কোন কাজেই সিদ্ধিলাভ হয় না।]

এবার কয়েকটি বাংলা ভাষার বিশুদ্ধরূপের প্রবাদ উল্লেখ করব।

১. আহাৰ নিদ্রা ভয়, যত বাড়িও ততো হয়।

২. গাজনের নাই ঠিকানা। শুধুই বলে বাজনা।

৩. ধন জন পরিবার। সঙ্কট কেবা কার।

৪. বনের বাঘে মরেনা। মনের বাঘে মরে।

৫. বাউলের ঘরে গরু।

৬. ক্ষেতে নাই দেখে ধান। উড়ে যায় চাষার প্রাণ।

৭. সাত ভাই যারা, রণে জিতে তারা।

উদ্ধৃত প্রবাদগুলি এক সার্বজনীন অর্থ ও ভাব নিয়ে বিকশিত হয়েছে বাঙালীর সমাজে। পূর্বোক্ত প্রবাদগুলির সঙ্গে এইগুলির বিরোধ নেই ভাবের দিক থেকে; কিন্তু ভাষাগত দিক থেকে 'Langue' এবং 'Parole' এর দ্বন্দ্ব বর্তমান। এটাই স্বাভাবিক। সমাজের এবং সংস্কৃতির উপসৌধে (super structure) বিরোধ প্রবলতর, কিন্তু পরিনামে একটি সামঞ্জস্য ও সমন্বয় বিধানই সমস্ত মানব সৃষ্টির ধর্ম। কারণ লোকতত্ত্ব আমাদের উন্নত সমাজ রচনার ও সংহতির একমাত্র শক্তিশালী উপকরণ ও সঞ্চারক।

আলোচ্য নিবন্ধে আমি এটাই প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছি যে বিশ্বের যে কোন সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও সমাজ কাঠামো বিশ্বের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ও সমাজ-কাঠামোর সঙ্গে অভিন্ন। যদিও কিছু মৌলিক পার্থক্য ও বিরোধ বর্তমান। তবুও বিরোধের সীমানা অতিক্রম করে এক বিশ্বজনীন ভাব-সাগরের মোহনার দিকে সে যাত্রা করে। চাকমা প্রবাদ আলোচনায় চাকমাদের জাতি পরিচয় ও সমাজ-বিস্তারের পটভূমিতে তাদের প্রবাদ-মালার বিভিন্ন দিক আলোকিত করার প্রয়াস পেয়েছি।

ভারতের কোমসমাজ কি ভাবে সমাজের সংশ্লেষ ও বিশ্লেষের সূত্র ধরে বিরোধ ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে উন্নত সমাজজীবনের দিকে এগিয়ে চলেছে এই আলোচনায় তারও ইঙ্গিত আছে। ভারতবর্ষ বিচিত্র সংস্কৃতির এক বিশাল দেশ। এই দেশের জনগোষ্ঠীর যেমন বৈচিত্র্য আছে, তেমনি বহু বর্ণরঞ্জিত এর সংস্কৃতি ও সভ্যতা। এই উপমহাদেশের (ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ) সংস্কৃতিও এক অখণ্ড ঐক্য সূত্রে বিধৃত। রাজনৈতিক বিরোধ ও ভৌগলিক বিচ্ছিন্নতা মাঝে মাঝে আমাদের বিচলিত করলেও, এর অন্তর্নিহিত ঐক্যসূত্র এই উপমহাদেশের জনজীবনকে এক বৃহত্তর ভাবগত অখণ্ডতায় আবদ্ধ করেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায় :

কেহ নাহি জানে, কার আহ্বানে

কত মাহুষের ধারা,

দুর্বার শ্রোতে এল কোথা হতে

সমুদ্রে হল হারা।

এই জনসমুদ্রে যুগে যুগে অগণিত জনশ্রোত মিশেছে, মিশেছে।

গ্রন্থপঞ্জী :

১. রায়, নীহাররঞ্জন : বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)/
কলিকাতা/১৩৫৬
২. দে, স্মৃশীলকুমার : বাংলা প্রবাদ/২য় সংস্করণ/কলিকাতা
৩. ভট্টাচার্য, আশুতোষ : বাংলার লোকসাহিত্য/ষষ্ঠ খণ্ড/
কলিকাতা/১৩৭২

৪. সেন, সত্যরঞ্জন : বাংলা লোকসাহিত্য/১ম খণ্ড/কলিকাতা
প্রবাদ-রত্নাকর/কলিকাতা/১৩৬৪
৫. লঙ, জেমস (রেন্ডাল) : প্রবাদমালা/কলিকাতা/১২৭২
৬. চৌধুরী, গোপালদাস
ও
সেন, প্রিয়রঞ্জন : প্রবাদ-প্রবচন/কলিকাতা
৭. ভৌমিক, নির্মলেন্দু : বাংলা ছড়ার ভূমিকা/১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে/
কলিকাতা/১৩৮৬
৮. ইসলাম, মম্বহারুল : ফোকলোর পরিচিতি এবং লোকসাহিত্যের
পঠন-পাঠন/ঢাকা/১৩৮০
৯. চক্রবর্তী, বরুণকুমার : বাংলা প্রবাদে স্থান-কাল-পাত্র/
কলিকাতা/১২৭২
১০. চক্রবর্তী, শশিমোহন : শ্রীহৃষ্টি প্রবাদ প্রবচন/কলিকাতা/১২৭০
১১. পাঠান, মোহাম্মদ হানীফ : বাংলা প্রবাদ পরিচিতি/ঢাকা/১৩৮২
১২. সেন, স্মৃকুমার : ভাষার ইতিবৃত্ত/কলিকাতা/
১৩. শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ : বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত/ঢাকা/১৩৮০
১৪. বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ : বাংলা ভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিকথা/
প্রথমাংশ/১২৭৫
১৫. চাকমা, স্মৃগত : চাঙমা বাঙলা কথাতারা/বাঙ্গাঘাটি/পার্বত্য
চট্টগ্রাম/১২৭৩

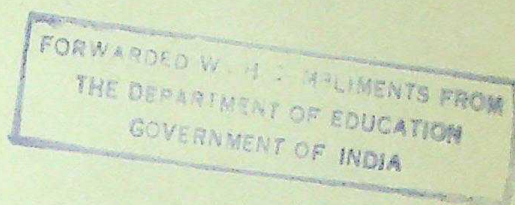
১৬. হক, এনামুল : চট্টগ্রামী বাঙ্গালার বহুশব্দেদ/চট্টগ্রাম/১৯৩৫
১৭. সিদ্দিকী, আব্দুর রসিদ : চট্টগ্রামী ভাষাতত্ত্ব/চট্টগ্রাম
১৮. ঘোষ, বিনয় : বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব/
কলিকাতা/১৩৮৬
১৯. সান্তার, আবদুস : আরণ্য জনপদে/ঢাকা/১৩৭৩
২০. ঘোষ, সত্যীশচন্দ্র : চাকমা জাতি
২১. দেওয়ান, বিরাজমোহন : চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত/বাক্সামাটি/১৩৭৬
২২. Long, Rev. James : Oriental Proverbs/Edited by Dr.
Mahadev Prasad Saha/Calcutta/
1956
২৩. _____ Two thousands Bengali Proverbs
illustrating Native life and feeling
among Ryots and Women/Calcutta
1872
২৪. Phayre, A. P. : History of Burma/London/1883
২৫. Harvey, G. E. : History of Burma/London
২৬. Grierson, G. A. : Linguistic Survey of India/
Vol. III/3, Calcutta.
২৭. Hutchinson, R.H.S. : An Account of the Chittagong
Hill Tracts/Calcutta/1909
২৮. Lewin, T. H. The hill tracts of Chittagong and
the dwellers therein/Calcutta/1870
২৯. _____ Fly on the wheel/London.
৩০. Bernot, L. D. : Les khyang Des collines de chitta
gong/plon, Paris/1958
৩১. Chandhuri, S. S. - Notes on the Chaks in Census of
India/vol. I/1931

৩২. Levi-strauss, C. : Miscellaneous notes on the Kuki,
Man/December/1951
৩৩. _____ : Structural Anthropology/New
York/1963
৩৪. _____ : Theory on Kinship and Marriage/
J. P. B. De Josselin De Jong/
Leiden/1952
৩৫. Krappe, A. H. ; The science of Folklore/New York/
1964
৩৬. Duades, Alan : The Study of Folklore/London
৩৭. _____ - Analytical Essays in Folklore/The
Hague/1975
৩৮. Propp, V. : Morphology of the Folktale/
Austin/1971
৩৯. Maranda, Elli Kongas
and Maranda, Pierre : Structural Models in Folklore and
transformational Essays / The
Hague/1971
৪০. Leach, Edmund : The structural study of myth and
Totemism/London/1976
৪১. Handoo, J. : Current trends in Folklore/Mysore/1978
৪২. Wood, W. A. R. : A History of Siam/London/1926

পত্র-পত্রিকা :

৪৩. গোমতী/প্রথম বর্ষ/দশম সংকলন/আগরতলা/১৩৮১/সম্পাদক :
স্বপন সেনগুপ্ত [চাকমাদের আদিবাসভূমি/হুলাল চৌধুরী ও
বৌদ্ধধর্ম : বাংলা ও ত্রিপুরার/ড: হাইনজ বেষ্ট
ঔষ্টব্য]

৪৪. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা / কলিকাতা / ১৩০২—১৩২৬ বঙ্গাব্দ / বঙ্গীয়
সাহিত্য পরিষদ
৪৫. বাংলা একাডেমি পত্রিকা/ঢাকা/১৩৮০-৮৫ বঙ্গাব্দ
৪৬. লোকসংস্কৃতি/একাডেমী অব ফোকলোর/কলিকাতা/১৯৭০-১৯৮০
খ্রীষ্টাব্দ। সম্পাদক : ডঃ ছলিল চৌধুরী
৪৭. Structural Analysis in the Humanities./Social Sciences :
4/1979/USSR/Academy of Sciences.
৪৮. Proverbium/Helsinki/23/1974
৪৯. International Journal of Dravidian Linguistics/Vol. V/
No. 1/1976 University of Kerala/Trivandrum
৫০. Journal of the Folklore Institute/vol. III No. 13/1966
৫১. Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal/No. 27/
1931
৫২. Geographical Review/vol. III/1940 and vol. : LVI/
No. 3/1956

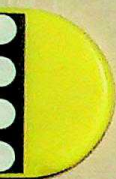


চাকমা প্রবাদ সংকলন

- * সমীক্ষা ক্ষেত্র : পার্বত্য চট্টগ্রাম/বাংলাদেশ
কাল : ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধ
- * সমীক্ষা ক্ষেত্র : ত্রিপুরা/ভারত
কাল : ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্ধ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সমীক্ষা সহায়ক : শ্রীবন্ধিমচন্দ্র দেওয়ান, শ্রীপ্রভাত
চাকমা, শ্রীসুগত চাকমা, শ্রীসলিল রায় ও ডাঃ
ভগদত্ত খীসা, শ্রীসমিতাভ চাকমা, (পার্বত্য
চট্টগ্রাম)। শ্রীগ্রামগোপাল সিংহ, শ্রীপ্রদীপকুমার
ভট্টাচার্য, ডাঃ বুদ্ধদত্ত মহাধেবো, শ্রীমোহিণীমোহন
চাকমা, শ্রীউদয়শঙ্কর চাকমা, শ্রীমতী মণিকা
তালুকদার (ত্রিপুরা)।



১. দাগ্‌অ কথা ফেলা ন যায়।
ডাকের বচন ফেলনা নয়। অর্থাৎ ডাকের কথা বহু পরীক্ষিত
সত্য এবং সব সময় ঐগুলির যথার্থতা প্রমাণিত হইবে।
২. যে পেক্‌খুঅ উরিব, বাঅত্‌ ফরুফরায়।
যে পাখী উড়বে, সেটা ছোট অবস্থাতেই বাসায় ফরু ফরু করে।
ইংরেজী প্রবাদ, 'Morning shows the day.'
৩. অত্তে খাং, আরঅ জুনত্‌ উধে।
যা খুব প্রিয়, তা আবার জুম ফেতে অমনিই হয়। বাংলা প্রবাদ,
'কাঙাল ভাত খাবি? না—হাত ধোবো কোথায়?'
৪. পেত্তুয়া ফিড়িঙ্‌ ধরি ন পেলৈ, 'সাধু'!
পেট মোটা ফিড়িঙ্‌টা ধরা না গেলে,—'সাধু! সাধু! অর্থাৎ 'যা
ছেড়ে দিলাম—ধর্মার্থে'। বাংলা প্রবাদ, 'উড়ো থৈ গোবিন্দায়
নমঃ।'
৫. সিবিদি খেই জিল্‌ খা অহলে, দই পিলা দেলে দরু গরে।
চূণ খেয়ে যার জ্বিভে ঘা হয়েছে, দইয়ের হাঁড়ি দেখলেও তার ভয়
করে। বাংলা প্রবাদ, 'ঘর পোড়া গরু, সিঁহুরে মেঘ দেখলে
ভয় পায়।'
৬. যে কুগুর্‌অ লেজ বেঙা, চুমাত্‌ ভরৈলেয়্য উজু ন অহ্য।
যে কুকুরের লেজ বাঁকা, বাঁশের চোঙ্গায় ভরে বেথে দিলেও তা
আর মোজা হয় না। বাংলা প্রবাদ, 'ময়লা যায় না ধুলে, স্বভাব
যায় না মলে।'
৭. আহ্‌ত্‌ পুত্তে কুজু পাদা ধরে।
কচুপাতা গায়ে লাগলে চুলকোয়; কিন্তু হাত যখন পোড়ে তখন
একটুখানি ঠাণ্ডার জন্তে লোকে ঐ কচুপাতাও ধরে দেখে।
ইংরেজী প্রবাদ, 'Necessity knows no law.'

৮. মইলার গাজ্ কাবদে ভাগিনায় সজ্ পায়।

মামায় যখন গাছ কাটে তখন ভাগ্নের মনে হয়, গাছটা খুব নরম।
এর ভাবার্থ হলো : অভিজ্ঞ লোককে অনায়াসে কাজ করতে দেখে
অনভিজ্ঞেরা মনে করে কাজটা বুঝি খুব সহজ।

৯. চিগোন বারেঙ্ ঙ্গু অ লরে চরে।

যে বারেঙ্* অর্থাৎ টুকরিটা ছোট, সেটাকেই বার বার এক জায়গা
থেকে আরেক জায়গায় সরানো হয়ে থাকে। অর্থাৎ দলের মধ্যে
যে বয়সে সব চেয়ে ছোট তাকেই সব সময় সকলের ফাই করমায়েস
খাটতে হয়।

১০. ন জিহ্মা কুগুরর্ খাঙ্গাডি দাওর্।

কামড়া কামড়িতে যে কুকুর পারে না, তারই ঘেউ ঘেউ কিস্ত শোনা
যায় সব চেয়ে বড় গলায়। বাংলা প্রবাদ, 'বিষ নেই তার
কুলোপানা চকোর'।

১১. এহ্দঅ ঘা পাদা অমুধ !

হাতীর ঘা হয়েছে; তার ঔষধ কিনা—পাতা! প্রয়োজনের
তুলনায় প্রাপ্তির পরিমাণ অতি নগণ্য হলে চাকমারাই এই প্রবাদ
বাক্যটার প্রয়োগ করে থাকেন।

১২. যেত্তমান্ দেবা কালা সেত্তমান্ ন আনে।

যত বড় মেঘ দেখা যায়, সে পরিমাণে বৃষ্টি হয় না। বাংলা প্রবাদ
'যত গর্জে তত বর্ষে না।'

১৩. নাবিত্ দেলে নকুনি বারে।

নাপিত দেখলে নখের কোণা বাড়ে অর্থাৎ কাজের লোক দেখলে
সকলের ইচ্ছে হয় কাজ করিয়ে নিতে।

১৪. মাধা নেই কানাহ্ গরাগরি !

মুণ্ড না থাকলে ধড়টা গড়াগড়ি যায়। অর্থাৎ ঘর গেরস্থালী কিংবা
যে কোন ব্যাপারে কর্তা না থাকলে সমস্ত কিছু বিপর্যস্ত হয়ে
পড়ে।

* ধান রাখবার বেতের টুকরি, একটাতে প্রায় সোয়া মণ ধান ধরে।

চাক্ৰমা প্রবাদ

১৫. গাদত্ ন আদে গুই, কুলা লেজত্ বানে ।

এমনিতে গোদাপটা ঢোকায় মত প্রশস্ত নয় গর্তটা, তার উপর তার ল্যাঞ্জে কুলো বাধা । বাংলা প্রবাদ, 'আপনি শুতে ঠাই পায় না, শব্দরাকে ডাক ।'

১৬. এহ্দ্ আ ছুগেলে মোচ্ছ পারা ।

হাতী শুকোলে খোসের পারা—অর্থাৎ ধনীরাঘরে অবস্থা বিপর্যয় ঘটলেও সাধারণ গৃহস্থের চাইতে অনেক সম্পন্ন ভাবে থাকে । বাংলা প্রবাদ, 'হাতী মরলেও লাখ টাকা ।'

১৭. নিত্য কাপ্তে গাচ্ছুয় পরে ।

নিত্য কাটতে গাছ পড়ে । এর ভাবার্থ হলো : কারো কাছে কিছু পেতে হলে রোজ ধর্গা দিলে তার মন ভেজানো যায় কিংবা নিত্য কাণ ভাঙ্গানি দিলে কারো বিরুদ্ধে কারুর মন বিবিয়ে দেওয়া যায় ।

১৮. আহ্জার কুবঅ ন এক কুবে চলি ।

হাজার কোপে কাটা নৌকো এক কোপেই চেলা কাঠে পরিণত হতে পারে । অর্থাৎ যে কোন ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কাজ সামান্য ভুলে পণ্ড হয়ে যেতে পারে ।

১৯. গিরস্তর সেদাম্ বুকি চুরে তিন বক্চা বানে ।

গেরস্তের দৌড় বুঝে চোর তিন বোঁচকা বেঁধে সব কিছু চুরি করে নিয়ে যায় । অর্থাৎ গেরস্ত উদাসীন অথবা অসাবধান হলে দাসী-চাকরেও কাজে ফাঁকি দিতে থাকে । আর বাড়ীর এটা ওটা জিনিষপত্রও সরাতে শুরু করে ।

২০. ভাঙা থেঙান্ গাদত পরে ।

ভাঙ্গা পা-টাই গর্তে পড়ে । অর্থাৎ খোঁড়া পা খানায় পড়ে ।

২১. শুন্না কখালই ছুন্না ন বেরেচ্ ।

শোনা কথা নিয়ে ছুনিয়া বেড়িয়ে না ।

২২. নহ্ পা—দে এহ্দ্ অ মানে, ঘরা-অ মানে ।

যতক্ষণ না পাচ্ছে, ততক্ষণ পাবার জন্য লোকে হাতীও মানত করে, খোঁড়াও মানত করে । সংস্কৃতে প্রবাদ আছে : 'যেন

চাকমা প্রবাদ

তেন প্রকারেণ কার্যসিদ্ধি বিধিয়তে।' অর্থাৎ যে কোন প্রকারে কার্য সিদ্ধ করে নেওয়াই বিধি।

২৩. ঘরঅ উন্দুরে বের্ কামারায়্

ঘরের ইঁদুরেই ঘরের বেড়ায় কামড় দেয়। বাইরের ইঁদুর কামড়াতে আসে না। অর্থাৎ গেরস্থের দুর্বলতা আর ছিদ্রপথের সন্ধান অপরকে জোগায় নিজের ঘরের লোকেই। বাংলা প্রবাদ, 'ঘর শত্রু বিভীষণ।'

২৪. ছাজ্ ভান্জে গাল্ খজরায়্।

সুসিদ্ধি ভাত, তবু বলে গালে ফুটছে। বাংলা প্রবাদ, 'সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়।'

২৫. পাগলী পুআব ওহ্লঅ মোল্।

পাগলীর ছেলেটা হোল আর মোল। প্রায়শ্ছেই পরিসমাপ্তি।

২৬. লরানায়্ মরানায়্ ছঙ্।

এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পুনর্বসতি নেওয়া, আর মরা একই কথা।

২৭. মিদা মুএ ভিদা তুলে।

মিষ্টি মুখে ভিটে ছাড়া করা যায়।

২৮. ছুজ্ ভরাদে খুরোল্ ভরায়্।

সুঁচ ঢোকাতে ঢোকাতে কুড়ল ঢোকায়। বাংলা প্রবাদ, 'বসতে পেলো শুতে চায়।'

২৯. আহ্দঅ বাঙরী থেবরক খায়।

হাতের খাড়ু ঠোঁটের খায়, অন্তের সঙ্গে ঠোঁটার্ছকি হবে তার আর কী কথা?

৩০. তেবা পানিয়ে ঘরা ভরে।

চুইয়ে পড়া ফোঁটা ফোঁটা পানিতেও কলসী পূর্ণ হয়। বাংলা প্রবাদ, 'বাই কুড়িয়ে বেল।'

৩১. আহ্দিব্ পণ্ডিতে ইজা মাধাৎ ঘু।

অতি পণ্ডিত তাই চিংড়ী মাছের মাধায় শু। বাংলা প্রবাদ, 'অতি চালাকির গলায় দড়ি।'

৩২. লাগত্ ন গায়দে জাগাত্ খাচ্চ য়ায়্ ।
শরীরের যে জায়গা হাতে নাগাল পাওয়া যায় না, চুলকানিটা উঠে
ঠিক সে জায়গায়। দরকার অথচ জিনিষটা রয়েছে নাগালের
বাইরে, এই অবস্থায় এ প্রবাদ বাক্য প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।
৩৩. লেই কুণ্ডরে বেই উধে ।
কুকুরকে লাই দিলে মাথায় উঠে ।
৩৪. একদিনে জার্ কাল্ ন যায় ।
শীতকালটা একদিনে যায় না। বাংলা প্রবাদ, 'এক মাঘে শীত
যায় না।'
৩৫. চিলঅ দরে কি কুরা ছ ন পুঝে ?
চিলের ভয়ে কি কেউ মুরগী পোষে না? অর্থাৎ কোন কাজে
লোকমানের ভয় আছে বলে কি তা করতে হবে না?
৩৬. মেরঅ দরে বান্দর্ নাজে ।
মারের ডরে বান্দর নাচে অর্থাৎ মারের ভয়ে অপরাধী আবোল
তাবোল অনেক কিছু বলে থাকে।
৩৭. সাদাঙা কলে আদাঙা উরে ।
সৎমা বলতে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া।
৩৮. ধান নেই খের্ কি ঝাঝাঝি ?
যে খড়ে আর ধান নাই, তা ঝাড়াঝাড়ি করে আর কী হবে?
অর্থাৎ যে কাজে কোন প্রত্যাশা নেই, সে কাজ করা বৃথা।
৩৯. অহ্ লিবে কায্য নাঝা ।
অবহেলায় কার্য নাশ হয়।
৪০. মনে কুলেলে, ধনে কুলায়্ ।
যে কোন ব্যাপার সমাধা করতে গেলে মনে দৃঢ় সংকল্প থাকলে পয়সা
কড়িরও অকুলান হয় না।
৪১. মু পীরা বুল্ ভাত ।
মুখের পীড়ায় রোগীকে যেন ঝোল ভাত খেতে দেওয়া হয়েছে।
খুব মুখরোচক অর্থে এই প্রবাদ বাক্য ব্যবহৃত হয়।

৪২. চোগঅ লুভে বৌ মাগে ।

বিয়ে কর্তে চায় শুধু চোখের লোভে । আমলে পুরুষহীন ।
বিশেষ করে এটার প্রয়োগ হয়ে থাকে যখন ছেলেপিলেরা খেতে
পারবে না তবু বেশী নেবার বায়না ধরে ।

৪৩. চিগোন্ মুরিচ ঝাল্ বেজ্ ।

ছোট জাতের লঙ্কায় ঝাল বেশী হয় । মাহুষের মধ্যেও গায়ে গতরে
যারা ছোট, সচরাচর তাদের দাপট বেশী হয়ে থাকে ।

৪৪. ষণ্ডদা ভিদিরে কণ্ডদা ।

ঘোমটার ভেতরে যত বাঁকা ঠাট্ । বাংলা প্রবাদ, 'ঘোমটার
ভেতর খেমটা নাচ ।'

৪৫. সার গল্যে, পার্ গরে ।

সার কাজ করলে, পার করে অর্থাৎ বিপদ উত্তীর্ণ হওয়া যায় । ধর্মীয়
অর্থে, পরকালে মুক্তি লাভ ঘটে ।

৪৬. যেমন তানা, তেমন পজ্যান্ ।

যেমন টানা, তেমন পোড়েন ।

৪৭. কথায়্ কথায়্ বিয়েই পেদত্ ভাত নেই ।

কথায় কথায় বেয়াই-এর পেটে ভাত পড়ে না । গল্প শুভবে মস্ত
থাকতে অতিথিকে খাবার দিতে দেবী হয়ে গেলে, চাকমাক্সা
সচরাচর এই প্রবাদ বাক্যটার প্রয়োগ করে থাকেন ।

৪৮. আমনঅ আন্দাজ পাগলে বুঝে ।

নিজের আন্দাজ [ভালো] পাগলেও বোঝে ।

৪৯. যে নত্ উধে সে ন পানি ঈজে ।

যে নৌকায় উঠে, সে নৌকার পানি সেচে । সাধারণতঃ এটার
প্রয়োগ হয়ে থাকে মেয়েদের বেলায় । বিয়ের পরে শশুরবাড়ী
মেয়েদের নিজের ঘরবাড়ী হয়ে যায় । তখন তারা সেই বাড়ীর
স্বার্থরক্ষা করেই চলে ।

৫০. ছাগল মুত্তে ধৰ্ ।

ছাগল ধরবে, যখন সেটা প্রস্রাব করতে দাঁড়ায়। ঠিক স্বযোগ বুঝেই স্থবিধা আদায় করে নিতে হয়।

৫১. ঘর পড়লে, ছাগলে উঠরে।

ঘর পড়ে গেলে ছাগলেও মাড়িয়ে যায়। অর্থাৎ অবস্থা বিপর্যয়ে ঘটলে যার তার কাছে লাগি-কাঁটা খেতে হয়। বাংলা প্রবাদ, 'হাতী যখন খেদায় পড়ে, চামচিকেও লাগি মারে।'

৫২. বুঝা বান্দরের গাজত্‌উধে।

বান্দর বুড়ো হলেও গাছে চড়ে। অর্থাৎ স্বভাব, যার না মলে।

৫৩. বিলেই নেই খরত্‌ উন্দুরত্‌ দব্দবা।

যে ঘরে বেড়াল নেই সে ঘরে ইঁদুরের দব্দবা হয়ে থাকে। তেমনি যে ঘরে শাশুড়ী নেই, সে ঘরে বো-ঝিদের দব্দবা এবং যেখানে কর্তা অনুপস্থিত সেখানে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও অধীনস্থদের স্বাধীনতা লাভ হয়ে থাকে।

৫৪. ভাত নেই ঘরত্‌ কোলত্‌ বাঝা।

নিরস্ত্রের ঘরে ঝগড়ার বাসা, অর্থাৎ নিত্য কলহ।

৫৫. ছজ্‌ কাবরে উতল্‌ দাঙুর।

কাছা টিলে দিয়ে কাপড় পড়লে কোষ বড় হয়। অর্থাৎ 'লাই দিলে মাথায় উঠে।'

৫৬. খেই পাল্যে বাবত্‌ নাঙ্‌।

ভালো ভাবে খেতে পরতে পারলে বাপের সুনাম হয়ে থাকে। বাংলা প্রবাদ, 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম।'

৫৭. বিলত্‌ ধানল্‌ই বান্দর রাজা।

বিলের ধানে বান্দর রাজা। অর্থাৎ 'পরের ধনে পোকারী।'

৫৮. বেজা গরু দাত্‌ চেলে কি অহব্‌?

বিক্রী করা গরুর দাঁত দেখে কি হবে? সংস্কৃতে প্রবাদ আছে, 'গতস্ত শোচনা নাস্তি।' ইংরেজী প্রবাদ, 'Let by gone, be by gone.'

৫৯. বনঅ বাঘে নহ্ খাদে, মনঅ বাঘে খায়।
বনের বাঘে খাবার আগে মনের বাঘে খায়। অর্থাৎ সত্যি সত্যি
বিপদ আসার আগেই মানুষ দুশ্চিন্তায় জর্জরিত হয় বেশী।
'Towards die many times before their death.'
৬০. যা সুদা তে কাদে।
যার স্মৃতি তাকে নিজেকেই কাটতে হয়। অর্থাৎ নিজের
চরকায় তেল দিতে হয় নিজেকেই।
৬১. আল্জি মান্জ্যর বন্ পঝা।
অলস মানুষের স্বভাব বড় বোঝা নেওয়া। কবেই আবার আসবো,
একবারেই নিয়ে যাই।
৬২. মূর্খ বৈজ্ঞ যম সম।
মূর্খ বৈজ্ঞ যমের সমান।
৬৩. কামঅ দরে ফগির।
কেহ কেহ কাজ করার ভয়ে ফকির সাজে।
সব ফকিরই ফকির নয়।
৬৪. এহ্ এলে গাজ্ তগাতগি।
হাতি এলে তারপর গাছ খোঁজাখুঁজি করে, প্রাণ বাঁচাবে বলে।
অর্থাৎ বিপদ একেবারে সামনে এলে, তখনই শুধু মুক্তির উপায়
খোঁজা নির্বুদ্ধিতার কাজ। বাংলা প্রবাদ, 'মৃত্যুকালে
হরিনাম!'
৬৫. ঝিয়্যরে মারি বৌ রে শিগায়।
মেয়েকে মেয়ে বৌকে শেখাতে হয়।
৬৬. বেজ্ খেদঅ চলে অল্লয়া লগত্ ন পায়।
বেশী খেতে চাইলে অল্পও ভাগে পড়ে না। বাংলা প্রবাদ, 'অতি
লোভে তাঁতী নষ্ট।'
৬৭. সাদ্ অঝায়্ পুআ মরে।
সাত ধাইএ ছেলে মরে। বাংলা প্রবাদ, 'অধিক সন্ন্যাসীতে
গাছন নষ্ট।'

৬৮. অহরিঙ অ লগে চঙরা পাগল !

হরিণের দেখাদেখি সন্ধ্যাও উতলা। অসম বয়সী অথবা অসম অবস্থার লোককে কোন কাজ করতে দেখে, নিজের পক্ষে তা বেমানান হলেও অপরে করতে চায়; এই প্রবাদ বাক্য বলে তাকে হুঁশিয়ার অথবা বারণ করা হয়ে থাকে।

৬৯. যে কুঁরিয়ে বদা পারে, তা পুনেই জানে।

যে মুরগীতে ডিম পাড়ে, তার পোঁদেই জানে। অর্থাৎ বাড়ীতে যিনি টাকা পয়সা রোজগার করে এনে সকলের স্বর্থ শান্তি বিধান করেন, তিনিই জানেন শুধু তাঁর দুশ্চিন্তার খবর। অতেরা জানতেও পারে না।

৭০. আহ্রায়্দে মাচ্ছুয়া দাঙর্।

যে মাছটাকে গাঁথা গেল না, মনে হয় সেটাই বুঝি সব চেয়ে বড় ছিল।

৭১. মান্নজ্ বুঝি পুগিয়ে কামারায়।

মান্নব বুঝে পোকায় কামড় দেয়। অর্থাৎ মান্নবটার দোঁড় বুঝে কুলোকে তার অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করে।

৭২. ফেল্যা ছেপ্ ফুদা তুলি ন খায়।

খুখু ফেলে কেহ আর তা তুলে খায় না। অর্থাৎ যে জিনিষ একবার দিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেটা আর ফেরত নিতে নেই।

৭৩. এক্ আহ্দ্দে মাজ্যা শেল্ দি আহ্দ্দে খুয়েই ন পারে।

এক হাতে নিক্ষেপ করা শেল যতদূর গিয়ে গাঁধে, দুহাতেও তখন তা' টেনে তোলা যায় না। কথাটার অর্থ হলো, সহজে কারোর অনিষ্ট করা যায়, কিন্তু শত চেষ্টাতেও তার আর প্রতিকার করা সম্ভব হয় না।

৭৪. মিলা রেফ্ফস্ পিলা দাঙর্।

জীলোক পেটুক হলে বড় হাঁড়িতেই রান্না চাপায়।

৭৫. অবিত্তনে রাজারে চর্যায়।

লোকে রাজার অহুপস্থিতিতে নিন্দে করে থাকে। বাংলা প্রবাদ, 'পেছনে রাজার মাকেও ভাইনি বলে।'

৭৬. রাজ্ ভুল্ কাজ্ ভুল্।

রাজাদেরও এক ধরণের রাজ বোকামি থাকে। অনেক কিছু সাধারণ স্তরের মানুষ যা জানে, রাজার হয়ত সে সব জানার সুযোগই হয় না। ভাতের অভাবে প্রজাদের সাদা পোলাও খেতে পরামর্শ দেবার কথা সুবিখ্যাত।

৭৭. পুনঅ আন্দাজ্ বুঝি চাল্যা গিলে।

গুহুদ্বারের পরিধির আন্দাজ বুঝে আঁটি গিলতে হয়। অনেকে অনেক ফল আঁটিগুহু গিলে খায়। যেহেতু আঁটি হজম হয় না, তাই পরে আঁটিগুলো গুহুদ্বার দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় অনেকের প্রাণান্ত হয়। ভাবার্থ—হজম শক্তির অতুপাতে অধিক খাবার খেলে, শেষে প্রাণান্তকর কষ্টভোগ করতে হয়। বৈষয়িক ক্ষেত্রেও সাংখ্যের অধিক দায় দায়িত্বভার কাঁধে নিলে শেষরক্ষা করা সম্ভব হয়ে উঠে না।

৭৮. মুঅ গুণে বেঙ্ মরে।

মুখের গুণে [দোষে] ব্যাঙ্ মারা পড়ে। অর্থাৎ ব্যাঙ্ তাকে বলেই সাপ তাকে খুঁজে পায়। বাংলা প্রবাদ, 'বোবার শব্দ নেই।'

৭৯. ঘাট পার্ অহ্লে ঘান্তল্যা শালা।

ঘাট পার হলে ঘাটের মাঝি শালা। অর্থাৎ কার্যসিদ্ধি হলে কেউ আর উপকারীর কথা স্মরণে রাখে না।

৮০. এক কুবে গাঁজ ন পরে।

এক কোপে গাছ কাটে না। অর্থাৎ একবারের প্রচেষ্টায় কার্যসিদ্ধি হয় না, বিশেষ করে কারো মন ভেজাতে হলে।

৮১. যা ছুবুয়া তার্ মেয়্যা।

যার ছেলে, তার প্রতি তার বিশেষ মায়া। কথাটা মানুষ থেকে পশু পাখি সবার উপর প্রযোজ্য।

৮২. গুরা লই বুরা,—ছুঙ্।

শিশু আর বৃদ্ধে সমান, ব্যাখ্যা নিপ্রয়োজন।

৮৩. গুজ্জ ন খেলে, উজ্জ ন খায়।

গুজ্জ অর্থাৎ কাছা না থাকলে হুঁস থাকে না। বলা বাত্বেল্য মেয়েদের লক্ষ্য করেই কথটা বলা হয়ে থাকে।

৮৪. ধান সে ধন।

অর্থাৎ ধানই সেরা ধন।

৮৫. ফাদা কানিত্ সোনা থায়।

ছেঁড়া তাকড়াতেও সোনা থাকে। অর্থাৎ গোবরেও পদ্মফুল কোটে।

৮৬. বাজারঅ কলাছড়া বেগে মূল্যায়।

বাজারের কলার ছড়া সবাই দর দাম করে দেখে। ভাবার্থ, মেয়ে-ছেলে বিয়ের খোঁগা হয়ে উঠলে, যে কেউ তার জন্তে সখস্ব নিয়ে আসতে পারে।

৮৭. বিনা বাতাজে পাদান লরে।

বিনা বাতাসে পাতা নড়ে না। অর্থাৎ কারণ বিনা কার্য হয় না।

৮৮. দশদিন খায় একদিন ধরা পড়ে।

দশদিন চুরি করে, একদিন ধরা পড়ে। কথটা বিশেষ ভাবে চোরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৮৯. লুরঅ ছুগর্ চালত্ উধিলে ঘুবঘুবি দাঙর্ অহয়্।

খোঁয়াড়ের শুয়োর চালে উঠলে তার 'ঘোঁৎ ঘোঁৎ' বড় হয়। অর্থাৎ কিনা ক্ষুদ্র অবস্থা থেকে হঠাৎ বড়লোক হয়ে উঠলে তার দেমাক বড় হয়। বাংলা প্রবাদ, 'অ-ধনীর ধন হলে দিনে দেখে তারা।'

৯০. আহধিক্ পণ্ডিতে পদঅ কুরে আহগে।

অতি পণ্ডিত পায়খানা করে রাস্তার ধার ঘেঁষে। অর্থাৎ পণ্ডিত মূর্থ।

৯১. চাগি চাদে ঝুল্ গুপায়।

চেখে দেখতে ঝোল শুকোয়। বাংলা প্রবাদ, 'ঠগ্ বাছতে গাঁ উজাড়।'

৯২. নিগিল্যা এহ্ দঅ দাত ভরেই ন পারে।

দাঁত বার হওয়া হাতীর দাঁত আর ভেতরে ঢুকানো যায় না।
ইংরেজী প্রবাদ,—‘What is done cannot be undone.’

৯৩. ছুল্লুগঅ ন মুরা উবুরেদি চল।

মল্লকের নৌকো পাহাড়ের উপর দিয়েও চলে। অর্থাৎ সকলের
যৌথ প্রচেষ্টায় যে কোন কঠিন কার্য সাধন করা যায়।

৯৪. অল্প তেলে মরুম্যা ভাজা।

অল্প তেল দিয়ে মুচুমুচে ভাজা হয় না। অর্থাৎ স্বল্প প্রচেষ্টায়
কোন বৃহৎ কার্য সাধিত হয় না।

৯৫. ধারেয়া বালা ন আহজে কিন্বা বালা ধারলে বালা পায়।
বদলা খাটলে বদলা পাওয়া যায়। বাংলা প্রবাদ, ‘যেমন কর্ম
তেমন ফল।’

৯৬. যা ফালত্ তে পরে।

যার ফাঁদ সেই পড়ে। অর্থাৎ পরের অনিষ্ট করতে গেলে নিজের
অনিষ্ট আগে হয়।

৯৭. এগা সয্য তেল্ নয়।

একটা সরষেতে তেল হয় না। অর্থাৎ একতাই বল।

৯৮. ছুয়া পানি লগে পুরাণ পানিয়্য যায়।

নতুন পানি অর্থাৎ বানের জল নেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পুরোনো
জলও নেমে যায়। এর অর্থ, হঠাৎ পাওয়া ধন-সম্পত্তি অকাতরে
ব্যয় হয়, আর সেই ব্যয়ের তাল সামলাতে না পারলে আসল
সম্পত্তিতেও টান পড়ে।

৯৯. ছুচ্যা সমারে দজ্জগত্ যায়।

কুলোকেবর সঙ্গী হলে তাদের সঙ্গে সৎ লোককেও হয়রানি পোয়াতে
হতে হয়। লোকটা ভালো কি মন্দ তখন আর তার বিশেষ
বাছবিচার হয় না। তু. ‘সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে নরকবাস’।

১০০. দি কাক্যা সেরেদি কুককুলুং।

দুই ভেলায় পা দিয়ে দাঁড়ালে ‘ঝপাং’ করে জলে পড়তে হয়।
অর্থাৎ দুই নৌকোর পা দিতে নেই।

চাক্‌মা প্রবাদ

১০১. শিয়াল্যা কাটিল খায়, বুপ্যা মুঅত্‌ আধা।

শেয়াল কাঁঠাল খায়, বোবার অর্থাৎ ছাগলের মুখে আঠা। এটি একটি উপকথার সারমর্ম। এর অর্থ, সেয়ানা লোকে দোষ করে, মজা লুটে; হয়রানি হতে হয় কিন্তু বোকাদের।

১০২. এহ্‌রা পুভে শিকাদি পুরে।

শিকাবাব করার বেলায় মাংস পুড়লে শিকও পোড়ে এর অর্থ, আপন জনকে কষ্ট পেতে দেখলে নিজেরও কষ্ট হয়।

১০৩. কেন্যা ছুজ্‌ গরে, মাল্যা কাবা খায়।

বাচ্চা গুরোট্টা দোষ করে অর্থাৎ ক্ষেত নষ্ট করে, আর খাসী করা গুরোট্টাকে সেই দোষে জবাই করা হয়। ছোট্টর দোষে বড়র শাস্তি।

১০৪. আমনঅ মাধা ফেজা ক্য ন দেখে।

নিজের মাথার ময়লা কেউ দেখে না। অর্থাৎ, নিজের দোষ-ত্রুটি কেউ দেখতে পায় না।

১০৫. পোরঅ মাদি পারত্‌ ক্ষয়।

পুকুর কাটার মাটি পাড়ে দিতেই শেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ, খেয়ে দেয়ে সঞ্চয়ের জন্ম কিছুই আর উদ্ভূত থাকে না।

১০৬. যদঅ ধরু, তদঅ গবরু।

যত গরু তত গোবর। অর্থাৎ, সংখ্যায় বেশী হলে সেই অনুপাতে ঝামেলাও বেশী হয়ে থাকে।

১০৭. গীরঅ নাঙ্‌দি ফগিরে খায়।

পীরের নাম ভাঙিয়ে ফকির খায়। বাংলা প্রবাদ, 'পীরের মাথার কাঁঠাল ভেঙ্গে খাওয়া।'

১০৮. ভাগতুন্‌ উবুজ্যা উগোল্‌ মাজ্‌।

যেন চেঙ্‌ মাছ, তাই কেউ ভাগে নিতে চায় না। এর অর্থ হলো, অকেজো লোককে কেউ কোন কাজে সহায়ক হিসেবে নেয় না।

১০৯. নাক্‌ কান্‌ কাবিলে ছান্নোয়া ভরে।

গুধু নাক আর কান কেটে নিলে চুপ্‌ড়ী ভরে। অর্থাৎ একটা বংশের মধ্যে বহুলোক।

চাক্ষুশ প্রবাদ

১১০. কুজমত্ কুছম্, বানত্ বান্ ।
কুটুস্থিতার উপর কুটুস্থিতা । অর্থাৎ বন্ধনের উপর বন্ধন ।
১১১. আক্কেলে খদারে চিনে ।
জ্ঞান ও বুদ্ধি দিয়ে স্বয়ং খোদাকে চেনা যায় ; অত্ৰ বিষয়ে মাহুষ
জ্ঞানতে পারবে, এ আর বেশী কথা কী ?
১১২. চিলে ছুয়া মাল্যে খেরান্ অহ্লে নেজায় ।
চিলে ছোঁ দিলে কুটোটি হলেও নিয়ে যায় । অর্থাৎ কোন বিপদ
ঘটলে বেশী না হলেও কিছু না কিছু ক্ষতি হবেই ।
১১৩. আদানন্তুন্ কিত্তনঅ চেৎ ।
বোটায়া না ধরে বেগুনের মাঝখান থেকে আরেকটা ছোট্ট বেগুন
বার হবার মত । বাংলা প্রবাদ, 'উড়ে এসে জুড়ে বসা ।'
১১৪. রাজা ইচ্ছায় বাবা কাদে ।
রাজার ইচ্ছায় [হুকুমে] নিজের বাবাকেও কাটতে হয় । বাংলা
প্রবাদ, 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম ।'
১১৫. যে অহ্—ইয্যে পাঁচ কথা ।
যা হয়েছে পাঁচ টুকরো । অর্থাৎ যা' হয়েছে তাই মই ।
১১৬. যা দিনত্ তার ।
যার দিনে তার । অর্থাৎ যার সুযোগ যখন আসে তখন তার
প্রতিপত্তি ।
১১৭. ভাদঅ মাস্যা কুগুরব্যা দোল্ ।
ভাদ্র মাসে কুকুরটাও সুন্দর । অর্থাৎ যৌবনবতী হলে কুশ্লী মেয়েও
সুন্দর দেখায় । বাংলা প্রবাদ, 'যৌবনে কুকুরী ধরা ।'
১১৮. জানিলে সাত্ ভাগ্ সেই পারে ।
জানলে অর্থাৎ বুদ্ধি থাকলে একা সাত ভাগ খাওয়া যায় । অর্থাৎ
বুদ্ধিতে বেশী সুযোগ সুবিধা আদায় করা যায় ।
১১৯. সস্তার তিন্ অবস্থা ।
সস্তা জিনিষ সাধারণতঃ খেলো হয়ে থাকে, আর তা
টেকসইও হয় না । কিংবা সস্তা দরে জিনিষ কিনে হয়ত দেখা
গেল, সেটা চোরাই মাল । তখন আর হয়রানির অন্ত থাকে না ।

১২০. খাদি ভারত, অহ, বহু বাঘ, থায়।
টুকরো টুকরা জঙ্গলেও বড় বাঘ থাকতে পারে। অর্থাৎ,
অজ পাড়া গাঁয়েও বাঘা লোকের সম্ভান মিলতে পারে।
১২১. ভারত, বগা মরে।
ঝড় তুফানে বক মরে। বাংলায় : ঝড়ে পাকা আমের সঙ্গে
কাঁচা আমও ঝরে পড়ে।
১২২. লুয়া লুয়া বাঙরী, লুয়া লুয়া রঙ।
নতুন নতুন চুড়ির নতুন নতুন রঙ আকর্ষণীয় হয়ে থাকে। অর্থাৎ
বৈচিত্র্যের মধ্যোই মানুষ জীবনের আনন্দ খুঁজে পায়।
১২৩. সদরত, আদর্।
ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার মধ্যোই যত আদর আপ্যায়নের ঘট।
১২৪. সুখতুন, সুখ খাল্কুল্যা বাঝা।
সুখের উপর সুখ, আরো চায় নদীর ধারে বাসা। অর্থাৎ চাওয়ার
যেন আর অন্ত নেই।
১২৫. আন্ধা গরু খদা রাঙ্কোয়াল্।
অন্ধ গরুর খোঁদা-ই রাখাল। যার কেহই নাই, খোঁদা-ই তাকে
রক্ষা করে থাকেন।
১২৬. কুয়া কুরি মত্তনি পানি খেই ন পারে।
কুয়ো খোঁড়া মাত্রই জল খাওয়া যায় না। বাংলা প্রবাদ,
'গাছে না উঠতেই এক কাঁদি!'
১২৭. মাঝিয়া ভাত খেইয়ে খালত্ অ জোয়ার এচে।
মাঝিও ভাত খেয়েছে আর খালেও জোয়ার এসেছে। বিভিন্ন
অর্থে এর প্রয়োগ হয়ে থাকে। প্রাথমিক অর্থে, যেমন এই
অপূর্ব স্বযোগ উপস্থিত, যাতে নির্বিঘ্নে পাড়ি জমানো
যায়। তবে সাধারণ ব্যবহারিক অর্থে মাঝি অর্থাৎ কর্তা ব্যক্তি
অবিবেচক হলে এই প্রবাদ বাক্যটি বলা হয়ে থাকে। তার উপর
ভরসা রেখে যারা চলছে, তাদের স্বথ স্ববিধার প্রতি সে সম্পূর্ণ
উদাসীন। তাই শুধু নিজের স্বার্থসিদ্ধি হলেই সে তরী ভাসিয়ে দেয়।

১২৮. পরেয়া চুয়ারত্ গাল ন পাত্য।
পরের চড় নিজের গালে পেতে নিয়ো না। অর্থাৎ অপরের বগড়া
ফ্যাসাদে নিজেকে জড়িত করবে না।
১২৯. ঘাদত্ এইন্যায় নগান্ ছবে।
ঘাটে এসে নৌকাডুবি হয়।
১৩০. চাল্ ফারক্ অহ্লে বাপ্ পর্।
চাল ফারাক হলে, অর্থাৎ পৃথগ্নে বাপও পর হয়ে যায়।
বাংলায়: 'ভিন্ন হাড়িতে বাপ পড়ি'।
১৩১. মা মলে বাপ্ তালই।
মা মরলে বাপ পর হয়।
১৩২. আহ্দঅ পাজ্, আঙুল্ সঙ্ নয়্।
হাতের পাঁচ আঙুল সমান নয়। অর্থাৎ মাছুষ সাহস ও বুদ্ধি-
বিবেচনায় সবাই সমান নয়।
১৩৩. ফেলা ফেলা নাবালেং মাজ্।
নাবালেং এক প্রকার ছোট মাছ। টোপ্ গিলতে পারে না অথচ
টোপ্ খুঁটে খেয়ে, ফাংনা নেড়ে, মাছ শিকারীকে নাজেহাল
করে।
১৩৪. সভা মধ্যে কগরা ভাত।
ভোজের পাতে বাসিভাত পরিবেষণ করার মত; দশ জনের
সামনে গুমোর ফাঁক করে দিয়ে বেইজ্জতি করা।
১৩৫. এক মুয়ে বিয়াল্লিশ ভাজ্।
এক মুখে বিয়াল্লিশ প্রকার কথা বলা অর্থাৎ ঘন ঘন মত পরিবর্তন
করা।
১৩৬. ধাবা মান্জ্য পরাণে কী মরিচ বাত্যা ?
যার যাবার বিশেষ তাড়া, সে কী আর মরিচের চাটনী থাকে ?
তখন ভোজনে, বাক্যালাপে কিংবা ঘট করে পোষাক পরিচ্ছদ
নিতে কালক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই। কারণ বিলম্বে
কার্শনাশ।

১৩৭. চ্য কমিলে কান্জাবা চুলেয়্য দর্ লাগায়্ ।
সাহস হারালে নিজের মাথার চুলও নিজেকে ভয় পাইয়ে দেয় ।
১৩৮. কুরা মুঅত ইজা পজ্যে ।
মুখগীর ঝাঁকে যেন চিংড়ি মাছ পড়েছে । চাকমাদের মধ্যে
মুখরোচক খবর নিয়ে যখন টানাটানি বা লোফালুকি চলে তখন
এই প্রবাদ বাক্যটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে ।
১৩৯. বান্দবঅ নাগত্ জুক্ চুম্যে ।
বান্দবের নাকের ভেতর জোঁক ঢুকলে সেটা অস্থির হয়ে ঘুরে
বেড়ায়, আর ঘন ঘন নাকটা খোঁটে । বিপদগ্রস্ত মানুষও যখন
সেরূপ হত্তে হয়ে ঘোঁরে, অস্থির হয়ে বসতে পারে না, তখন এই
প্রবাদ বাক্যটা বলা হয় ।
১৪০. যাচ্যা ভাত ন খেলে তিন্ পোর্ ছুং উবাস্ যায়্ ।
সাধা ভাত না খেয়ে গেলে বেলা তিন প্রহর পর্যন্ত উপোদী
থাকতে হয় । অর্থাৎ যথা লাভ তাই শিরোধার্য করে নিতে
হয় ।
১৪১. ভারেইয়্যা খেলা ছাড়িয়া যায় ।
ঠকিয়ে জিত্লে সাধারণ বিশ্বাস মতে খেলা আর অনুকূলে থাকে
না । সংসার খেলায়ও ঠকিয়ে জিতে নিলে সেই মৌভাগ্য
দীর্ঘস্থায়ী হয় না ।
১৪২. বুবন্তলে পোরোল্ বুড়া ।
ঝোপের নীচের ধুন্দুল পেকে যায়, কারণ সহজে কারো চোখে
পড়ে না । মানুষও গায়ে গতরে ছোটখাট হলে স্বভাবতই তার
শারীরিক বৃদ্ধি অপরের চোখে পড়ে না । অবশেষে হঠাৎ একদিন
দেখা যায়, তার চুলে পাক ধরেছে । বাংলা প্রবাদ, 'মেঘে মেঘে
অনেক বেলা ।'
১৪৩. উলং আহ্দি বাদালা যা ।
বাদালা যাওয়া ; অর্থাৎ ভাগাভাগিতে ফাঁকিতে পড়া । যখন
ফাঁকিতে পড়ে গেছ তখন নিজের কৌণাটাই চেপে ধরে চলে যাও ।

চাক্ৰমা প্রবাদ

বিলম্ব হওয়ার দরুণ কিংবা অপর কোন কারণে কেউ নিজের প্রাপ্য অংশ থেকে বঞ্চিত হলে এই প্রবাদ বাক্যটি বলে থাকে।

১৪৪. যে গরুবুআ দুধ দেয়, তার লাধিয়া ভাল।

যে গরুতে দুধ দেয় তার লাখিও ভাল। অর্থাৎ যার কাছে আর্থিক কিংবা অন্য যে কোন বিষয়ে সাহায্য পাওয়া যায়, কোন সময়ে সে দুঃকথা মন্দ বললেই বা।

১৪৫. দাদন্তুন ছামি বড়।

বাঁটের চাইতে ছামি বড়। বাংলা প্রবাদ, 'বাঁশের চাইতে কঞ্চি দড়।'

১৪৬. ছুঙঅ লাগত্ ছুঙে পায়।

সমানে সমানেই লাগে।

১৪৭. মিদারু লাভ পিবিরায় খায়।

গুড়ের লাভ পিঁপড়ের খায়।

১৪৮. তিনে সুনজুগে এগন্তর্।

ত্র্যহস্পর্শ!

১৪৯. জুগঅ মুঅত্ ছেই।

জোঁকের মুখে ছাই দিতে হয়। অর্থাৎ উপযুক্ত জবাব দিতে পারলে প্রতিপক্ষের মুখ বন্ধ হয়।

১৫০. এক মুরাতুন, এক মুরা অজল্ লাগে।

এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড় দেখলে সেটাই উঁচু মনে হয়। কবির ভাষায়, 'নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস, ওপারেতে সর্ব স্থখ আমার বিশ্বাস।'

১৫১. বাখঅ উবুরে তাগ্।

বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।

১৫২. এগঅ নষ্ট সর্ব দুঃখ।

দলের মধ্যে একজন নষ্ট মানুষ থাকলে সে একা সকলের জন্তে দুঃখ ভেঁকে আনতে পারে।

১৫৩. আমনন্ত ন, ন থেসে তুন্যা আঙ্কার।

চাক্‌মা প্রবাদ

পরমা কড়ি, ধন সম্পদ নিজের না থাক্‌লে হুনিয়া আধার।

১৫৪. নেই বন্দারে খদায়্‌ মিলায়্‌।

নাই বান্দাকে খোদায়্‌ মিলায়্‌। অর্থাৎ যার কিছু নেই খোদাই তাকে মিলিয়ে দেন।

১৫৫. বাখে মোঝে আহ্—ল্‌।

এতদূর সম্পর্কের তিক্ততা সৃষ্টি হতে পারে, যেমন নাকি বাঘ আর মহিষ এক জোয়ালে জুতে নিয়ে হাল চষতে গেলে যে অবস্থা হবে, ঠিক সেরূপ। বাংলায়, ‘অহি নকুল সম্পর্ক।’

১৫৬. লগে ঘর বাড়ী আপ্‌ বাজ্যা।

সাপনাটিয়ে বেদেদের ঘরবাড়ী সন্ধেই থাকে। অর্থাৎ, ‘চাল চুলোহীন।’

১৫৭. রনুখাঁ আমলঅ মিধা!

রনুখাঁর আমলের মিঠা, অর্থাৎ সুখৈশ্বর্য। রনুখাঁ একজন বিখ্যাত চাক্‌মা সেনাপতি। ১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস যখন ভারতের গবর্ণর জেনারেল তখন ইনি ইংরেজদের আক্রমণ করে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন। তাঁর আমলে চাক্‌মা রাজ্যে সুখ শান্তি সমৃদ্ধির অন্ত ছিল না, যেহেতু তাঁর ভয়ে কোন বহিঃশত্রু রাজ্য আক্রমণ করতে সাহস করত না।

১৫৮. আহ্‌ দঅ কড়ি ঘাদ অ মাজ্‌।

হাতের কড়ি, ঘাটের মাছ, অর্থাৎ সহজ লভ্য বস্তু।

১৫৯. যার বিপদত্‌ তার ঘা।

যার যত ক্ষুদ্র বিপদই হোক তাতেই সে বিব্রত থাকে। এই সময় আবার তার কাছে কোন সাহায্য চাইতে যাওয়া নিব্বর্থক।

১৬০. কুন্তা পরানে ঘী ভাত!

কুকুরের পেটে ঘি-ভাত সয় না।

১৬১. ঝাঝ্‌ বাজ্যেই অহ্‌রিঙ নিগিলায়্‌।

জঙ্গল পিটিয়ে হরিণ বার করতে হয়। তেমনি কোন কিছু জানতে হলে কিংবা প্রমাণ করতে হলে সম্ভব-অসম্ভব সমস্ত জায়গায় হানা দিতে হয়।

১৬২. বলেহ্ আহত্ থিয়েলে বাজার।

এমনি প্রতিপত্তিশালী, উনি যেখানে বসেন সেখানে হাট বসে যায়,
যেখানে দাঁড়ান বাজার হয়ে দাঁড়ায়।

১৬৩. এহ্,রা কুদা গরবুঅ।

মাংস কোটার কাঠখণ্ড, যে মাংসই হোকনা কেন, তার উপরে
রেখেই কোটা হয়ে থাকে। দু-দলের ঝগড়া বিবাদের মাঝখানে
পড়লেও একই অবস্থা।

১৬৪. অন্তে দুমঅ পুআ, আরঅ পুনত্, যু।

এমনিতে ডোমের ছেলে, তার আবার পৌদে শু। এর ভাবার্থ
হলো, ছেলেটা এমনি খুব ক্ষীণ স্বাস্থ্য আর দুর্বল; তার উপর বিপদ
লেগে থাকে ঘন ঘন।

১৬৫. তাল, ফুরেইন্যায়, ধণ্ডা নাজের্।

তাল ফুরিয়ে সঙ, এসেছে নাচতে। অর্থাৎ সময়ে না এসে অসময়ে
কার্যসিদ্ধির জন্তে আসা।

১৬৬. কলির্ ধন যাবাদে যায়।

কৃপণের ধন অমনিই যায়।

১৬৭. পেদত ভুক্ মুঅত্ লাজ!

পেটে ভুখা, মুখে লাজ।

১৬৮. ন দেলে ন লাগে পাপ্।

না দেখলে পাপ স্পর্শ করে না, কোন ব্যাপার স্বচক্ষে ঘটতে না
দেখলে তার জন্তে কারো কাছে কোন জবাবদিহি করতে হয় না।

১৬৯. ধিঙি স্বর্গত্ গেলেয়া বারা বানে।

টেকি স্বর্গে গেলেও বাড়া বাধে [অর্থাৎ ধান ভানে]।

১৭০. চেষ্টায় ছুংখ থণ্ডে।

চেষ্টা করলে ছুংখ থণ্ডন হয়।

১৭১. যা চেষ্টা তার্।

নিজেকেই নিজের জন্তে অর্থাৎ বিপদমুক্তির জন্তে, বাণিজ্যিক কিংবা
পারিবারিক অবস্থার উন্নতির জন্তে চেষ্টা করতে হয়।

১৭২. এহত মরা কুলা ধাগি রাখেই ন পারে ।

মরা হাতী কুলো দিয়ে ঢেকে রাখা যায় না অর্থাৎ যে কোন বৃহৎ ঘটনা-বিপর্যয় কিছুতেই লোকচক্ষুর আড়ালে রাখা যায় না ।

১৭৩. আবি পার্ অহলে পাজি ।

মানুষ আশি বছর বয়স পেরোলে পাজি অর্থাৎ খিটখিটে মেজাজ হয়ে পড়ে ।

১৭৪. মাণিক্যা বাবর্ সিন্দি খানা ।

মাণিকের বাবার সিন্দি খেতে যাবার মত অর্থাৎ যখন গেলে তখন কিছুই আর অবশিষ্ট নেই । ইংরেজী প্রবাদ, 'Late Latif.'

১৭৫. আমনে ঠগিলে বাবরে ন কর ।

নিজে ঠকলে বাপকেও বলতে নেই ।

১৭৬. গুরা মুএ বুরা কথা ।

ছোট ছেলের মুখে বুড়োদের মত কথা । বাংলা, 'ইচড়ে পাকা ।'

১৭৭. খদায় পেদ্ ত্তে ভাদঅ ত্তে ।

খোদা যেমন পেট দিয়েছেন, তেমনি ভাতও দিয়েছেন ।

১৭৮. লক্ষ্মী সীতা কলঙ্কিনী ।

সীতার মত লক্ষ্মী মেয়েকেও কলঙ্কিনী হতে হয়েছিল, অন্তের কী কথা ?

১৭৯. যদঅ বা-চ্চুন পুনংবি বাবঅ আধুত্ ।

লাউয়ের খোলা ভাঙবিতো পূর্ণিমার বাপের হাঁটুতে । অর্থাৎ 'যত দোষ, নন্দ ঘোষ ।'

১৮০. কানা কুমত পানি ন ধালে ।

ফুটো কলসীতে জল ঢালতে নেই । অর্থাৎ যেখানে অপচয়ের সম্ভ্র ছিদ্রপথ রয়েছে সেখানে কোন প্রকার সাহায্য করতে যাওয়া বিড়ম্বনা যাত্র ।

১৮১. আহ-ল কাম্ ছাড়ি বাল কাম ।

হালের কাজ ছেড়ে যেন নাপিতের কাজ করতে যাওয়া । কেউ নিজের কাজ ছেড়ে খেলাধুলোয় মত্ত হলে কিংবা অপর কিছু

অসমুচিত কাজ করতে গেলে লোকে এই প্রবাদ বাক্যটি প্রয়োগ করে।

১৮২. লেণ্ডা গুরু ভণ্ড চেলা।

স্বাংটো গুরুর ভণ্ড চেলা। অনেকটা চোরের সাক্ষী গাঁটকাটার মত; কিংবা, গুঁড়ির সাক্ষী মাতাল।

১৮৩. গাজতুন অহলা পজ্যে।

গাছ থেকে লাফ দিয়ে যেন বেড়াল পড়লো। হঠাৎ কেউ অবাস্তর আর চমকপ্রদ কথা বললে এই প্রবাদ বাক্য বলা হয়ে থাকে।

১৮৪. আঝারঅ কলা বাজারত যায়।

আষাঢ় মাসে রোয়া কলার এত ফলন হয় যে খেয়ে শেষ করা যায় না। বিক্রির জন্তে বাজারে নিতে হয়।

১৮৫. কাতির কলাআহ্ তিয়ে থেলি ন পারে।

কার্ত্তিক মাসে রোয়া কলার ঝাড় এত হয় যে হাতীতেও ঠেলতে পারে না।

১৮৬. উচ্চা আঙুলে ঘী ন উধে।

সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না।

১৮৭. ঘুম্মে মরায় ছণ্ড।

ঘুমিয়ে থাকা অবস্থা আর মৃত অবস্থা—দুই-ই সমান।

১৮৮. চুধা আহ্‌গান গালত ন যায়।

শুধু হাত গালে যায় না। অর্থাৎ বিনা লাভে কেহ কোন কাজ করে না।

১৮৯. কদালে বুগেদি ন তানি পিজ্জেদি ন তানে।

কোদাল বুকে না টেনে পিঠে টানে না। অর্থাৎ আত্মীয় আত্মীয়ের পক্ষ সমর্থন করবে এটাই স্বাভাবিক।

১৯০. সাপ্পো মারি লেজত্‌ পরাণ ন থয়।

সাপটা মেরে লেজে প্রাণ রাখতে নেই। অর্থাৎ শত্রুর শেষ রাখতে নেই।

১৯১. দি চোক্‌ খাদিলে ছুতা আন্ধার।

ভূ-চোখ বুজলে দুনিয়া অন্ধকার অর্থাৎ সব ফাঁকা। ধন দৌলভ
সব ফেলে রেখে যেতে হয়।

১৯২. কাদা নই কাদা খুয়ায়।

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলে।

১৯৩. এহ্ ত্ লই এহ্ ত্ ধরে।

হাতি দিয়েই হাতি ধরতে হয়। অর্থাৎ কাউকে দলে টানতে হলে
তার সম পর্যায়ের লোকের মারফতেই তা সম্ভব হয় ; যেমন এক
জামাই দিয়ে আরেক জামাই ঠিক করা।

১৯৪. পরেয়া পুআ আহ্ দে সাপ ধরে।

পরের ছেলের হাতে সাপ ধরতে হয়। অর্থাৎ বিপজ্জনক কাজ
গুছিয়ে আনতে হলে পরের ছেলেকেই পাঠাতে হয়।

১৯৫. এক শিয়লের বিজা টন্টনেলে, বেক্ শিয়লের বিজা
টন্টনায়।

সব শেয়ালের এক রা। অর্থাৎ 'এক শেয়াল ডাকলে, সব
শেয়ালেই ডাকতে শুরু করে।'।

১৯৬. ছাগল ন কাবদে বিজা খুয়া ছুবাছুবি।

ছাগল কাটার আগেই যেন তার অণ্ডকোষ খুলে নেবার তাড়াহুড়ো,
অর্থাৎ কাটার আগে ভাগাভাগি করতে যাওয়া। বাংলা প্রবাদ,
'কালনেমির লক্ষাভাগ'।

১৯৭. আগুনত্ দিলে মরা গুগুনিবয়া তিন্ পাক্ খায়।

আগুনে দিলে, এমন যে মরা শুটকী মাছ, সেও তিন পাক খায়।
অর্থাৎ, বিপদে পড়লে প্রত্যেকেই নিজের জ্ঞান বাঁচাবার জন্যে
প্রাণপণ চেষ্টা করে থাকে।

১৯৮. খানাত্ মেয়া দয়া।

ভাগ বাটোয়ারা করে খাওয়ার মধ্যে মায়া দয়া বা পরস্পরের
সম্প্রীতি প্রকাশ পায়। ভিন্ন অর্থে খাবার বেলাই দয়া দেখাতে
হয় ; কিন্তু কর্তব্য ইসিলের বেলায় অহুদার হতে হয়।

১৯৯. যে পাদত্ খায় সে পাদত্ আহ্ গে।

যে পাতে খায়, সে পাতে পাগথানা করে অর্থাৎ যার খায় পরে
তারই অনিষ্ট সাধন করে। বাংলায়, 'যার শিল যার নোড়া,
তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া।'

২০০. সেদাম্ ন থেলে পাদঅ ভাত কুণ্ডরে খেই যায়।

মুরোদ না থাকলে পাতের ভাত কুণ্ডরে খেয়ে যায়। বৈষয়িক ব্যাপার
থেকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে কথাটা প্রযোজ্য। এমন কি স্বামী
অশক্ত হলে ঘরের স্ত্রীও পর পুরুষে আসক্ত হয়ে পড়ে।

২০১. বৈত্ত ঘরত, নিত্য জ্বর।

বৈত্তের ঘরে অস্থির বিষ্ময় নিত্য লেগে থাকে। কারণ বাইরের
কুণ্ডীর চিকিৎসা করতে গিয়ে নিজের ঘরের চিকিৎসা করার সময়
হয় না। বাংলা প্রবাদ, 'ঘরামির ঘর ফুটো'।

২০২. সোম শনি পশ্চিমে নীতি।

সোমবার আর শনিবারে পশ্চিম দিকে যাত্রা শুভ।

২০৩. উত্তরে মঙ্গলে মঙ্গল নেই, অথবা, মঙ্গলে দক্ষিণ।

মঙ্গলবারে উত্তরে গেলে মঙ্গল নাই। মঙ্গলবার দক্ষিণ দিকে
যাত্রা শুভ।

২০৪. বুধবারে গাদঅ সাপ্পোয়্য ন লরে।

বুধবারে গর্তের ভেতরের সাপও বাহির হয় না। অর্থাৎ একদম যাত্রা
নাশ্টি। এমন কি বুধবারে চাক্ষুশদের মধ্যে মৃতের সংস্কারও হয় না।

২০৫. কইয্যারে কইয্যার তেল লই ভাজে।

কই মাছকে তার নিজের তেলে ভাজতে হয়। এর অর্থ কোন
কার্যসিদ্ধির জন্তে যাকে যত টাকা দেওয়া হয়, তার তত টাকার
মধ্যেই খরচপত্র সীমাবদ্ধ রাখা উচিত।

২০৬. জামেই কন্যা দেখা নেই শুক্র বারে বিয়া।

জামাই কন্যার দেখা নাই, শুক্রবারে বিয়ে। অর্থাৎ 'রাম না হতে
রামায়ণ।'

২০৭. গিরস্তন্তুন, চুর দাদঅ।

গেরস্তের চাইতে চোরের দাপট হলো কিনা বেশী। ঘরের মধ্যে

কোন আশ্রিত ব্যক্তি গেরস্তের চাইতে বেশী প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠলে তাকে লক্ষ্য করে এই প্রবাদ বাক্য বলা হয়ে থাকে।

২০৮. ভোজ্জ্ কদে আধা মোক্।

ভাজ বস্তুতে অর্দ্ধেক স্ত্রী।

২০৯. ডেগা গরুয়ে বাঘ ন চিনে।

এঁড়ে বাছুর বাঘ চেনে না। অর্থাৎ ছোটদের বিপদ আপদ সম্পর্কে কোন জ্ঞান থাকে না।

২১০. ছাগল দিলে ছুরিয়্য দি পায়।

ছাগল দিলে দড়িটাও দিতে হয় অর্থাৎ কাউকে কোন কিছু দিয়ে সেই সঙ্গে তাকে সে বাবদ স্বযোগ সুবিধাগুলোও ছেড়ে দিতে হয়।

২১১. ছুরঅ কজ্যা আগে ভাল।

পেছনের ঝগড়া আগেই মিটিয়ে ফেলা ভালো। বৈষয়িক লেনদেনের ব্যাপারে তার পূর্বাপর সর্তগুলো আগে ভাগেই স্থিতিস্থাপক করা উচিত যাতে পরে কোন ঝগড়া বিবাদ উপস্থিত হতে না পারে।

২১২. আহ্ ঘানাতুন্ ভেরেত্ত্ অ দাওর্।

পায়খানা করার চাইতে তার শব্দ বেশী অর্থাৎ কাজের অহুপাতে বেশী হৈ চৈ করা স্বভাব।

২১৩. আগুনঅ কুরে ঘী ন থয়।

আগুনের কাছে ঘি রাখতে নেই, কারণ আঁচে ঘি গলে যায়। দুটি পরস্পর বিপরীত ধর্মী বস্তুকে কাছাকাছি রাখা উচিত নয়, কারণ, বিপর্যয় ঘটতে পারে; যেমন অনাস্থীর স্ত্রী-পুরুষের একত্রে অবস্থান যে কোন মুহুর্তে তাদের নৈতিক পতন ঘটতে পারে।

২১৪. চুরঅ উবুরে রাগন্তুরি মাদিত্, ভাত খান।

চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়া। কেন চোর খালো

বাসনগুলো নিয়ে গেল। এর অর্থ হলো, প্রতিকার কিংবা ভিন্নতর ব্যবস্থা গ্রহণ না করে শুধু অপরাধীর উপর রাগ করে বসে থাকা নির্বুদ্ধিতার কাজ।

২১৫. কাণ, তানিলে মাথা এঝে।

কান টানলে মাথা আসে।

২১৬. ঘরত ভাত খেইছায়, মামু মোজ, চরানা।

ঘরের খেয়ে মামার মোষ চরানো। বাংলা প্রবাদ, 'ঘরের খেয়ে বনের ঘোষ তাড়ানো।'

২১৭. গুরু ঠাণ্ডরে থিয়া মুদিলে সাগরেদে বেরেই বেরেই স্নেদে।

গুরু দাঁড়িয়ে পেছাব করলে শিগ্গ হাঁটতে হাঁটতে পেছাব করে। একেই বলে গুরুমারা বিড়ে।

২১৮. বিলেই রে মাছ চুগি দেনা।

বেড়ালকে যেন মাছ চোঁকি দিতে দেওয়া। অর্থাৎ ভক্ষককে তার ভোজ্যবস্তুর রক্ষকের ভূমিকা দেওয়া যায় না।

২১৯. বই পেলে থেং আন্দঅ মাগে।

বসেত পেলে পা ছড়াতে চায় বা শুতে চায়।

২২০. বিলেই লই উন্দুর বুঅ।

যেন বেড়ালে ইঁহুরে সম্পর্ক। অর্থাৎ, খাণ্ড-খাদক সম্বন্ধ।

২২১. বিলেয়ো কুণ্ডরে।

যেন বেড়ালে কুকুরে সম্পর্ক অর্থাৎ দেখা হলেই মারামারি। বাংলায়, 'অহি নকুল সম্পর্ক।'

২২২. ভূলে একান, সুখ পেলে ন এরে।

বোকাদের যা কিছু একটা ভালো লাগে তাতেই তারা মশগুল হয়ে যায়।

২২৩. আহ, দে বানি ভাদে ন মারে।

হাতে বেঁধে ভাতে মারতে নেই। তুলনীয়: 'হাতে মারে ত, ভাতে মারে না।'

২২৪. কায়, এক আধু লামিলে আমনে এক রান, লামা পরে।

সাহায্যের আশায় কেউ হাঁটু জলে নামলে, তার সাহায্যের
জন্তে নিজের কোমর জলে দাঁড়ানো উচিত।

২২৫. সাত ভেই গারেও অন্ত্র ন পজ্যান পারা।

যেখানে হাতিতে ধান খেয়ে যায়, সেখানে রাত্রিবেলা পাহারা দেবার
জন্তে কাঁছাকাছি উচু গাছের মগ্‌ডালে মাচান বাঁধা হয়; তাকে
'গারেও' বলে। সাত ভাই মাচান ভেঙে যেন একসঙ্গে মাটিতে
পড়ে গেছে। অর্থাৎ, মহা বিপর্যয় কাণ্ড।

২২৬. আহাধিক খাতিলে পাতিল ভাঙে।

খাতির বেশী জমলে পাতিল ভাঙে। অর্থাৎ, দ্রুত বন্ধুত্ব জমলে
তাড়াতাড়ি ভাঙ্গন ধরে।

২২৭. যাবে পুদে বিশ্বাস নেই।

বাপে আর পুতে বিশ্বাস নেই। অর্থাৎ স্বার্থের বেলায় বাপ বেটার
মধ্যেও হিসেব নিয়ে বসা ভাল।

২২৮. হিসাবঅ গরু বাঘে খেই ন পারে।

হিসাবের গরু বাঘে খেতে পারে না। অর্থাৎ গোনা-গুনতির
মধ্যে সহজে তহরূপ হতে পারে না। তুলনীয়: 'হিসেবের কড়ি
বাঘে খায় না।'

২২৯. আমনঅ আন্দাজ বুঝিলে পায়।

নিজের আন্দাজে অপরের দুঃখবোধ উপলব্ধি করা যায় না।

২৩০. মাগানা থিয়া রামজয়।

মাগনা খানেওয়ারা, 'রামজয়।' নজর পেয়াদার মতই খায় এবং
মাগনাই ছোটো কপালে।

২৩১. চাদঅ রে চাদে ঘিনায়।

এক চাট আরেক চাটকে ঘেন্না করে। অর্থাৎ এক নোংরা লোক
আরেক নোংরা লোককে দেখে ছি ছি করে থাকে।

['চাট' এক ধরনের ডাঙ্গার শাবুক, খুব ঠাণ্ডা জায়গায় থাকে।
যেদিকে যায় পিচ্ছিল রস ঢেলে একটা সুরু দাগ এঁকে যায়।
সংখ্যায় বেশী হলে শাকসব্দের বিশেষ ক্ষতি করে।]

২৩২. কেমন মাধাদি ঘু বাঝেই দে।

কক্ষির মাথায় নিয়ে বিষ্ঠা লেপে দিতে হয়। অর্থাৎ কারো অনিষ্ট করতে হলে নিজে সক্রিয় ভূমিকা না নিয়ে অপরের হাতে করানোই নিরাপদ।

২৩৩. আমনতুন থেলে খা,

পরতুন থেলে চা।

নিজের থাকে খাও, পরের থাকে চাও।

২৩৪. পথ ভালো বেড়া যা—

ভাত ভালো চুধা খা।’

রাস্তা ভালো হলে, একটু যদি ঘুর পথও হয়, তা সেই পথেই চল। আর ভালো চালের ভাত হলে অমনি খাওয়া যায়। তরকারির প্রয়োজন হয় না।

২৩৫. এহ, হোঁ যায়,

লেচ্ছান, থায়।

হাতিটা চলে যায়, কিন্তু তার লেজটা বেঁধে থাকে। বাংলা প্রবাদ, ‘দিন যায়, কথা থাকে।’

২৩৬. নিলঅ ঘা আহরং ধুজে,

পেতপেত্যা বার অ কারর ভিজ়ে।

পাতলা বাঁশের চিলতে দিয়ে কাটা ঘা হাড়ি পর্যন্ত গভীর হতে পারে এবং পিনপিনে বৃষ্টিতেও কাপড় ভেজে। ঠাট্টা তামাসা নিয়ে যার শুরু, তার পরিসমাপ্তিতে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড ঘটলে এই প্রবাদ বলা হয়ে থাকে। বাংলা প্রবাদ, হাঁটু জলেতেও বুক সাঁতার হয়।

২৩৭. বাঘঅ মনত, নেই জিয়্যান্,

ছাগলঅ মনত, ছিয়্যান।

বাঘের মনে নেই যা, ছাগলের মনে তা। বাংলা প্রবাদ, ‘ঠাকুর ঘরে কে রে? আমি তো কলা খাই নি।’

২৩৮. গুইয়্য কবাল, সুরুঙং,

বান্দরঅ কবাল, তারেঙং।

গোঁসাপ যেখানেই থাক, হুড়ঙ্গের মধ্যেই থাকে। আর বান্দর থাকে,

খাড়া পাহাড়ের ধারে গাছের ডালে ডালে। বাংলা প্রবাদ, তুমি
যাও বন্ধে, কপাল যায় সঙ্গে।

২৩৯. গাজঅ উবুরে গুই,

খুরা ভাত খেই যা তুই!-

গোসাপটা রয়েছে গাছে; খুড়োকে নেমস্তন্ন করছে, 'ভাত খেয়ে
যাও' অর্থাৎ গোসাপের মাংস দিয়ে। বাংলা প্রবাদ, গাছে
কাঁঠাল, গোঁফে তেল।

২৪০. ছেপ্ ফেল্যে গা'ত পরে,

খুরল্ ফেল্যে পা'ত পরে।

থুথু ফেল্লে গায়ে পড়ে, কুড়ুল মারলে পায়ে পড়ে অর্থাৎ কিছু বলতে
গেলে সেটা নিজের গায়ে এসে লাগে, কারণ যে অপরাধীর বিরুদ্ধে
বলতে যাওয়া, সে হলো নিজেরই আপন জন।

২৪১. যার, যেতনঅ ফাল্,

তার সেতু মঅ ছাল্।

যার যত বড় লাফ, তার তত গভীরে কাঁটা বিক হয়, অর্থাৎ আয়োজন
যার যত বড়, ঝুঁকিও তার তত বেশী।

২৪২. বর্ গোঅ চায় পারা,

রাঙা খাদিয়্য ধয় পারা।

কর্ণফুলী নদীটাও দেখে আস্বে আর অমনি লাল খাদিটাও ধুয়ে
নেবে। 'খাদি'—লাল জমিনের উপর রঙীন ফুলতোলা এক
প্রকার খাটো বহরের কাপড়, চাকমা মেয়েরা এটাকে বন্ধ-বন্ধনী
হিসেবে ব্যবহার করে। বাংলা প্রবাদ: 'বধ দেখা, কলা
বেচা।'

২৪৩. লাদা খোক্ পাদা খোক্ ভাতুন পারা নয়,

পরেয়া মারে মা দাগিলে, আমনঅ মাঝুয়া পারা নয়।

এটা ওটা যা-ই খাওনা কেন, ভাতের মত নয়; যেমন পরের মাকে
মা ডাকলে কখনই নিজের মায়ের মত হয় না।

চাক্ষুশ প্রবাদ

২৪৪. ফাক্‌ফাক্‌ মাজ্‌ মারে, চুধা আহ্‌ধি এজে,
নিম্মুয়া মাজ্‌ মারে, জলা ভরেই আনে।
বাক্যবাগীশ্‌ মাছ ধরতে যায়, খালি হাতে ফেরে। স্বল্পবাক্‌ মাছ
ধরতে যায়, ভাঙ পূর্ণ করে আনে। [প্রথম পঙ্‌ক্তির ইংরেজী প্রবাদ,
Empty bottle sounds much. আর দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির
ইংরেজী প্রবাদ, The dog that bites, does not bark.]
বাংলায়, যে কুকুরে কামড়ায়, সে কুকুরে ডাকে না।
২৪৫. এহ্‌রা খেইয়্যা বাঘঅ দরে ধেইয়্যাছ্‌,
চিৎ খেইয়্যা বাঘ লাগত্‌ পেইয়্যাছ্‌।
মাংসখেকো বাঘের ভয়ে পালিয়েছ্‌, এ একেবারে বল্‌জেখেকো
বাঘের হাতে পড়েছ্‌। এর ভাবার্থ হলো, স্বল্প অনিষ্টকারী লোকের
হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্তে আর কারো আশ্রয় নিলে, পরে দেখা
যায়, সে-ই আবার সবকিছু গ্রাস করতে উত্তত।
২৪৬. আমনঅ বুদ্ধি সোনা, পরেয়্যা বুদ্ধি রাঙ্‌।
আরাল্যা পারাল্যা বুদ্ধি গাজঅ মাধাৎ‌ টাঙ্‌।
নিজের বুদ্ধিই খাঁটি সোনা, পরের দেওয়া বুদ্ধি রাঙ্‌-এর মত স্বল্প
মূল্যবান। আর পাড়াপ্রতিবেশীদের দেওয়া বুদ্ধি গাছের ডালে
ঝুলিয়ে রাখ, গ্রহণ করার দরকার নেই। ইংরেজী প্রবাদ,
'Self help is the best help.'
২৪৭. ছুয়াত পেই বুয়াল্‌ মাজ্‌
আরঅ খেদে মাআল্‌ মাজ্‌!
বোয়াল্‌ মাছ খেয়ে মজা পেয়ে, আরো মাআল্‌ মাছ খেতে চাও?
বাংলা প্রবাদ, 'বারে বারে তুমি ঘুঘু খেয়ে যাও ধান।'
২৪৮. ঝরঅ আগে পিন, পিনি,
গিদঅ আগে কুন, কুনি।
ঝড়ফুকান আসার আগে পিনপিনে বৃষ্টি হয়। তেমনি গান
গাওয়ার আগে একবার গুন গুন করে স্বর ভাঁজতে হয়।

চাক্কা প্রবাদ

২৪৯. নেই মোগন্তুম কান্ মোগ্ ভালা,

সবায় ন পাদে রাজাকি ভালা।

মোট্টেই জী না জোট্টার চাইতে অক্ষ জী জোট্টা ভাল। একেবারে
তাও না জুটলে রাজকত্তা বিয়ে করা ভাল। এতদূর রাজকত্তা
পছন্দ না হবার কারণ, সে তো আর সাধারণ চাক্কা মেয়ের মত
রাধা বাড়ী, জলতোলা, লকড়ি আনা, জুনের কাজ—এসব
অমসাধ্য কাজ করতে পারবে না। বাংলা প্রবাদ, 'নাই আমার
চেয়ে কানী মামা ভাল।'

২৫০. ছচ্ ছচ্ পেলে আহরঅ খাঙ্।

দরঅ পেলে কায়্য্য ন জাঙ্।

নরম লাগলে তার হাড়িও চিবিয়ে খাই; শক্ত হলে তার কাছেও
যাই না। বাংলা প্রবাদ, শক্তের ভক্ত, নরমের যম।

২৫১. ধায়্ দে মানুচ্চয়্য ফবায়্,

লরায়্ দে মানুচ্চয়্য ফবায়্।

যে দৌড়ে পালায় তারও হাঁপ্ ধরে, আর যে তাড়িয়ে নিয়ে যায়
তারও হাঁপ্ ধরে। এর ভাবার্থ হলো, ঝগড়া বিবাদ কিংবা মাগলা
মোকর্দমায় উভয় পক্ষেরই প্রচুর হররানি ও ক্ষতি হয়।

২৫২. বাপ্, চা, পুত্, চা,

মা চা, বি চা।

বাপের মত ছেলে আর মায়ের মত মেয়ে হয়। হিন্দী প্রবাদ,
'বাপ্, কা বেটা, দিপাহীকা ঘোড়া, কুচ্ নেহি ভি ঘোড়া
ঘোড়া।'

২৫৩. ধাং ধাং মান্ জ্যর্ বিয়া নেই,

খাং খাং মান্ জ্যর্ কিয়া নেই।

যে লোক যাযাবরের মত সব সময় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে
বসতি করে, তার কপালে বৌ জোট্টে না। আর যে ব্যক্তির সব
সময় খাই খাই স্বভাব স্বাস্থ্য বলতে তার কিছুই থাকে না।

২৫৪. গুরা নেই ঘরত্ হাশু নেই,
বুরা নেই ঘরত্ ধয়া নেই।
যে বাড়ীতে ছেলে পিলে নেই সে বাড়ীতে হানি কলরব শোনা যায়
না। আর যে বাড়ীতে বুড়ো নেই সে বাড়ীতে নিয়ম-নীতি
থাকে না।
২৫৫. গুরা জোলেলে লাজ পায়,
কুগুর জোলেলে কামর খায়।
ছেলে ক্ষাপালে লাজ পায়, কুকুর ক্ষাপালে কামড় খায়।
২৫৬. ধাবা চঙরা মালুং শেল্,
পেদঅ ন ভল্য জাদঅ গেল্।
ক্রত ধাবমান সঘরটাকে শেল মাব্লাম, কিন্তু পেট ভুল না,
কারণ হাতের তাগ্ ফসকে গেছে। আর জাতটাও গেল, কারণ
বৌদ্ধমতে পাপ যা হবার তা তো হয়েই গেছে। বাংলা
প্রবাদ, 'জাতও গেল পেটও ভরলো না'।
২৫৭. কধা নেই কুধি,
ম মোকুখ পেদলী।
গল্প করার মত আর কিছুই নেই, এখন বলে কিনা 'আমার জী
গর্ভবতী হয়েছে।'
২৫৮. পেকোয়্য পরিবার্ গঙ্,
পাদানঅ ঝরিবার্ গঙ্,
পাখিটা যেই বসতে গেল, পাতা ঝরার সময় এল। অর্থাৎ কার্য-
কারণ সঙ্গত।
২৫৯. কাম নেই গত্তুং,
বাল্ নেই ছাত্তুং।
কাজ নেই যে করবো, কেশ নেই যে তুলবো। কেউ মিছেমিছে
অকাজে লিপ্ত হলে তাকে এই প্রবাদ বাক্য শোনানো হয়ে থাকে।
ভুলনীয়: 'অকাজের কাজ যত আলস্তের সহস্র সঙ্কয়।'

২৬০. ভোজ্য অাবায়, মোগ্য অ গেল,
মোগ্য অাবায়, ভোজ্য অ গেল।
ভাজের আশায় মাগ গেল। মাগের আশায় ভাজ গেল।
বাংলা প্রবাদ, দুই নোকায় পা দিতে নেই।
২৬১. জামিন অহ্-ই ভর্ত,
পানিত, ছবি মর্ত।
জামিন হয়ে যে খেদারত দিতে যায়, সে যেন পানিতে ডুবে মরে।
২৬২. এক মোক্যা ঝাদি ভাত,
দ্বি মোক্যা লাধি ভাত,
তিন মোক্যা কবালত্, আহ্,ত।
যার এক বিয়ে সে সকাল সকাল খেতে পায়। যার দুই বিয়ে তাকে
পা দিয়ে ঠেলে দেওয়া পাতে ভাত খেতে হয়। আর তিন বিয়ে
যার, তার ভাত তো জোটেই না, কপালে হাত দিয়ে শুধু 'হায়!
হায়!' করতে হয়।
২৬৩. আগে খায়, আগে ধায়,
তা লাগত ক্য ন পায়।
যে আগে খেয়ে দেয়ে অগ্রসর হয়, কেউই আর তাকে নাগালে
পায় না।
২৬৪. এহ্,জে মোজে বাজেলাক্ কোল্
নল খাগাড়া আবাল্ ওহ্-ল্।
হাতীতে আর মোষে ঝগড়া হলো, আর এদিকে নলখাগড়ার বন
ধ্বংস হলো। বাংলা প্রবাদ,—রাজার রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখড়ের
প্রাণ যায়।
২৬৫. উল্লা লাগরী পুগর, ব,
নগান্ মাধাং দি জুমোরান্ ব।
উন্টো লাক্ড়ি, পূবের বাতাস ; নোকো খানা মাধায় দিয়ে টোকাটা
বাইতে থাক। এর অর্থ,—উন্টো কাজ।

২৬৬. ঝাদি কামত্ বাগত্ আহ গে,

যু ফেলাদে তিন পোর্ লাগে ।

জুয়ের কাজে কাজ পাগ্ লা লোক পাছে কাজের ক্ষতি হয় এই
ভয়ে যেখানে কাজ চলছে তার ধারেই পাঁয়খানা করে । একটু
পরে যখন আবার ঐ জায়গায় কাজ করতে হয় তখন ঐ ময়লা
পরিষ্কার করতেই তার তিন প্রহর বেলা হয়ে যায় ।

২৬৭. ধ লই মাবিলেয়া ছঙ,

আরি লই মাবিলেয়া ছঙ ।

কুনকে দিয়ে মাপলেও সমান, আড়ি দিয়ে মাপলেও সমান । অর্থাৎ
নিক্তি দিয়ে মাপ্লে যা, বাট্খারা দিয়ে মাপলেও সেই সমান
ওজন ।

২৬৮. পণ্ডিতে বুঝে 'আ'-কারে 'ই'-কারে,

মুখ্ বুঝে ভুগে চাবরে ।

'আ'কার 'ই'কার থেকে পণ্ডিত লোক এক মুহূর্তে সব বুঝে নিতে
পারেন । কিন্তু মুখ্ লোককে বোঝাতে হলে চড়াপড়টা দিতে
হয় । সংস্কৃতে প্রবাদ আছে, মুখ্শু লাঠৌষধি ।

২৬৯. যে ফুল নিন্দা,

সে ফুল পিন্দা ।

যেই জাতের ফুলকে নিন্দা করা হয়, অনেক সময় সেই ফুলকেই
গলায় পরতে হয় । ভাবার্থ—কুৎসিত, কুরূপ বলে যে মেয়েকে
নিন্দে করা হয়, ভাগ্যক্রমে সেই মেয়েকেই হয়ত বিয়ে করতে হয় ।
কিংবা যে কাজ হয়ত পছন্দ নয়, সে কাজেই কাউকে জীবন
কাটিয়ে দিতে হলো ।

২৭০. সেদাম নেই যার,

তিন মোক্ তার ।

যার কোন মুরোদ নেই সে করে তিন বিয়ে ! বাংলা প্রবাদ,
বিষ নেই তার কুলোপানা চক্কর !

২৭১. উলং নেই তেনা,
মিদাগুলি ভাত খানা।
কোষ ঢাকবার যার তেনা জোটে না, সে চায় ভাত খেতে শুধু মিষ্টি
দিয়ে অর্থাৎ ছুরাকাজ্জা।
২৭২. সেদাম্ নেই ভেদাম্
মোনঅ উবুরে তিন আদাম্।
এতটুকু যার হিম্মৎ নেই সে চায় কিনা মোন্ অর্থাৎ পাহাড়ের
উপরে তিনটে গ্রাম বসাতে।
২৭৩. সেদাম্ নেই ভেদাম্ এহ্ তুমঅ আহ্,
গাঙ্ কুলে নি নি ভিজ়েই ভিজ়েই খা।
যতখানি মুরোদ নেই তার তত বড় হাঁ অর্থাৎ চাওয়া। কাজ়েই
পাবার বেলায় শুধু ফাঁকি। এখন গাঙের কুলে নিয়ে তাই ধুয়ে ধুয়ে
খাও। এটি একটি উপকথার নারম্মঃ শেয়াল গেছে কচ্ছপকে
খেতে। এদিক ওদিক কামড়ে দেখে কিন্তু দাঁত বসে না। তখন
কচ্ছপ বল্ল, 'জলেতে নিয়ে ভিজ়িয়ে খাও।' তারপর জলেতে
নিয়ে যেতে, এক ঝটকায় কচ্ছপটা একদম হাওয়া।
২৭৪. নুন্ দিলে ঘিয়্য মাদি,
বিদেজত্ গেলে রাজা ঝিয়্য বেদি।
লবণ না দিলে ষিও মাটি; আর বিদেশে গেলে রাজার মেয়েকেও
লোকে বেটি বলে। কারণ, সেখানে কেই-ই বা তাকে চেনে?
২৭৫. ভাঙা নগান্ ঘাট্জরা,
ফুল্যাপেদা মোক্জরা।
ভাঙা নোকো শুধু ঘাটখানা জুড়েই থাকে, কোন কাজ়ে আসে
না। আর পিলে সর্বস্ব রোগী তার স্ত্রীকে জুড়েই বসে থাকে;
কোন সংসারধর্ম পালন করতে পারে না।
২৭৬. অহ্ ক্ কধা কলে আশ্মক্ বেজার,
গরম ভাত দিলে বিলেই বেজার।
হক্ কথা বলে দিলে আহাম্মক্ রেগে যায়। তেমনি বেড়াল রেগে

যায়, গরম ভাত খেতে দিলে। কারণ বেড়াল কখনো গরম
কিছু খেতে পারে না।

২৭৭. নাঙে তাঙে বৈছ ভেই,

পেদত্ মুরত্ কিচ্ছু নেই।

নাম করা বৈয়ের ভাই হলেও তার কাছে চিকিৎসা বিয়ের কিছু
আশা করা ভুল।

২৭৮. যাতুন আঘে ধান,

তা কথানি তান্।

যাতুন আঘে তেঙা,

তা কথানি বেঙা।

যার আছে ধান, তার কথা টান।

আছে যার টাকা, তার কথা বাঁকা বাঁকা॥

২৭৯. পেজায় কুল্কুলায়,

খুরল্যা সোনাতুক্ পায়।

পেঁচায় উলু দেয়, কিন্তু সোনার টোপরটা যায় কাঠঠোকরার
মাথায়। এটিও একটি উপকথার সারমর্ম। বাংলা প্রবাদ,
কেউ মরে বিল সৈঁচে, কেউ খায় কৈ ; যার ধন তার ধন নয়,
নেপোয় মারে দৈ।

২৮০. বেয়া দেবাকাল, বেল্যা ব,

সে বজর, খরানঅ ভ।

চোত-বোশেখ মাসে যদি প্রায়-সকাল বেলায় মেঘ করে আসে,
কিন্তু বৃষ্টি হয় না, আর বিকেলের দিকে বাতাস উঠে, তবে
বুঝতে হবে সে বছর মোটেই স্রৃষ্টি হবে না।

২৮১. পুগঅ রান্জুনি পজিমে যায়,

আহ্ল্যা নাগল্ জলে ভাজায়।

রামধনু সচরাচর পূব আকাশেই দেখা যায়। কিন্তু কোনদিন যদি
পশ্চিম আকাশে রামধনু দেখা দেয়, তবে বুঝতে হবে খুব সহসা

প্রচুর বৃষ্টি হবে। এমন কি জলের তোড়ে জমিতে ফেলে আসা
লাঙ্গল জোয়াল ভেসে যেতে পারে।

২৮২. যা নাঙে নেই,

মেজ্‌বাখা খরত্‌ গেলেয় নেই।

যার কপালে খাচ্‌ জুটবার নয়, সে যে বাড়ীতে ভুরিভোজ চল্‌ছে
সেখানে গেলেও খেতে পায় না।

২৮৩. লাভে লুয়্য বয়,

অলাভে তুলায়্য ন বয়্‌।

আর্থিক লাভের আশা থাকলে লোহা বহন করা যায়; কিন্তু বিনা
লাভে কেউ তুলাও বয় না।

২৮৪. যে দিনত্‌ যে কাল্‌,

অহ্‌রিঙে চুমি গেল্‌ বাঘঅ গাল্‌।

যেই দিনে যেই হাল। এমন দিনও আসে যখন হরিণও বাঘের
গালে চুম্‌ খেয়ে যায় অর্থাৎ ফাঁদে আট্‌কা পড়্‌লে। বাংলা
প্রবাদ, হাতী যখন খেদায় পড়ে, চাম্‌টিকেও লাথি মারে।

২৮৫. দেখা দেখি কর্ম,

শুনা শুনি ধর্ম।

লোকে দেখে দেখে কাজ শিখে নেয়, আর ধর্মকথা শুনে শুনে
ধার্মিক হয়ে পড়ে।

২৮৬. অদৎ নাজনী বুরী,

আরঅ পজ্যে ধুলঅ বারি।

এমনি নাচুনে বুড়ি, আরো পড়েছে ঢাকে কাঠি।

২৮৭. ধল্‌, ধল্‌ গরুয়ে ন পায় ঘাস,

ফেদেরা গরুয়ে সোনার ঘাস।

সুন্দর সাদা সাদা গরুগুলো ঘাস খেতে পায় না, আর এদিকে বিল্লী
হাড়িসার গরুটার খেতে সাধ হয়েছে কিনা সোনার ঘাস!
অর্থাৎ দুৰাকাজ্জা।

২৮৮. ভাচ্যা লঙি ন ধযা,

ছায়া বউ ন আত্ম।

নদীতে ভেসে আসা লগি নিও না, কারণ ওটা কাটা কিংবা মড়া
পোড়ানো বাঁশও হতে পারে। অপরে তালুক দেওয়া বউও ঘরে
এনো না, কারণ সত্যি সত্যি তার কোন দোষ থাকতে পারে।

২৮৯. লোগঅ মুঅত, জয়,

লোগঅ মুঅত, ক্ষয়।

লোকের মুখে জয় আর লোকের মুখে ক্ষয়। অর্থাৎ লোকে
ভালো বললে ভালো আর খারাপ বললে ত কথাই নেই। 'দশচক্রে
ভগবান ভুত' বলে একটা কথা আছে।

২৯০. যা মনে যে কয়,

দুধ বেজি দই লয়।

যার মনে যা কয়, দুধ বেচে দই নেয়। যার যা পছন্দ।

২৯১. ভালারে চাদি গজ্জঙঅ তেল,

বাবঅ দিগ্গা থামুয়া গেল্।

ভালোই ছিল মাটির চাটি আর গর্জন গাছের তেল। উজ্জল বাতি
জ্বলিতে গিয়ে এখন এমন অবস্থা যে বাপের দেওয়া থালা বিক্রি
করতে হয়েছে। বাংলা প্রবাদ, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। ইংরেজী
প্রবাদ, "Cut your coat according to your cloth."

২৯২. যার কামে যারে সাজে,

আর কামে লাধি মারে।

যার কাজ তারে সাজে, আর কাজে লাঠি বাজে।

২৯৩. যাতুন্ আঘে দম্,

ক্যাতুন্ নয় কম্।

যতক্ষণ শরীরে দম্ অর্থাৎ প্রাণ আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে কারও
চাইতে কোন অংশে কম নয়। এর ভাবার্থ হলো, ছোট বলে
কাউকে অবহেলা করতে নেই।

২৯৪. ছরা উজাদে দজর্ পায়,
মেয়্যা জরাদে বজর্ যায় /
ছড়ার উদ্ভান ধরে গেলে দেখা যায়, কত ছোট ছোট ছড়ার সাপে
তার সঙ্গম হয়েছে। তেমনি স্বামী জীর মধ্যে মায়াবন্ধন জন্মাতো
হলেও বছর খানেকের দরকার অর্থাৎ সাদা কথায় ছেলেপিলে
হওয়া দরকার।
২৯৫. সাপ অহ্ই খুন্তঅ,
অঝা অহ্ই ঝান্তঅ।
সাপ হয়ে দংশে, ওঝা হয়ে ঝাড়ে।
২৯৬. আগে গেলে বাঘে খায়,
পিছে গেলে সোনা পায়।
অর্থাৎ অগ্রগামীদের উপর দিয়েই প্রথম চোট্টা যায়। পরে যারা
যায়, তারা স্বল্প আয়াসে মজা লুটতে পারে।
২৯৭. মাজ্ জু, কাজ্ জু,
বজর মাদাৎ একুঅ জু।
মাছের ঘোচ্ছব লাগে বছরের মাথায় একবারই। অর্থাৎ স্বেযোগ
জীবনে একবারই আসে।
২৯৮. আহ্ ত্তে আহ্ ত্তে নলা,
গা দে গা দে গলা।
হাঁটতে হাঁটতে পায়ের হাড় শক্ত হয়, আর গাইতে গাইতে গানের
গলা তৈরী হয়।
২৯৯. পরঅ কধাৎ কানন ছা,
অল্ল খেয়্য, সজাগে থাক্য।
এটি বুড়োবুড়ীদের একটি নীতিশিক্ষামূলক উপদেশ। পরের
কথায় কান দিয়ে না। অল্ল খাও; আর সজাগে থাক।
৩০০. খেই দেই বাজিলে তারে কয় ধন,
মরি ধরি বাজিলে তারে কয় জন।
খেয়ে দেয়ে বাঁচলে তারে বলে ধন; মরে-হেজে বাঁচলে তারে কয় জন।

৩০১. জাদে জাত্ তগায়,
কাঙারায় গাত্ তগায়।
যে যার নিজের জাতি খুঁজে নেয়। কাঁকড়াও গর্তই খোঁজে ; কারণ
সেখানেই রয়েছে তার নিজের জল। ইংরেজী প্রবাদ, 'Birds
of the same feather flock together.'
৩০২. ছিনাল্যা ছিনাল্ গরে, মা বোন চায়,
চুরে চুর্ গরে পাড়া গ্রাম বাজায়।
যে লোক ছেনালী করে, সেও মা বোন তফাতে রাখে। আর
চোর চুরি করলেও স্বগ্রামে করে না, বরং অন্য চোরের হাত থেকে
গ্রামকে রক্ষা করে।
৩০৩. পরা কবাল্যা যিন্দি যায়,
মরা শামুক্খ উধি যায়।
পোড়া কপালে লোক যদিকে যায়, মরা শামুকটাও প্রাণ পেয়ে
উঠে পালিয়ে যায়। বাংলা প্রবাদ, 'অভাগা যদিকে চায়,
মাগর শুকায়ে যায়।'
৩০৪. যার অহ্য়, ন বজরে অহ্য়,
যার নয়, নব্বই বজরে নয়।
আক্কেল বুদ্ধি যার হয় নয় বছর বয়সেই হয়। যার হয় না, তার
নব্বই বছরেও হয় না।
৩০৫. সমত্ জরায়,
অসম্ ত খায়,।
বিত্ত সম্পত্তি লোকে সুসময়েই অর্জন করে, আর অসময়ে অর্থাৎ
দুঃসময় হলে সেই সম্পত্তি খেয়ে আত্মরক্ষা করে।
৩০৬. আহ্জ্ ত্যন্দি বাজ্ ত্যন্,
গুই এহরালই বিগুন্ ত্যন্।
হাঁসের মাংস দিয়ে বাঁশ কড়ুল আর গোশাপের মাংস দিয়ে বেগুনের
তরকারী খুব জমে।

৩০৭. বাত্মা কড়ি ছালা ভরা,
ভাগ গল্যে কড়া কড়া
বস্তা ভরা ধন সম্পত্তি ভাগ করে দিলে কড়ির মতই নগ্ন
হয়ে পড়ে।
৩০৮. লরি চরি বার,
ঘরত্ বই তের।
এদিক ওদিক ঘুরে বার টাকা রোজগার হলে, ঘরে বসেই তের
টাকা রোজগার হয়।
৩০৯. ইগিমঅ কলা,
বাগলঅ ভাল।
আদর করে দেওয়া কলার খোসাও খেতে ভালো। অর্থাৎ শ্রদ্ধা
আর ভালবাসার দান নগ্ন হলেও সব সময় সাদরে গ্রহণীয়।
৩১০. ছরঅ কুতুম্ ফুল বাস্,
কায়্ কুজম্ চিনদা বাস্।
দূরের কুটুম ফুলের বাস অর্থাৎ কুটুম যতক্ষণ দূরে থাকেন ততক্ষণ
আত্মীয়তা সম্পর্ক খুবই প্রীতিপূর্ণ থাকে। আর কাছের কুটুমের
চিম্বে গন্ধ ; কারণ নিত্য একস্থানে বসবাস করাতে স্বভাবতঃই
মনোমালিন্য আর ঝগড়াঝাটি হয়ে থাকে।
৩১১. যে কুগিয়ে কাবিবঅ,
ছালাম গল্যেয়া কাবিবঅ,
কলা দেগেলেয়া কাবিবঅ।
যেই কুকী মানুষ কাটে, তাকে সালাম করলেও কাটে আর কলা
দেখালেও কাটে। বাংলা প্রবাদ, 'চোরা না শোনে ধর্মের
কাহিনী।'।
৩১২. ভাদঅ মধ্যে গিরিং,
সাজঅ মধ্যে চিরিং।
ভাতের মধ্যে গিরিঙ ধানের চাল, আর মাছের মধ্যে চিঙড়ি মাছ
খেতে খুব ভালো।

৩১৩. জার্কাল্যা বেল্,

আহ্লেলে গেল্।

শীতকালে ছপুর পেরোলৈই বেলা চলে যায়।

৩১৪. পাদা এলে রাজারে দর্ নেই,

আহ্ঘা এলে বাঘরে দর্ নেই।

বায় ছুটলে রাজার ভয় মানে না। পার্থানা চাপ্লে বাঘের ভয় থাকে না। ইংরেজী প্রবাদ, Necessity knows no law.

৩১৫. উবুরে উবুরে বোয়্যার্ বায়্,

কলগঅ মাদিয়ৈ থান্ ন পায়।

পাহাড়ের উপরে যখন বাতাস বহে, তখন নীচের উপত্যকার মাটি তা' টের পায় না। ভাবার্থ, দুঃখ কষ্টের ঝড় ঝাপ্টা বড়দের মাথার উপর দিয়েই যায়; ছোটরা তা টের পায় না।

৩১৬. বাঘ বুড়া আদামঅ কুরে,

মানুজ বুড়া আগুনঅ কুরে।

বাঘ বুড়ো হলে গাঁয়ের কাছেই ঘাঁটি গাড়ে, কারণ তখন আর তার জঙ্গলের শিকার ধরে খাবার ক্ষমতা থাকে না। তখন গাঁয়ের নিরীহ ছাগল, ভেড়া এসবের উপরই তার লোভ যায়। আর মানুষ বুড়ো হলে শীত বেশী লাগে, তাই প্রায়ই সে অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসে থাকে।

৩১৭. যা মরণ সিয়্যৎ,

ন পানেই যায় সিয়্যৎ।

যার যেখানে মৃত্যু লিখন, নৌকো ভাড়া করে হলেও সে ঠিক সেখানে গিয়ে হাজির হবেই। বিধির বিধান।

৩১৮. মানুজ্ নষ্ট উ-লে,

তান্ নষ্ট বুলে।

কোষ বড় হলে মানুষ অকেজো হয়; আর তরকারী বরবাদ হয় ঝোলের পরিমাণ বেশী হলে।

৩১৯. মোগঅ ভাগ্যে ধন,
পুরুষঅ ভাগ্যে জন।
স্ত্রীভাগো ধন, পুরুষের ভাগ্যে জন।
৩২০. কবাল্যার ধনেদি যায়,
আকবাল্যার জনেদি যায়।
যার কপাল ভালো, বিপদে আপদে ধন সম্পদের উপর দিয়েই তার
ফাঁড়া কেটে যায় অর্থাৎ শুধু ধনহানি ঘটে। কিন্তু যার কপাল
মন্দ, তার পরিবারের প্রাণহানি ঘটে।
৩২১. আঘে কাবজ্যার আঘে জার,
নেই কাবজ্যার নেই জার।
যার কাপড় আছে, তার শীতও বেশী লাগে। যার কাপড় নেই
অর্থাৎ কেনার সামর্থ্য নেই, তার শীত কম লাগে। অর্থাৎ তার
প্রতিরোধ শক্তি জন্মে।
৩২২. যম জামেই ভাগিনা,
এ তিন নয় আপনা।
যম, জামাই আর ভাগিনা এ তিনজনকে আপন বলা যায় না,
কারণ স্বযোগ পেলেই এরা নিজের কাজ হাঁসিল করে।
৩২৩. নিধনীয়ে ধন পায়, চিবি চিবি চায়,
নেই কাবজ্যা কাবর্ পায়, উরি পিনি চায়।
নিধনী ধন পেলে বারে বারে টিপে টিপে দেখে আছে কি নেই।
আর যার কাপড় নেই সে কাপড় পেলে বারে বারে গায়ে দিয়ে
দেখে, কেমন মানিয়েছে।
৩২৪. নখাং নখাং ভুদেইমা,
এক পিলা ভাদে কুলায়না।
এমন লোক, পাতে বসে 'খেতে পারি না, খেতে পারি না' করতে
করতে হাঁড়ির ভাত শেষ করে দেয়।
৩২৫. খেইন্ডায়, যে আহগে মুদে,
তা ঘরত, ন যায় বৈতুর, পুদে।

যে নিয়মিত খায় আর নিয়মিত পায়খানা প্রস্রাব করে, তার ঘরে
কোন বৈষ্ণব ছেলে যায় না অর্থাৎ যাবার দরকার হয় না। কারণ
তার স্বাস্থ্য সব সময় ভালো থাকে।

৩২৬. মইলা ভাগিনা যিয়্যৎ,
আবদ্বলী নেই সিয়্যৎ।

মামা আর ভাগনে এক সঙ্গে যেখানেই যাক কিংবা যে কাজই
করুক না কেন আপদবালাই অর্থাৎ প্রতিবন্ধক উপস্থিত হবে না।

৩২৭. জেদা ভারেই পারে,
মরা ভারেই ন পারে।

জ্যাস্ত লোককে ঠকানো যায়, কিন্তু মৃতকে ঠকানো যায় না।
কারণ সেখানে যা দরকার ঠিক ঠিক সামাজিক বিধি মতে তার
সংকার করতে হবেই।

৩২৮. আহ্জিয়ে রাজিয়ে গুরাবুয়া,
নৌতিরে পুতিয়ে বুরাবুয়া।
ছেলেপিলেরা হবে হাসিখুশী আর বুড়োরা হবে নীতিপরায়ণ।
এটাই স্বাভাবিক।

৩২৯. আমনে ন পায় জাগা,
কুত্তা পুঝে বাগা।
নিজে থাকার জায়গা পায় না, সে আবার কুকুর পুষতে নিয়ে আসে।
বাংলা প্রবাদ, 'আপনি শুতে ঠাঁই পায় না, শক্করাকে ডাকে।'

৩৩০. যান্তন্ আঘে আধুং বল্
তে খেবঅ গাঙ্গির্ জল।
যার হাঁটুতে বল আছে সেই গাঙের জলে এনে খেতে পারে।
প্রবাদ আছে, 'বীরভোগ্যা বহুধরা।'

৩৩১. উনা ভাদে ছুনা বল,
অতি ভাদে রসান্তল্।
উনো ভাতে দ্বিগুণ বল হয়, আর অতি ভোজনে রসাতলে যেতে হয়
অর্থাৎ মৃত্যু অনিবার্য।

৩৩২. খেলে জুরায়,
ন পেলৈ জুরায়।
শুধু পেলৈই হয়না, খেলেই তবে প্রাণটা ঠাণ্ডা হয়।
৩৩৩. জিয়ৎ রৈত,
সিয়ৎ কেত।
যেখানে রাজিনামে, সেখানে শুইতে ধামে অর্থাৎ চালচুলোহীন ভবঘুরে!
৩৩৪. মরেদে গিরি ন এরে আজ্,
ধায়দে চাঝা ন এরে চাজ্।
মুমূর্ লোকও প্রাণের আশা ছাড়ে না, আর যে চাঝাকে নহসা স্থান ত্যাগ কর্তে হবে, সেও তার চাব আবাদ ছাড়ে না। বাংলা প্রবাদ, 'যতক্ষণ স্থান, ততক্ষণ আশ।'
৩৩৫. উত্তামাধা ফুত্যা গেই,
তারে দেলে যাত্রা নেই।
বেরোবার মুখে কারো ঝাড়া মাথা কিংবা শোয়া অবস্থায় গাই গরু দেখলে তবে যাত্রানাস্তি।
৩৩৬. জামেই এক হারাম্
বিলেই এক হারাম্।
এখানে 'হারাম' বোধ হয় 'হারামজাদা' অর্থে বলা হয়েছে।
জামাই আর বিভাল স্রোযোগ পেলৈই স্বার্থসিদ্ধি করে নেয়।
৩৩৭. মাল্ মাজঅ চোক্ খাং,
ভাদে কাবরে ঈয়াদ্ পাং।
রোজ রোজ মুগেল্ মাছেব মুড়ো খেতে পারলে, ভাত কাপড়ের অভাব না থাকলে, দীর্ঘায়ু হওয়া যায়।
৩৩৮. ছাগলঅ কান্ ভেরারে,
ভেরা কান্ ছাগলরে।
ছাগলের কান ভেড়াকে আর ভেড়ার কান ছাগলকে অর্থাৎ

চাক্ষু প্রবাদ

জোড়াতালি দিয়ে অভাব অনটনের মধ্যে কোন রকমে বেঁচে থাক।

৩৩৯. থেঙঅৎ তানিলে মাধাৎ নেই।

মাধাৎ তানিলে থেঙঅৎ নেই।

কাঁধাখানা এমন খাটো, পায়ে মুড়ি দিতে গেলে মাধা মুড়ি দেওয়া যায় না, আর মাধা মুড়ি দিলে পায়ে মুড়ি দেওয়া হয় না।
বাংলা প্রবাদ, 'হুন আনতে পাঁস্তা ফুরায়।'

৩৪০. খেই পেলে ফগিরা ভালো,

খেই ন পেলে ফগিরা শালা।

খাবার জুটলে শিশু বলে, 'আমার ফকির খুব ভালো।' আর যখন কিছুই জোটে না তখন বলে, 'দূর শালা ফকির কিছু জানে না।' দুনিয়াতেও যতক্ষণ অপরকে দিতে পারা যায় ততক্ষণ সুনাম। অগ্রথায় বদনামের ভাগী হতে হয়।

৩৪১. যিন্দি ঝর

সিন্দি জুমোর।

যেদিক থেকে বৃষ্টির ছাট্ আসে সেই দিকেই ছাতা ধরতে হয়।
অর্থাৎ অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

৩৪২. উজ্জলে ন মরে

বুগিয়ে মরে।

বোঝা বহিতে গেলে অল্প অল্প করে বেশী বারে নিলেও কোন ক্ষতি হয় না; কিন্তু শক্তির অতুপাতে অধিক ওজনের বোঝা অল্প কয়েকবার নিলেও স্বাস্থ্যহানি, এমন কি মৃত্যুও ঘটে।

৩৪৩. কানেন্দে পুআয় দুধ পায়,

না, ন কানেন্দে পুআয় দুধ পায়।

যে ছেলে কাঁদে সে দুধ খেতে পায়, যে ছেলে কাঁদে না সে খেতে পায় না অর্থাৎ চাইতে হয়। দুনিয়াতে অযাচিত ভাবে মা-ও ছেলেকে দুধ দেয় না।

৩৪৪. উত্থুং ধত্থুং

মাল্যামা সুরুঙ্ ।

এত সরল যে একেবারে অন্তঃসারহীন স্বড়ঙ্গের মতই কাঁপা।

৩৪৫. কুনিয়ার পিধা,

কণিয়ার আধা ।

কোথাকার পিঠে আর কোথাকার আঠা! বাংলা প্রবাদ,
কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

৩৪৬. পিরা অহ্, ইয়ে হুগুং হুগুং,

দারু অহ্, ইয়ে ছ মাহ্জঅ পথ।

পাড়া হয়েছে, 'এই মরে ত এই মরে ; ওষুধ রয়েছে ছ' মাসের পথ
দূরে। অর্থাৎ বিপদ-মুক্তি স্বদূরপর্যন্ত।

৩৪৭. বলীর ঘুম,

নির্বলীর ঘাম।

বলবান লোক অধিক ঘুমোতে পারে, আর দুর্বল লোকদের অল্প
পরিশ্রমেই অধিক ঘাম হয়।

৩৪৮. পায় ন পায়,

মাদল বায়্ ।

একটুখানি পেয়েছে কী পায়নি তাতেই খুশী আর ধরে না,
মাদল বাজাতে শুরু করে। বাংলা প্রবাদ : ডেকে আনতে
বললে বেঁধে আনে।

৩৪৯. দেনে জাগা পায়,

চুরে জাগা ন পায়।

ডাইন অর্থাৎ পেটুকের জাগা হয়, কারণ সে শুধু পেটে যা ধরে
থাবে। কিন্তু চোরের কোথাও জাগা হয় না, কারণ সে আশ্রয়দাতা
গেরস্তকে একেবারে পথে বসাতে পারে।

৩৫০. ভাত জার, ভূত জার,

বিয়্যা জার, রিয়্যালা জার।

নৈসর্গিক শীত অহুভব ছাড়া আরো চার বকমে শীত লাগে।

ভাত খাওয়ার পর অধিক শীত লাগে। ভুতের ভয় পেলে একেবারে
ঠক ঠক করে কাঁপতে হয়। বিয়ের জ্বরও সুবিখ্যাত, প্রচুর ঠাট্টা
তামাসার খোরাক জোগায়। তাছাড়া ছেলে বিয়োনোর পরও
প্রসূতির একরকমের হাড়কাঁপানো শীত লাগে।

৩৫১. লেদার, মোক্,

সকলঅ ভোজ

দুর্বল গোবেচারা লোকের জীবনসঙ্গে সকলে দেওর-ভাজ সম্পর্ক
পাতায়। এর সারার্থ হলো, প্রভু দুর্বল হলে অধীনস্থদের অযথা
হয়রানি সহ করতে হয়।

৩৫২. অজাত্যা কুরা নাগে কানে ফোর,

এক ঘরঅ কজ্যা সাত ঘরত্ ওহ-ল্ !

বেজাতের মুরগীর নাকে কানে পালক গজায়। এক ঘরের মধ্যে
ঝগড়া ক্যানাদ হলে তা সাত গুটির ঘরেও ছড়িয়ে পড়ে।

৩৫৩. আগাজঅ চান, তারা,

পুনঅ কেশ ফরা।

আকাশের চাঁদ তারা আর পাছার বিষফোড়া, কিসে আর কিসে
তুলনা!

৩৫৪. দিম ভিক্ষা,

তনু রক্ষা।

ভিক্ষে করলে কেবল কোনমতে শরীর রক্ষাই হয়।

৩৫৫. রান্দে বার চায়,

বারতে বার, ন চায়।

রাঁধতে সবুর করা যায়, কিন্তু বাড়তে সবুর মানে না।

৩৫৬. মুঅত, চাবাল্যে লাজ নেই,

পুনত, চাবাল্যে লাজ নেই।

যারা নিলজ্জের একশেষ তাদের মুখে চড় মারলেও লজ্জা পায় না,
পাছায় চড় মারলেও লজ্জা পায় না।

৩৫৭. লোজে পিধে জ্বা মরে,
এ আহত উ আহত গরে।
ল্যাঙ্গে আর পিঠে জোড়া দেওয়া যায় না অর্থাৎ আয়ের অতুপাতে
ব্যয় সম্বলান হয়না। কাজেই তখন এর থেকে নিয়ে ওকে, আর
ওর থেকে নিয়ে একে দিয়ে চলতে হয়।
৩৫৮. গিনি ন পারে কাদাত্যায়,
ছাড়ি ন পারে ছুয়াদত্যায়।
কাঁটার জন্তে গেলা যায় না, আবার খুব স্বাদ তাই ছাড়াও যায় না।
বাংলায়, 'সাপের ছুঁচো গেলার অবস্থা'।
৩৫৯. বেল্যা অহ্লে সাদ আহ্ল ফেলায়,
বেল্যা অহ্লে এক আহ্লঅ নেই।
রাজ্যে শুয়ে শুয়ে ঠিক করে কাল সকালে জমিতে সাতখানা হাল
নিয়ে যাবে; কিন্তু সকালে উঠে একটা হাল নেবারও গা নেই।
অর্থাৎ শুধু পরিকল্পনাই সার।
৩৬০. যাদে আমনঅ ইচ্ছা,
এন্তে পরঅ ইচ্ছা।
ঘর থেকে বেরোতে হলে নিজের ইচ্ছায় বার হওয়া যায়, কিন্তু
ফেরার সময় নির্ভর করে অপরের ইচ্ছার উপর।
৩৬১. ধারেয়্য কাবে,
ভারেয়্য কাবে।
ধারেও কাটে, ভারেও কাটে। কথাটা বড় লোকদের লক্ষ্য করেই
বলা হয়ে থাকে।
৩৬২. সাত বাঙালে এক দেই,
বারে নিলে, পুদে নেই।
সাত কাম্লার একখানা দা। তা'ও বাপে কাজে নিলে ছেলেকে
বসে থাকতে হয়।
৩৬৩. ভজ্জাৰ্ লাগ ভজ্জি,

পেজার, লাগ, পেজি,

রাজায় লাগ, মহাদেবী ।

ভোঁদার জুটি ভোঁদি, পেঁচার জুটি পেঁচী আর রাজার জুটি মহাদেবী
অর্থাৎ মহারাণী হয়ে থাকে । বাংলায়, যেমন রাধা, তেমন কানু ।

৩৬৪. যে ভর, খানা,

সে ভর, লাদানী ।

যেই পরিমান খাবার খাওয়া যায়, সেই অনুপাতে নাদতে হয় ।
ভাবার্থ, যার পেছনে যত খরচ হয়, তার সেই অনুপাতে আয়
করা উচিত ।

৩৬৫. উরু মুরু যাত্রা,

যে গরে বিধাতা ।

হুড়মুড় করে যাত্রা কর, দিনক্ষণ দেখার দরকার নেই । বিধাতা
যা' করার করবেন অর্থাৎ কপালে যা' আছে, তার বাড়া আর কী
হবে ।

৩৬৬. চুরঅ নাঙে চুর, থায়,

বৈঙঅ নাঙে বৈঙ, থায় ।

চোর থাকে চুরির মতলবে, আর ছুই লোকের মতলব কুঁকাজ হাঁসিল
করা । বাংলা প্রবাদ, শকুনীর চোখ সব সময় ভাগাড়ের দিকে ।

৩৬৭. পধং পেলুং কামার,

দা গড়েই দে আমাড় ।

পথে পেলাম কামার, দা গড়ে দে আমার ।

৩৬৮. নাক দাঙর, ভাতুয়া,

চেং দাঙর ফাতুয়া ।

বড় নাক যার সে বেশী খেতে পারে, আর যার লিঙ্গ বড় তার
ফুলে ফুলে মধু খাওয়া স্বভাব ।

৩৬৯. পাগলে কী ন কয়,

ছাগলে কী ন খায় ?

চাক্‌মা-প্রবাদ

পাগলে কি না কয়, আর ছাগলে কি না খায়।

৩৭০. উচ্চা ঘরে একালে,

লুচ্চা ঘরে কালে কালে।

সোজা লোক শুধু একবার মরে। লুচ্চা কিন্তু উভয় কালই
হারায়। একালেও পাপভাগী হয়, আর পরকালে ও নরকে যায়।

৩৭১. সোম শুক্লর, রোয়, ধান,

বুধে বুধুধে ঘরত, আন।

সোমবার আর শুক্রবার ধান রোয়া আরন্ত করার পক্ষে শুভ দিন।
আয় ফসল কেটে ঘরে আনতে হলে বুধবার আর বৃহস্পতি বারই
প্রশস্ত সময়। চাক্‌মারা এই হিসেবেই ধান বোনে আর ফসল
কেটে ঘরে তোলে।

৩৭২. মাদিত, থলে পিবিরায়, খেবাক্‌ পারা,

মাধাং থলে উগুনে খেবাক্‌ পারা।

মাটিতে রাখলে পিপড়ের খাবার ভয়, মাথায় রাখলে উকুনে খাবার
ভয়। রূপণের ধন।

৩৭৩. বাচ্ছয়্য ন ভাঙোক্‌,

উন্দুর, বয়্য মোরোক্‌।

লাউয়ের খোলাটাও না ভাঙ্গে, ইহুরটাও মরে। বাংলা প্রবাদ,
শাপও মরে, লাঠিও না ভাঙ্গে।

৩৭৪. পধৎ পেলুং লাঙ্‌,

খুল্লৈ থাপ্পৈই যাঙ্‌,

পথে পেয়েছ লাঙ্‌, ঠোনা মেরে যাও।

৩৭৫. বুড়ী মোরোক্‌,

আর চাদা ফাদোক্‌।

বুড়ী মরুক্‌ আর চাটাই ফেটে যাক্‌, কুছ্‌ পরোয়া নেই।

৩৭৬. খেদঅ চেলে ধর্ম নেই,

ধর্ম চেলে খেদঅ নেই।

চাক্‌মা-প্রবাদ

থেতে চাইলে ধর্ম থাকে না, ধর্ম চাইলে আর থেতে হয় না। অর্থাৎ
ভোগ করতে গেলে ধর্ম লাভ হয় না, আর ধর্ম পালন করতে গেলে
সন্তোগ হয় না।

৩৭৭. যার লাগ,

তার ভাগ।

যে লোক যেমন, তার স্ত্রীও স্ফোটে তেমন।

৩৭৮. খেলে লাজ,

নে, খেলে লাজ ?

বেগতিক অবস্থায় রণে ভঙ্গ দিয়ে পালানোতে লজ্জা, না, দু' ঘা উত্তম
মধ্যম খেয়ে যাওয়াতে লজ্জা। সংস্কৃতে প্রবাদ আছে, 'যঃ পলায়তি
সঃ জীবতি।' অর্থাৎ যে পালায় সে বাঁচে।

৩৭৯. এক তুলে ক্ষেদে,

এক তুলে পুদে।

গেরস্তকে তোলে এক তার ক্ষেত, আর উপযুক্ত ছেলে।

৩৮০. আরখান্‌, দারখা,

কাবর, ন উরি জার, খা।

আঙরাখাটা মেরামত করতে গিয়ে অকেজো করে ফেললে ; এখন
কাপড় গায়ে না দিয়ে শীত খাও। খারাপ জিনিষ মেরামতের সময়
কেউ সেটা আরো খারাপ করে ফেললে এই প্রবাদটা বলা হয়ে
থাকে।

৩৮১. বাপ, চোদোরী পুত্‌, কাত,

সে দেজত ন মিলে ভাত।

যে বাড়ীতে বাপ নিষ্কর্মার ধাড়ি আর ছেলে বিত্তেরদিগ্‌গজ, সে
বাড়ীতে ভাত মেলে না।

৩৮২. ভাত মিজাল্যা মা দে সুখ,

মানুষ মিজাল্যা চাদে সুখ।

মিশ্র চালের ভাত খেতে ভালো আর লব্বার জাতের মাছের দেখতে
ভালো।

৩৮৩. লামে পোলে বেড়ে ন পায়,
বেড়ে পোলে লামে ন পায়।
ঠিক মত লম্বায় পাওয়া গেলেও গাছটা ঠিক মত বেড়ের হয় না;
আর ঠিকমত বেড়ের গাছ মিললে নেটা আবার লম্বায় ঠিকমত
হয় না। অর্থাৎ দুনিয়ায় ঠিকমত কিছুই পাওয়া যায় না।
৩৮৪. এহুঁরা মাচ্ দাবানা মাচ্,
রাখা বিগুন, ঘন্টা মাচ্
মাছ, মাংস বিশেষ করে দাবানার মাংস আর ঘন্টা মাছের শুটকী
দিয়ে পুরোনো জ্বম খেতের বেগুন তরকারী খেতে খুব
ভালো।
৩৮৫. আহ্ দিলে চুদির্ পুত্
ন আহ্ দিলে চুদির্ পুত্।
জোরে হাঁটলেও গালি খেতে হয়, আর আস্তে হাঁটলেও সেই গালি
খেতে হয়। বাংলা প্রবাদ, যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা।
৩৮৬. দুর্ব ললে দুর্ব ল,
গুইব ললে দুর্ব ল।
কছপটা নিতে চাওত কছপটা নাও, আর গোঁসাপটা নিতে
চাওত কছপটা নাও। ভাগাভাগিতে গোঁসাপটা যাতে কথার
মারপ্যাঁচে নিজের ভাগে পড়ে, সেই ব্যবস্থা। ইংরেজী প্রবাদ,
“Head I gain, tail you loose.”
৩৮৭. কলি যুগত্ সত্য নেই,
বুক চিরি দেগেলেয়া পত্য নেই।
কলিযুগে সত্য কথা কেউ বলে না। কেউ বললেও তা কেউ
বিশ্বাস করে না। এমন কি বুক চিরে দেখালেও তাতে কারো
প্রত্যয় হয় না।
৩৮৮. কনে জানে সীতা বীতা,
আমি মরি মাজ্জঅ চিতা।
কে জানে কোন সীতা, আমি মরছি মাছের চিন্তায়।

নীতা অব্ধেষণের সময় শ্রীযামচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে বক নাকি এই জবাব দেয়। কাজের তাড়া থাকলে এই প্রবাদটা বলে অস্ত্রের প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করা হয়।

৩৮৯. ঘর বেরেলে কথা পায়,

আদাম বেরেলে খদা খায়।

ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ালে কথা পাওয়া যায় অর্থাৎ যে কোন গোপন রহস্য সমাধানের সূত্র মেলে! আর টো টো করে পাড়া ঘুরে বেড়ালে খোঁটা খেতে হয়।

৩৯০. মু অ ফাঙ,

বড় ফাঙ।

মুখের বকুনি বড় বকুনি, প্রায়ই ঠিক ঠিক কাজে লেগে যায়।

৩৯১. বই ন জানিলে লরি পায়,

খেই ন জানিলে মরি পায়

বসতে না জানলে সবুতে হয়, আর খেতে না জানলে মরতে হয়।

৩৯২. খেলে দিন যায়,

ন খেলে দিন যায়।

যা' যা' খেতে সাধ সে সব খেতে পেলোও দিন চলে, খেতে না পেলোও দিন চলে। অর্থাৎ প্রাচুর্যের মধ্যেও দিন কাটে, দুঃখ কষ্টের মধ্যেও দিন কাটে।

৩৯২. মুঅত্‌ পোরোক্

পেত্‌ ন ভরোক্।

পেট ভরে আর না-ই ভরে, সবাব যেন মুখে পড়ে,—ভাগ করে খাওয়া চাক্‌মাদের সর্বোত্তম নীতি।

৩৯৪. পথ ফুরায় সাঙু ছয়ারত্‌,

কথা ফুরায় নাহু ছয়ারত্‌।

পথের শেষ হয় ঘরের দরজায় এসে; আর কথা অর্থাৎ সব বক্তব্যের বাকবিত্তির শেষ নিষ্পত্তি হয় বিচারকের কাছে।

পথ ফুরায় দোরগোড়ায়,

কথা ফুরায় কাঠগড়ায়।

চট্টগ্রামের প্রবাদ

৩৯৭. যে সয়, তে রয় ।

যে সহ্য করে, সে থাকতে পারে । অর্থাৎ যে সবচেয়ে অধাবনায়ী
জয় তারই ।

৩৯৬. হাতের কাম্মান গরে যে,
পাতর ভাততুন তারে দে ।

হাতের কাজটা যে করে, পাতের ভাতগুলো তাকে দাও ।
সাহায্যকারী বা প্রকৃত হিতৈষীকে না খেয়েও খাওয়ানো যায় ।
অর্থাৎ সহানুভূতির সম্মান দেওয়া উচিত ।

৩৯৭. আন কথায় কান ভার ।

নিজের কানে না শোনে, লাগানো কথা যাঁরা শোনেন—তাঁরা
অনেক সময় সত্য শোনেন না । এমনি কথা বিশ্বাস করে অনেক
সময় সং বন্ধুকেও হারাতে হয় অথবা অনর্থক কান ভার করা বা মন
খারাপ করা হয় ।

৩৯৮. ক্ষেতে ছাড়ায় পেরতী
পুতে ছাড়ায় দুর্গতী ।

ক্ষেত পেত্নী অবস্থার অবমান ঘটায় । পুত্র ছাড়ায় দুর্গতি ।
পেত্নী অবস্থা হল দারিদ্র । ভাত কাপড়ের অভাবে থাকলে
পেত্নীর মত চলতে হয় । ক্ষেতের ফসল আসলে ধনও ঘরে
আসে । ক্ষেতের সোনা পেত্নী অবস্থার অবমান ঘটায় ।
তেমনি পুত্র থাকলে বৃদ্ধ বয়সে নিজে আর বেশী খাটিতে হয় না ।
ক্ষেত আর পুত্র—অর্থাৎ ধনজন থাকলে তাঁর চারিদিকে উন্নতি
হয় ।

৩৯৯. অসতত্ত্বুন হারি থঅন ভালা ।

দুর্জন থেকে আত্মরক্ষা করাই ভাল ।

৪০০. ধর্মের ঢোল বাতাসে বাজে ।

ধর্মের ঢাক বাতাসে বাজে । অর্থাৎ যা সত্য তা আপনা থেকেই
প্রকাশিত হয় ।

৪০১. হাফোয়াছা মুলা ছালন বাআই হৈলে খাইও
 হাসোন্দয়্যা মাইঅপোওয়া যুবতী হৈলে চাইও।
 আশ্বাদহীন মুলা তরকারী বাসী হলে খেয়ে দেখে,
 শ্রীহীনা মেয়েটিকে যুবতী হলে চেয়ে দেখে।
 অর্থাৎ মুলার তরকারী বাসী হলে খেতে স্বাদ। আর কুংসিত
 মেয়েটিকেও যুবতী বয়সে সুন্দরী মনে হয়।
৪০২. নিজর বুদ্ধি এ ভাত, পরর বুদ্ধি এ গাঁ'ড়াত।
 নিজের বুদ্ধি দ্বারা ভাত আসে। আর দুষ্টজনের বুদ্ধিতে অনেক
 সময় গর্তেও পরে মরতে হয়।
৪০৩. চোরর মন গাট্টি ভুতুর।
 চোরের মন গাঁটুরীর ভিতর। অর্থাৎ দুষ্ট লোকের মন অসৎ
 উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত থাকে।
৪০৪. নিলাজ্যার সংসার।
 —লজ্জাহীনের সংসার।
 সংসার করতে গেলে মান অপমান অনেক কিছু ধৈর্য ধরে সহ্য করতে
 হয়। কিন্তু অনেকে সংসারের লোভে একেবারে নির্লজ্জ হয়ে যায়।
 সেজন্য উপরোক্ত ব্যঙ্গোক্তি।
৪০৫. যার মঅত যেড়ে, ন পানে যায় হেড়ে।
 যার মৃত্যু যেখানে হবে, সেখানে সে নৌকা ভাড়া করে নিজেই
 যায়। অর্থাৎ দৈব ঘটনা ও মৃত্যু সহজে মানুষ অজ্ঞাত ও
 ক্রমতাহীন।
৪০৬. লাভে লোহা বয়, অলাভে ফোলাও ন বয়।
 লাভবান হবে বলেই লৌহ বহন করে। লাভহীন শোলাও বহন
 করে না কেউ।
৪০৭. আছে গরু ন চয় হাল, দুঃখ ন যায় সর্বকাল।
 গরু আছে অথচ হাল চাষ করে না। তার অভাব কোন কালে
 যায় না। অর্থাৎ অলসতা দারিদ্র্য ভেকে আনে।
৪০৮. খানাত যঅন আগে, মাইরত যঅন পিছে।

চাক্ষা-প্রবাদ

থেতে যাবেন প্রথম ভাগে। মারপিটে যাবেন শেষ ভাগে।

৪০৯. ছেপ ছিঁড়িলে গঅত পরে।

চারিদিকে বেপরোয়া থুথু ফেললে নিজের গায়েও এসে পরে।

অর্থাৎ ঘরের দোষ পরকে বললে বরং বদনাম আরো বেশী ছড়ায়।

৪১০. ভরান্নন খালি ভাল যদি ভইরত যায়,

আগতন পিছে ভাল যদি ডাকে নায়।

ভরা কলসী থেকে খালিও ভাল যদি ভরতে যায়,

আগের থেকে পিছেও ভাল যদি ডাকে মায়।

জল ভরতে যাচ্ছে এমন খালি কলসী দেখলে যাত্রা অন্তত হয় না। তেমনি যাত্রা কালে মাগের ডাকে পেছনে ফিরে আসলেও সে যাত্রা অন্তত হয় না। অর্থাৎ মাগের ডাক সমস্ত অন্তত লক্ষণের উল্লেখ।

৪১১. চঅরে চঅর রাইত ন পারে।

চাকরে চাকর রাখতে পারে না। অর্থাৎ চাকরের মনোবৃত্তি নিয়ে অন্য একজনকে চাকর রাখা যায় না। সুতরাং কিছুটা উদারতা ও বিবেচনা না থাকলে শাসন করা যায় না।

৪১২. 'ছাই ছঅলর সুগ গরন'।

ছাগী ছাগলের সুখ করা।

অর্থাৎ বিনা পরিশ্রমে লাভবান হওয়া।

৪১৩. যেই গাইয়ে দুধ দেয়, হেই গাইয়ে লাত্যাইলেঅ ভাল।

হে গাভী দুধ দেয়, সে গাভী পদাঘাত করলেও ভাল। অর্থাৎ উপকারী কিছুটা অত্যাচার করলেও তা সহ্য করা যায়।

৪১৪. ছেঁচ ঢুক ভাঙ্গ মাথা, বিলাইর ন যায় বড়াইয়া কথা।

যতই মারধর করা হোক—বিড়ালের তবু গরিমাপূর্ণ কথা ধামে না। অর্থাৎ অপমানিত করেও লজ্জাহীনের স্বভাবের পরিবর্তন করা যায় না।

৪১৫. যার নুন খায় তার গুণগয়।

যার লবণ খায় তার গুণগান করা উচিত।

৪১৬. কথা ন কই অ ঘরত,
কথা ন কই অ ঝাড়ত
কথা কই অ বিলপান্তর ত'।
কথা বলনা ঘরে,
কথা বল না ঝাড়ে,
কথা বল বিল পাথারে।
অর্থাৎ গোপন কথা ঘরে বা ঝাড় জঙ্গলে না বলে বিলপাথারে
বল্লে বিপক্ষ শুনতে পায় নি বলে নিশ্চিত হওয়া যায়।
৪১৭. দেহিত ন পারে যারে, হাঁইটতে ভেঁঙায় তারে।
যাকে দেখতে নারে। তার চলন বাঁকা।
৪১৮. ধানে ধন, আর ধন গাই।
কিঞ্চিৎ ধন স্বর্ণ, আর ধন ভাই।
৪১৯. ঘর ন চিনলে, হিতে সমাজও ন চিনে।
যে ঘর চিনে না। সে সমাজও চিনে না।
৪২০. কেথা ভিজি ভর হয়, যার কেথা তে বয়।
কাঁধা ভিজে ভর হয়, কিন্তু যার কাঁধা তাকেই তা বহন করতে হয়।
৪২১. দুধ ভাত দাইজ্জ, তঅ সঙ্গী ভাই ন ছাইজ্জ।
দুধ ভাত ছেড়ে দিও, তবু সঙ্গী ভাইকে ছেড়ে দিও না। অর্থাৎ
প্রকৃত বন্ধুর প্রয়োজনীয়তা কম নয়।
৪২২. বুয়ার পিড়িতি বালির বাঁধ,
ক্ষণে হাসি ক্ষণে কাঁদ।
বুয়া বা খায়াপ লোকের ভালবাসা বালির বাঁধের মত সহজে ভেঙ্গে
হায়। ক্ষণিকের হাসিলেও সেখানে কান্না আসতে দেবী হয় না।
৪২৩. শরীরত সুখ ন থাইলে সংসার অসার।
শরীর ভাল না থাকলে সংসারটা অসার মনে হয়।
৪২৪. পোয়ার মন, বাদশার মন।
ছোট শিশুর অন্তর, বাদশার অন্তর। অর্থাৎ বাদশার মত উদার ও
খেয়ালী। শিশু যখন খুশী হয় বাজার মতই খুশী হয়।

৪২৫. যত কথা লাড়ে, তত কথা বাড়ে ।
যত কথা নাড়ে, তত কথা বাড়ে । অর্থাৎ অপ্রাসঙ্গিক কথা বা
দোষের কথার বাড়াবাড়ি না করাই ভাল । ইহাতে বরং তর্ক,
বগড়া ও অশান্তি বৃদ্ধি পায় ।
৪২৬. মা চাআ ঝি চাআ, বাপ চাআ পুত চাআ ।
মা দেখ—মেয়ে দেখ, পিতা দেখ—পুত্র দেখ । অর্থাৎ মায়ের
মতই স্বভাবতঃ মেয়ে হয় এবং পিতার চরিত্র-গুণ পুত্র পেয়ে
থাকে ।
৪২৭. নিজের নেক আঁধাঅ ভাল ।
নিজের স্বামী অন্ধও ভাল ।
৪২৮. মন ফইর । মন বুজ্জর্গ ।
অর্থাৎ দৈবজ্ঞ বা সাধুর মত ভবিষ্যত অনেক কিছু ঘটনা মাহুষের
মনে হয় বা কল্পনায় আসে ।
৪২৯. অমে তলে রাঁধি জাম তলে খঅন,
তঅ একযুগ স্বামীর বাদচঅন ।
আমতলে রেঁধে জামতলে খাও, তবু একযুগ স্বামীর জ্ঞান অপেক্ষা
কর ।
৪৩০. যে যারে চায়, তে তারে পায় ।
যে যাকে চায়, সে তাকে পায় । অর্থাৎ আন্তরিকতা থাকিলে
কাম্যবস্তু নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে ।
৪৩১. চৌগে কানে ছ মাসর পথ ।
চোখ আর কানের মধ্যে ছয় মাসের পথ । অর্থাৎ অজানা অদেখা
জিনিস মাহুষের প্রকৃত উপলব্ধি বা জ্ঞান থেকে অনেক দূরে ।
না দেখে না শুনে গতা বলে কিছু গ্রহণ করা ঠিক নয় ।
৪৩২. ভোজার লাই ভোজী, রাজার লাই মহাদেবী ।
বিড়ালের জ্ঞান বিড়ালী, আর রাজার জ্ঞান রাণী ।
৪৩৩. যিঁকার ঝড় হিঁকার জুঁইর ।
অর্থাৎ যেদিক থেকে ঝড় আসে সেদিকেই ছাত্তা ধরতে হয় ।

৪৩৪. হস্তার তিন অবস্থা ।
সস্তার তিন দশ বা অবস্থা ।
সস্তায় কিনতে গেলে অনেক সময় ভাল জিনিষ কেনা যায় না ।
৪৩৫. এলমতুন হেলম বড় ।
বিজ্ঞা থেকে আক্কেল বা বুদ্ধি বড় ।
৪৩৬. হৈলে ন বছরত হয়, নইলে নব্বই বছরতঅ ন হয় ।
চাঁলে নয় বছর বয়সেই হয় । না হলে নব্বই বছর বয়সেও হয় না ।
অর্থাৎ বাল্যকালই শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের উপযুক্ত সময় ।
৪৩৭. এক সয় মা'য় আর এক সয় গায় ।
যা সব সহ করেন আর অতদিকে নিজের শরীরই সব রোগ শোক
কষ্ট সহ করতে বাধ্য হয় ।
৪৩৮. চোরর দশ দিন, গিরস্থর একদিন ।
চোরের দশ দিন, গৃহস্থের একদিন । অর্থাৎ একদিন চোর ধরা
পড়লে দশদিনের চুরির শাস্তি পেয়ে থাকে !
৪৩৯. লোহালক্কর নষ্ট হইলে কামাজ্যার বাড়ীত যায় ।
ঝি ঝিঅর পোয়া নষ্ট হইলে বাপের বাড়ীত যায় ।
লোহনির্মিত নিত্যাবরুত জিনিষ নষ্ট হলে মেরামতের জন্ত কামার
বাড়ী যায় । আর মেয়ে নষ্ট হলে বাপের বাড়ী যায় ।
৪৪০. জামাই কন্যার দেখা নাই । শুক্কুরবারে বিয়া ।
অর্থাৎ অনিশ্চিত কাজের কর্মপন্থা প্রচার করা হাওয়াপদ ব্যাপার ।
৪৪১. উত্তম পেশা সদাঅরী, মধ্যম পেশা চাষা,
অধম পেশা চঅরীজীবি হাঁজন্যা তোয়ায় বাসা ।
উত্তম বৃত্তি বাণিজ্য । মধ্যম বৃত্তি চাষ বা কৃষি । অধম পেশা হল
চাকরী—যারা সন্ধ্যাকালে পাখির মত নিজের বাসা খোঁজে ।
৪৪২. যে ন বুঝে মনে মনে, তারে বুঝাইত পারে কনে ।
যে অন্তরে উপলব্ধি করে না, তাকে বোঝানো যায় না ।
৪৪৩. কাউয়ায় ন বুঝে কেঁহেরার তুখ ।
কাকে কাকড়ার তুখ বোঝে না ।

৪৪৪. যাব দিলত কালি, তার কোয়ালত ছালী।
যাব অন্তরে কালি, তার কপালে ছাই।
৪৪৫. জ্ঞান বাঁচান ফরজ।
প্ৰাণ রক্ষা করা সর্বপ্ৰথম কৰ্তব্য।
৪৪৬. বাঘের বল বার বছর।
অৰ্থাৎ অত্যাচার অত্যাচার দীৰ্ঘদিন স্থায়ী হয় না।
৪৪৭. দোস্তল্লাই দোজকত য'মন।
দোস্ত বা বন্ধু জন্ম নরকে যাওয়া অৰ্থাৎ বন্ধুত্ব বন্ধাৰ্থে অনেক সময় অত্যাচার কাৰ্যও করা হয়।
৪৪৮. মোশরী আর কাচারী, তুই মুনশী গিরি।
সন্ধ্যায় এসে মশারীতে আশ্রয় নেয় এবং সকালে কোটে ছুট দেয়।
এ না হলে মুহুরীগিরি করা যায় না। সেজন্য বলা হচ্ছে 'মশারী
আর কাছারী জীবন'।
৪৪৯. বন্দার দেওন থোয়ার পানি, আল্লার দেওন অফুরানী।
মাংসভেদ দান হল শিশির বিন্দু, আর আল্লার দান হল অফুরান।
৪৫০. সিধা জঁউলে ঘি ন উড়ে।
মোজা আঙ্গুলে ঘি উঠে না। অৰ্থাৎ মহাজ্ঞ সৰলতায় অনেক সময়
ভাল কাজও হয় না।
৪৫১. বৈঠালিত্তন বুদ্ধালি বাড়ে।
বৈঠাগিরির চেয়ে বুদ্ধির মূল্য বেশী। অৰ্থাৎ বুদ্ধি না থাকলে শাস্ত্র
জ্ঞানও অনেক সময় কাজে আসে না।
৪৫২. পইসা থাইলে রাজারঅ হাতী হাজার টেঁয়াঅ ভালা,
আর পইশা ন থাইলে কড়া কড়াও ভালা নঅ।
পয়সা থাকলে রাজার হস্তী হাজার টাকা মূল্যেও ক্ৰয় করা যায়।
আর না থাকলে এক কড়ি মূল্য হলেও কিনে লাভ নেই, কাৰণ
ভরণপোষণ করা যাবে না।
৪৫৩. দইয়র হাঁড়িও আছে, মকইরর বারিও আছে।
দধির হাঁড়িও আছে, মুণ্ডরের বারিও আছে।

অর্থাৎ শত্রুর বাড়ীতে মিষ্টি মুখ যেমন করা হয়, তেমনি শালা-
শালীদের তিক্ত কথাও শুনেতে হয়।

৪৫৪. মনর নাম মহাশয়, যিঁক্যা গড়ে হিঁক্যা হয়।

মনের নাম মহাশয়, যেদিক করে সেদিক হয়।

৪৫৫. নিশ্বাসর বিশ্বাস নাই।

নিশ্বাস বা জীবনের কোন নিশ্চয়তা নেই।

৪৫৬. কাউন্স্যা গউর ভাতে ন মরে

কর্মঠ লোক ভাতের অভাবে মরে না।

৪৫৭. খাইত্ ন জাইনলে মরে, বইত্ ন জাইনলে লরে।

খেতে না জানলে মরে, বপতে না জানলে নড়ে।

৪৫৮. গুনর আদর গুনীতে, ফুলর আদর ভোঁঅরাতে।

গুণের আদর গুণীর নিকট এবং ফুলের আদর ভোঁমবার নিকট।

৪৫৯. চাঁদরে অ গন্নায ধরে।

চাঁদকেও রাহ গ্রাস করে।

৪৬০. ঠেগিয়েরে শিখে যে মুরকখর পুত

দেখি ফুনি শিখে যে পণ্ডিতর স্মৃত।

মুখের ছেলে ঠেকে শিখে। আর পণ্ডিতের ছেলের দেখে শুনেই
শিক্ষা হয়।

৪৬১. দশর লাডি একর পোঁঝা।

দশের লাঠি একের বোঝা।

৪৬২. গুনার ভাগী কেঅই নঅ।

গুনাহ বা পাপের অংশীদার কেহ হতে চায় না, লাভের ভাগ
সকলেই চায়।

৪৬৩. ঢোলর বারি কঅরন্তলে ন থায়।

ঢাকের আওয়াজ কাপড় চাপা থাকে না।

৪৬৪. পরর ঘর ছেফরে অ ডর।

পরের ঘরে ভয় করে থুথু ফেলতে হয়! অর্থাৎ অত্নের আশ্রয়ে
স্বাধীনতা থাকে না।

৪৬৫. ফোঁদার ফোঁড়া হাফোঁদার গোড়া।
 স্বাদের ফোঁটা, আর আশ্বাদহীনের সবটুকু। আশ্বাদপূর্ণ তরকারী
 বা মাংস অল্প খেয়ে যে তৃপ্তি হয় স্বাদহীন হলে তা অনেক বেশী
 খেয়েও সে তৃপ্তি হয় না।
৪৬৬. মানুষ চিনে আকলে, গাছ চিনে বাকলে।
 বুদ্ধি দিয়ে মানুষ ও বাকল দিয়ে গাছ চেনা যায়।
৪৬৭. মা গুণে পোয়া ভুঁই গুণে রোয়া।
 মা এর গুণে পুত্র, আর জমির গুণে ধান চারা ভাল হয়।
৪৬৮. মুখত্-আইলে রং গরে, পেড়ত থাইলে গুণ গরে।
 অপ্রিয় সত্যকথা মুখে আসলে অনেক সময় ঝগড়া হয়, পেটে
 থাকলে গুণ করে। অর্থাৎ যতদূর সম্ভব কটু কথা বলে কারও মনে
 কষ্ট না দেওয়াই ভাল।
৪৬৯. মিড়া চিজে মুখত্-রস, মিড়া কথায় হকল বস।
 মিষ্টি খাত্ত-দ্রব্যে মুখে রস আসে, মিষ্টি কথায় সকলে বশীভূত হয়।
৪৭০. কথার হাড়ডি নাই।
 কথার হাড় নেই। অর্থাৎ মুখে যা খুশি বলা যায়। নিজের স্বার্থে
 অত্যাচার যুক্তিও স্থাপন করা যায়।
৪৭১. লোকের মুখে ক্ষয়, লোকের মুখে জয়।
 লোকমুখে ক্ষয় বা জয় হয়।
 অর্থাৎ যশ অপযশ সুনাম দুর্নাম লোক মুখেই ছড়ায়। এবং তাতে
 সামাজিক জীবনে কারও উন্নতি বা অবনতি ঘটে।
৪৭২. হাতী দি হাতী ধরে।
 হস্তী দিয়ে হস্তী ধরা হয়।
৪৭৩. লইত জানে দিত ন জানে, তার মুখত্-থোক।
 লইত অ জানে দিত অ জানে তারে কয় লোক।
 নিতে জানে কিন্তু দিতে জানেনা সে হল নির্লক্ষ্য। যে নিতেও জানে
 দিতেও জানে সে প্রকৃত মানুষ।
৪৭৪. লেঁউরে অ বেশী চিবিলে তিতা নেঅলে।

লেবুকেও বেশী টিপলে তিক্তরস বের হয়।

৪৭৫. যে যারে চিনে' তে তারে কিনে।

যে যাকে চেনে, সে তাকে কেনে। অর্থাৎ যিনি যে জিনিষের মূল্য বোঝেন তিনি তার মূল্য দিয়েই কেনেন।

৪৭৬. বিলর গরু। বদরর শিনি।

বিলে ছেড়ে দেওয়া গরু এবং পীরের শিনি—এগুলির যেন কোন মালিক নেই। বিলের গরু যেদিক ইচ্ছা চলে যায়, বদর পীরের শিনি যার খুশি সে খেয়ে ফেলে।

৪৭৭. এক আইল্যা হাল চইলে, তই কন ভালা খারাপ বুঝা যায়।

এক আলের পাশের জমিতে হালচাষ করলে তবেই জানা যায় কে ভাল আর কে খারাপ। অর্থাৎ স্বার্থের ব্যাপারে মানুষের আসল রূপ প্রকাশ পায়।

৪৭৮. শরমন্তুন মরণ ভালা।

লজ্জার চেয়ে মৃত্যু ভাল।

৪৭৯. কেঁডাদি কেঁডা খোঁআন।

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হয়।

৪৮০. দানার ছুস্তী সোনার বাসন ভাঁই বানান যায়,

মুরুকুর ছুস্তী, মেইট্যা হানক ফাডিলে ফেলায়।

জানীয় বন্ধুত্ব স্বর্গের বাসন, ভাঙলেও নতুন করে তৈরী করা যায়।

মুখের বন্ধুত্ব মাটির বাসন ভাঙলেই ফেলে দিতে হয়।

৪৮১. লালছর বন্দা গেরেপ্তার।

লোভী ব্যক্তি বন্দী হয়। অর্থাৎ বিপদে পতিত হয়।

৪৮২. রূপর সোন্দর ছুইদিন, আর গুণর সোন্দর চিরদিন।

রূপের সৌন্দর্য ছুইদিন, আর গুণের সৌন্দর্য চিরদিন।

৪৮৩. জন্মন্তুন ধর্ম বাড়ে, যদি ধর্ম রাআইত পারে।

জন্ম থেকে ধর্ম বাড়ে, যদি ধর্ম রাখতে পারে।

৪৮৪. ছুঃখু খর রাইত ন ফুরায়

ছুঃখের ব্যক্তি পোহায় না।

পরিশিষ্ট : ক

চাকমা প্রবাদ (ত্রিপুরা)

৪৮৫. হাতে হাতে নলা,
গাতে গাতে গলা ।
৪৮৬. যে ন খায় শূওরত তেল,
তার জিঙ্গানি বৃথা গেল ।
৪৮৭. গোজেন যদি কইদে,
ঘরত আনি বই দে ।
৪৮৮. কাম নেই গরুত,
বাল নেই সারত ।
৪৮৯. মুঅত্ দাড়ি, বুকুত্ কেশ ।
তারে কয়দে মদ্রর বেশ ।
৪৯০. যে কুকুরের লেজ বেঙা,
চুমাত ভেরেলেও উজু ন অয় ।
৪৯১. যার ভাগ্যে তে খায়,
গোজেন কয়দে মর কি দায় ।
৪৯২. একা বুদ্ধি যার, কার্য সিদ্ধি তার,
ছোওরা বুদ্ধি যার, পুনত্ দড়ি তার ।
৪৯৩. যার বাপরে কুঁইরে খায়,
তার পুয়া ঢেউ দেইলে ডরায় ।
৪৯৪. যে ফুল নিন্দে,
সে ফুল পিন্দে ।
৪৯৫. ফকির লগে কালা বাঙাল,
উরিং লগে চঙরা পাগল ।
৪৯৬. সাত ওঝায় পুয়া মারে ।
৪৯৭. গাছ চিনে বাকলে ।

৪৯৮. যে দেজত যে ভাক্কা ।

৪৯৯. খোদা তালাক পড়ানা ।

৫০০. জাদি বিছা জাদিয়ে ন ছাড়ে,

মাছে ন ছাড়ে কেই,

সোনালাই মুড়িলেও কুত্তা

তবু ন ছাড়ে ছেই ।

৫০১. স্ত্রজন নষ্ট কুজন সঙ্গে ।

পুত্র নষ্ট পরদার সঙ্গে ॥

৫০২. কাজেদে পুআয় দুধ পায় ।

ন কাজেদে পুআয় দুধ ন পায় ॥

৫০৩. পায় ন পায়

মাদল বায় ।

৫০৪. জামেই এগ্ হারাম

নিলেই এগ্ হারাম ।

৫০৫. জেদা ভারেই পারে,

মরা ভারেই ন পারে ।

৫০৬. আমনে ন পায় জাগা,

কুত্তা পুখে বাগা ।

চট্টগ্রামের প্রবাদ

৫০৭. যে সয়, তে রয় ।

৫০৮. হাতর কাম্মান গরে যে

পাতর ভাত্‌তুন তারে দে ।

৫০৯. আম কথায় কান ভার ।

৫১০. ক্ষেতে ছাড়ায় পেরতী

পুতে ছাড়ায় দুর্গতী ।

৫১১. অসতত্ত্বন হারি থ-অন ভালা ।

৫১২. ধর্মর ঢোল বাতাসে বাজে

৫১৩. হাফোয়াগা মূলা ছাথন বা আই হৈলে খাইও,
হাসোন্দয়া মাইঅপোয়াওয়া যুবতী হৈলে চাইও।
৫১৪. নিজর বুদ্ধিএ ভাত, পরর বুদ্ধিএ গাঁ ভাত।
৫১৫. চোরর মন গাট্টি ভুতুর।
৫১৬. নিলাজ্যার সংসার।
৫১৭. যার মঅত বেড়ে, ন পাসে যায় হেড়ে।
৫১৮. লাভে লোহা বয়, আলাভে ফোলাও ন বয়।
৫১৯. আছে গরু ন চয় হাল, ছুঃখ ন যায় সর্বকাল।
৫২০. খানাত যঅন আগে, মাইরত য অন পিছে।
৫২১. লেপ ছিঁড়িলে গঅত পরে।
৫২২. ভরাতুন খালি ভাল যদি ভইরুত যায়
আগতুন পিছে ভাল যদি ডাকে মায়।
৫২৩. চঅরে চঅর রাইত ন পারে।
৫২৪. ছাই ছঅলর স্মগ গরণ।
৫২৫. যেই গাইয়ে দুধ দেয়, হেই গাইয়ে লাত্যাইলে অ ভাল।
৫২৬. ছেঁচ দুক ভাঙ্গ মাথা, বিলাইর ন যায় বড়াইয়া কথা।
৫২৭. যার নুন খায় তার গুণ গঅন উচিত।
৫২৮. কথা ন কই অ-ঘরত,
কথা ন কই অ-ঝাড়ত
কথা কই অ-বিনপাত্তরত।
৫২৯. দেইত ন পারে যারে, হাঁইটতে ভেঁঙায় তারে।
৫৩০. ধানে ধন, আর ধন গাই।
৫৩১. ঘর ন চিনলে, হিতে সমাজও ন চিনে।
৫৩২. কোথা ভিজি ভর হয়, যার কেথাতে হয়।
৫৩৩. দুধ ভাত ছাইজ, তঅ সঞ্জী ভাই ন ছাইজ।
৫৩৪. বুরার পিড়িতে বালির বাঁধ

৫৩৫. শরীরত সুখ ন থাইলে সংসার অসার
 ৫৩৬. পোয়ার মন, বাদশার মন।
 ৫৩৭. যত কথা লাড়ে, তত কথা বাড়ে।
 ৫৩৮. মা চাখা ঝি চাখা, বাপ চাখা পুত চাখা।
 ৫৩৯. নিজের নেক আঁধাঅ ভাল।
 ৫৪০. মন কাইর। মন বুজ্জর।
 ৫৪১. আমতলে রাঁধি জামতলে খঅন,
 তঅ একযুগ স্বামীর বাদ চঅন।
 ৫৪২. যে যারে চায়, তে তারে পায়।
 ৫৪৩. চৌগে কানে ছ মাসর পথ।
 ৫৪৪. ভোজার লাই ভোজী, রাজার লাই মহাদেবী।
 ৫৪৫. যিঁকার ঝড় হিঁকার জুঁইর।
 ৫৪৬. হঅস্তার তিন অবস্থা।
 ৫৪৭. এলমন্তুন হেলম বড়।
 ৫৪৮. হৈলে ন বছরত হয়, নইলে নব্বই বছরতঅ ন হয়।
 ৫৪৯. এক সয় মা'য় আর এক সয় গায়।
 ৫৫০. চোরর দশ দিন, গিরস্থর একদিন।
 ৫৫১. লোহালকর নষ্ট হইলে কামাজ্যার বাড়ীত যায়।
 ৫৫২. জামাই কণ্ঠার দেখা নাই।
 ৫৫৩. উত্তম পেশা সদাঅরী, মধ্যম পেশা চাষা,
 অধম পেশা চঅরীজীবি, হাঁজাআ তোয়ায় বাসা।
 ৫৫৪. যে ন বুঝে মনে মনে, তারে বুঝাইত পারে কনে।
 ৫৫৫. কাউয়ায় ন বুঝে কেঁহেরার ছুখ।
 ৫৫৬. যার দিলত কালি, তার কোয়ালত ছালি।
 ৫৫৭. জান বাঁচান ফরজ।
 ৫৫৮. বাঘের বল বার বছর।
 ৫৫৯. দোস্তুলাই দোজকত যঅন।

৫৬০. মোশরী আর কাচারী, ভই মুনশী গিরি ।
৫৬১. বন্দার দেওন খোয়ার পানি, আল্লার দেওন অফুরানী ।
৫৬২. সিধা অঁউলে ঘি ন উড়ে ।
৫৬৩. বৈছালিস্তুন বুদ্ধ্যালি বাড়ে ।
৫৬৪. পইসা থাইলে রাজ্জারঅ হাতী হাজ্জার টেঁয়াঅ ভাল
আর পইসা ন থাইলে কড়া কড়াও ভাল নঅ ।
৫৬৫. দইয়র হাঁড়িও আছে, মকইরর বারিও আছে ।
৫৬৬. মনর নাম মহাশয়, যক্যা গড়ে হিঁক্যা হয় ।
৫৬৭. নিশ্বাসর বিশ্বাস নাই ।
৫৬৮. কাউন্মা গউর ভাতে ন মরে ।
৫৬৯. খাইত ন জাইনলে মরে, বইত ন জাইনলে লরে ।
৫৭০. গুনর আদর গুনীভে, ফুলর আদর ভোঁঅরাভে ।
৫৭১. চাঁদরে অ গন্নায ধরে ।
৫৭২. ঠেগিয়েরে শিখে যে মুরকখর পুত
দেখি ফুনি শিখে যে পণ্ডিতর স্মৃত ।
৫৭৩. দশর লাডি একর পোঁঝা ।
৫৭৪. গুনর ভাগী কে অই নঅ ।
৫৭৫. ঢোলর বারি কঅরতলে ন থায় ।
৫৭৬. পরর ঘর ছেফরেঅ ডর ।
৫৭৭. ফোঁয়াদর ফোঁড়া হাফোঁয়াদর গোড়া ।
৫৭৮. মানুষ চিনে আকলে, গাছ চিনে বাকলে ।
৫৭৯. মা গুণে পোয়া, ভুঁই গুণে রোয়া ।
৫৮০. মুখত্ আইলে রণ গরে, পেড্ত থাইলে গুণ গরে ।
৫৮১. মিডা চিজে মুখত রস, মিডা কথায় হকল বশ ।
৫৮২. কথার হাড্ডি নাই ।
৫৮৩. লোকর মুখে ক্ষয়, লোকর মুখে জয় ।
৫৮৪. হাতী দি হাতী ধরে ।
৫৮৫. লইত জানে, দিত ন জানে, তার মুখত ধোক ।

৫৮৬. লেঁউরে বেশী চিবিলে তিতা নেঅলে ।
৫৮৭. যে যারে চিনে তে তারে কিনে ।
৫৮৮. বিলর গরু, বদরর শিনি ।
৫৮৯. এক আইল্যা হাল চইলে, তই কন ভালা খারাপ
বুঝা যায় ।
৫৯০. শরমন্তু ন মরণ ভালা ।
৫৯১. কেঁডাদি কেঁডা খোঁআন ।
৫৯২. দানার দুস্তী সোনরে বাসন ভাঁই বানান যায়,
মুক্কর দুস্তী, মেইট্যা হানক ফাডিলে ফেলায় ।
৫৯৩. লালছর বন্দা গেরেপ্তার ।
৫৯৪. রূপর সোন্দর দুইদিন, আর গুণর সোন্দর চিরদিন ।
৫৯৫. জন্মন্তু ন ধর্ম বাড়ে, যদি ধর্ম রাআইত পারে ।
৫৯৬. দুঃখঅর রাইত ন ফুরায় ।
৫৯৭. ভালা মাইনসর এক কথা ।
৫৯৮. রাগ গৈল্লে ভাগ হারায় ।
৫৯৯. যতক্ষণ সোয়াস ততক্ষণ আশ ।
৬০০. পীছ হৈলে মিছ ।
৬০১. মায়ালাই কায়ার ক্ষতি ।
৬০২. আড়াই টেয়া গিরান্তু ন থক ।
৬০৩. চৌখ খাডিলে দুইলাই আঁধার ।
৬০৪. শাওনমাইস্তা ঝরে, বাআর কাউয়া লড়ে ।
৬০৫. এক জ্বিদে মরে, এক বাদে মরে ।
৬০৬. জয় কালে ক্ষয় নাই, মরণঅত কালে অযুধ নাই ।

পরিশিষ্ট : ২

শব্দার্থ সূচী :

অকৃত (বি)—উপযুক্ত সময়	আঘি (ক্রি)—আছি
অগধা (বি)—বকুনি, অকথা	আঙুদনা (জি)—আছাড় মারা
অজত্ (অ)—আসলে	আচ (বি)—আঁশ
অজর্ (অ) - আসলে	আজা গরানা (জি)—জড়িয়ে ধরা
অজল (বিণ)—উচ্চ	অজু (বি)—ঠাকুরদা
অঝা (বি)—ধাত্রী	আজের (বি)—খালি
অঝার (বিণ)—প্রশস্ত	আখ্যা (বিণ)—অনর্থক
অদিন (বি)—হুর্দিন, অসময়	আদল (বি)—চেহারা
অবাং (বিণ)—সমস্ত	আদাম (বি)—গ্রাম
অবাং পাধারি (অ)—এলো- পাথারি	আদাউ উরান্ন (জি)—ভীষণ ভয় পাওয়া
অমকধ (বিণ)—অতিরিক্ত	আদেই ধন (বি)—গুপ্তধন
অলর (অ)—নিশ্চয়	আধ্যা (বিণ)—অনর্থক
অলা (ধা)—চুল্লি থেকে নামানো	আধ্ধান (বিণ)—অর্ধেক
আউন (বি)—আগুন	আনদাচ (বি)—অনুমান
আক্যাং (অ)—অভ্যাস	আনধার (বিণ)—আঁধার
আক্কুরি (অ)—পূর্বকালে	আবাজ্ (বি)—শব্দ
আক্কল (বি)—আক্কেল	আবুখদা (বি)—অভুক্ত
আক্কুয়া (ধা)—আগলানো	আমাত্ (বিণ)—শব্দহীন
আগরং বাগরং (অ)—হিজিবিজি	আম্মক (বি)—অবাক
আগাঝা (বি)—আগাছা	আরাউ (বি)—মূলধন
আগ্ (আঁক)—আঁকা	আলক (অ)—উপর
আঘ (ক্রি)—আছ	আলাম (বি)—চাকমা মেয়েদের কাপড়ের নক্সা বিশেষ
আঝা (ধা)—নিরাশক্ত হওয়া	

আলিছুরি বেহর (বি)—চানা	এরানা (জি)—ছুলে ফেলা
এবং ইজোরের মধ্যবর্তী বেড়া	এ-হো-হো (অ)—চাকমাদের
আলাং বি)—আদর	ঐতিহ্যবাহী মানন্দধ্বনি
ইত্যকুছম (বি)—ইষ্টকুটম	ওগির (বি)—বাঁশ নির্মিত শুইবার
ইধা (বি)—টিল	মাচা
ইন্দি (অ)—এই দিকে	ওজ্জেলং (বি)—ঘরের পিছনের
ঈদি (বি)—এক প্রকার ফাঁদ	বারান্দা
ঈল্ (বি)—তৃপ্তি	ওঝা [বি)—ওঝা
ঈয়ত (বি)—আয়ু	ওল (বিগ)—বিভ্রান্ত
উগুজ্যা (বিগ)—উৎসব	ওলমত্য (বিগ)—উন্মত্ত
উচ (বি)—হঁশ	ওলোদ (বি)—হলুদ
উচ্ছরা (ধা)—উৎসর্গ করা	ওয়া (বি)—বৌদ্ধ ভিক্ষুদের
উজা (ধা)—অগ্রসর হওয়া	বর্ষাবাসকে ‘ওয়া’ বলে
উজু (বিগ)—সোজা	কঙধা (বি)—কাঁধ
উজুকচুক (বিগ)—তুপ	কঙা (ধা)—কাতরানো
উঝোত্ (বি)—হোঁচট	কজমা (বিগ)—কচি
উছা (বিগ)—অনার্ত, নগ্ন	কজরা (বিগ)—নোংরা
উন্দি (অ)—ঐ দিকে	কজলা (ধা)—কচলানো
উভা (বিগ)—উঁচু	কজ (ধা)—কোঁচানো, গোত্র
উভোলফাল (বিগ)—লক্ষ্যবাস্তব	কজুপঙা (বি)—কচু ফুল
উযানা (জি)—সিদ্ধ করা	কজু-ব (বি)—কচুলতা
উল (বি)—বেঙের ছাতা	কজ্জ (বি)—ঝগ
উলোমত (বিগ)—উন্মত্ত	কজ্জাল (বি)—থলি
এঙেলাকুগুর (বি)—মর্দা কুকুর	কধগী (বি)—বক্তা
এঝান (বিগ)—এই রকম	কধা (বি)—কথা
এদক (বিগ)—এত	কন্ধা (বি)—কাঁধ
এধোক্যা (বিগ)—এই রকম	কবা (ধা)—কোপানো

করঙা (বি)—কামরাঙ্গা	কুজুম (বি)—কুশুম
করমর (বিণ)—শক্ত	কোল্জা (বি)—কলিজা
কলগ্ (বি)—সমতল ভূমি	ক্যাঙ (বি)—বৌদ্ধ মন্দির
কলপ (বি)—কলম	কোম (বি)—বাঁশের টুকরা
কহ্ৰ (বি)—কোল	কঁইয়া (বি)—পেঁপে
কাগোই (বি)—বাঁশের চিরুণী	খক্ (বিণ)—বাঁকা
কাঙারা (বি)—কাঁকড়া	খক্কেং (বি)—তক্ষক
কাততোল (বি)—কাঁঠাল	খগা (বি)—ঠোঙ্গা
কাদাকাদি (বিণ)—অসংকুলান	খন্ (বিণ)—তোতলা
কাবানা (জি)—কাটা	খবং (বি)—পাগড়ী
কাবিল (বি)—দক্ষ	খলা (বি)—প্রাঙ্গন, শুকনা
কাবুক্ (বি)—এক প্রকার ফাঁদ	খল্ (বিণ)—বিষাক্ত
কাল্লোঙ (বি)—বেতের বিশেষ	খাগারা (বি)—নল খাগড়া
ধরনের কুপড়ি	খাচ্ছেত্ (বি)—চরিত্র
কিজাক (বি)—চীৎকার	খাজুর (বি)—খেজুর
কিজিং (বি)—গিরিপথ	খাদি (বি)—চাকমা রমনীদের
কির্বা (বি)—স্নেহ	বন্ধ বন্ধনী
কুই (বি)—সাস্থ্যেতিক ধ্বনি	খাদিয়া (বি)—যে খাতে
কুগি (বি)—কুকি সম্প্রদায়	খাদেইয়া (বি)—যে খাটায়
কুচ্যাল (বি)—ইন্দু	খানক্খন (বি)—কিছুক্ষণ
কুচ্ (ধা)—গর্ত করে ধান	খারা (বি)—খেলা
লাগানো	খারাং (বি)—বেতের বুড়ি
কুজানা (জি)—গর্ত করে ধান	বিশেষ
লাগানো	খারু (বি)—চুড়ি
কুজা (ধা)—অন্তকে দিয়ে ধান	খুচ্ (বি)—পদচিহ্ন
লাগানো	খুত (বি)—ক্ষত
কুজুক (বি)—কুটিলতা	খুদা (বি)—খুঁটি

খুদানা (জি)—সাপের কামড়	গাত্ (বি)—গত
খুর (বি)—ক্ষুর	গাভুর (বি)—যুবক, চাকর
খুরুম (বি)—বেতের একপ্রকার	গাভুরি (বি)—যুবতী
ছোট কুপড়ি	গিরা (বি)—গ্রন্থি
খুলুং—ফাঁফা	গিরি (বি)—পরিবার
খুল্যা—খলি	গিরিত্তি (বি)—গৃহস্থালী
খেঙেদা (বিণ)—হেংলা	গিরোচ (বি)—গৃহস্থ
খেত্যালী (বি)—ক্ষেতকর্ম	গুই (বি)—গো-সাপ
খেমা (বিণ)—ক্ষমা, ক্ষান্ত	গুজ্জ (বিণ)—কুজ্জ
খের (বি)—খড়	গুত্ (বি)—গোষ্ঠী
খেলাং খেলাং (বি, বিণ)—	গুত্খ্যা (বি)—মগজ্জ
খোলসা স্থান	গুমোর (বিণ)—গোপনীয়
খেংগরং (বি)—বাঁশের তৈরী	গুরা (বি)—বাচ্চা
সঙ্গীত যন্ত্র বিশেষ	গুল (বিণ)—গোল
গঙ (বি)—গতি	গুলুক (বি)—ক্ষুদ্র পাত্র বিশেষ
গঙা (বি)—গঙ্গা	গুলেক (বিণ)—কিছু
গঙার (বি)—স্রোত	গুল্চৌধুরী (বি)—দোয়েল
গজর (বি)—গুচ্ছ	গেঙখুলি (বি)—চারণ কবি
গজ্জা (বি)—গোত্র	(চাকমা সমাজে খুবই প্রিয়
গধা (বিণ)—গোটা	লোকগায়ক)
গনা (ধা)—গণনা করা	গোজ্জি (বি)—হাঁড়ি
গব (বি)—গয়াল	গোজেন (বি)—ঈশ্বর, গোসাই
গব্ (ধা)—গালি দেওয়া	গোভিন (বিণ)—গভীর
গম (বিণ)—ভাল	গ্যেত্ (বি)—গ্রন্থি
গরক (বি)—রাখাল	ঘঙদা (বি)—ঘোমটা
গরাচ (বি)—গ্রাস	ঘধা (বি)—বাঁধ
গলচ (বি)—গ্রাস	ঘান্দা (বি)—সীমা

ঘিনান—ঘৃণা করা	চুদ্ (ধা)—সঙ্গম করা
চগদা (বি)—কাঠবিড়ালী	চুধা (বি)—খালি
চঙরা (বি)—একজাতীয় হরিণ	চুধানৈ (বি)—গর্ভবতী
চদক (বি)—বিলাসিতা	চুধা-মু (বি)—বিষন্ন মুখ
চদর (বি)—উলংগ	চুমা (বি)—চোঙা
চন্ধা (বি)—রাগ	চুম্ (ধা)—চুমু দেওয়া
চবাসাল (বি)—শ্মশান	চেগা (ধা)—লম্বা লম্বা কদম
চরুকি (বি)—কার্পাসের বীজ	ফেলা
ছাড়ানোর যন্ত্র	চেগার (বিণ)—যথেষ্ট
চাগা (বি, বিণ)—চেপ্টা	চেরেপুক (বি)—ঝাঁ ঝাঁ পোকা
চাগ্ (ধা)—স্বাদ নেওয়া	চোইতাল (বিণ)—উত্তাল
চাজানা (জি)—দা দিয়ে পালিশ	চোরোই (বি)—চড়ুই
করা	ছ (বি)—বাচ্চা
চাবারা (বি)—চ্যাঁচাড়া	ছর (বি)—মাটির ঢাকনী
চাবুগি (বি)—পিননের কিনারা-	ছাগ্ (ধা)—জল সেচন করা
স্থিত নক্সা বিশেষ	ছামা (বি)—ছায়া
চাম (বি)—চামড়া	ছিদোল (বি)—নাপ্পি
চাম ভাত (বি)—পোড়া ভাত	ছিন্ (ধা)—ছিন্ন করা
চামিনি (বি)—বৌদ্ধ সন্ন্যাসী	ছেই (বি)—ছাই
চালি (বি)—বাঁশের ভেলা	ছেদাম (বি)—ক্ষমতা
চিগোন (বিণ)—ছোট	জগরা (বি)—একরকমের মদ
চিত্তি (বি)—খুকু	জগদাং (বিণ)—গোলমেলে
চিমোর (বিণ)—শক্ত	জাঙ্গেল (বিণ)—সাংঘাতিক
চির্ (ধা)—ফাঁক করা	জাত (বি)—জাতি
চুঙুলাং (বি)—বিবাহাচার	জামি (বি)—চোয়াল
বিশেষ	জামেই (বি)—জামাই
চুচ্যাং (বিণ)—সূচালো	জার (বি)—শীত

জাব্বুয়া (বিণ)—জারজ	ঝি (বি)—কণ্ঠা
জালা (বি)—ধানের চারা	ঝুঙলি (বি)—কানের অলংকার
জাং (বি)—পাটীর বেত	তচ (বি)—রস
জিংকানি (বি)—জীবন	তঝক্ (বি)—তোষক
জু (বি)—সুযোগ, পদ্ধতি	তদা (বি)—গলা
জুধা (বি)—পৃথক	তদেক (বি)—টিয়া
জুনপহর (বি)—জ্যোৎস্না	তনা (বি)—মন্ত্র
জুনি (বি)—জোনাকী	তলোই (বি)—বেতের তৈরী
জুম (বি)—পাহাড়ীদের এক	ধান শুকাবার মাত্র বিশেষ
বিশেষ ধরনের চাষ	তং টং (বি)—উঁচু স্থানে নির্মিত
জুম্মুয়া (বি)—জুমিয়া	মাচা
জুরা (ধা)—ঠাণ্ডা করা	তাক (বি)—পাখী তাড়াবার
জুব্বপেক (বি)—বুলবুলি	জন্তু বাঁশ নির্মিত যন্ত্র বিশেষ
জুং (বি)—গুপ্তধনের পাত্র	তাগল (বি)—দা
জু (বি)—সমবেত সভায় সকলকে	তাগা (বি)—সুতা
নমস্কার জানানো	তাঙ (বি)—টান্ধানো
জুরি (বি)—পাহাড়ের ঢালু	তাম (বি)—কাজু বাদাম
অংশ	তারেং (বি)—খাড়া
জোল (বিণ)—গণ্ডগোল	তালিক (বি)—তাবিজ, তালিকা
জোত (বিণ)—জৈষ্ঠ	তাংতাং (বি, বিণ)—স্পষ্ট
জ্যোদেই (বি)—জ্যোতিমা	তিঙতিঙা (বিণ)—শক্ত, টানা-
ঝক্পরানা (জি)—বিপদ সংকেত	টানি অবস্থা
পাওয়া	তিদি পেইক (বি)—তিতির
ঝন্নালা (বি)—ঝর্ণা	পাখী
ঝর (বি)—বৃষ্টি	তিরাচ্ (বি)—তৃষ্ণা
ঝলা (বি)—খলি	তুক (বি)—শীর্ষ
ঝার (বি)—জঙ্গল	তেঙা (বি)—টাকা

তেলোন (বি)—পাতিল	দাবা (বি)—বাঁশের ছকা
তেহর (বিণ)—টেরা	দাভা (বিণ)—পণের টাকা
ত্যান (বি)—তরকারী	দারু (বি)—ঔষধ
তেঙা (বি)—টাকা	দামারা (বি)—বুঝ
তেলোন (বি)—পাতিল	দিগ্ (বি)—ডগা
তেহর (বিণ)—টেরা	দেচ (বি)—দেশ
ত্যান (বি)—তরকারী	দেবা (বি)—আকাশ
থাক (বি)—স্তর	দেবেদা (বি)—দেবতা
থাগুর (বি)—ঠাকুর, বৌদ্ধ ভিক্ষু	দোই (বি)—দৈ
থাধার (বি)—বজ্র	দোক (বি)—ডালুক
থানা (জি)—বাস	দোরি (বি)—দড়ি
থান্‌মানা (বি)—স্থানমানা	দোল্যা (বিণ)—দলিত
থাহরা (খা)—লক্ষ্য করা	দোল্ (বিণ)—সুন্দর
থিগা (খা)—দাঁড়ানো	ধ (বি)—ধান মাপার বাঁশের
থুরচুমা (বি)—চাকমারে তাঁতে	চৌঙা
ব্যবহৃত মাকুর চৌঙা	ধহল (বিণ)—ধবল
থুরুং (বি)—বিশেষ ধরনের	ধং (বি)—ঢং
বেতের ঝুপড়ি	ধাঙুর (বিণ)—বড়
থেঝেরা (বি)—বিজ্রপ	ধা (ধ)—পালানো
দক (বিণ)—কড়া	ধাল (বি)—ঢাল
দজরা (বিণ)—ভিন্ন	ধুধুগ (বি)—বাঁশ-নির্মিত এক-
দঝা (বি)—বিপদ	প্রকার সজ্জীত যন্ত্র
দর (বিণ)—শক্ত	ধুন্‌ধা (বি)—তামাক
দলা (বি)—ঢিল	ধুরুং (বিণ)—ফাঁপা
দাগকধা (বি)—প্রবাদবাক্য	ধুল (বি)—ঢোল
দাঙুর (বিণ)—বড়	ধোঙ (বিণ)—ঢেঁকি
দাঙদাঙ্যা (বিণ)—বৃক্ষহীন	ধেং (বিণ)—ছুষ্ট

ন (বি)—নৌকা, নয়	পাঙি (বি)—দাঁড়
ননন (বি)—ননদিনী	পাগানা (বি)—পাকা
নাগা (বিণ)—যে নাকি সুরে	পাত্তলি (বি)—মাঝি
কথা বলে	পাদল (বিণ)—পাতলা
নাঙ (বি)—নাম	পাহুরা (বিণ)—ভীক
নামদা (বি)—নামতা	পাধি (বি)—ছাগী
নাশা (বিণ)—কুপণ	পান্চা (বিণ)—পান্চসে
পক্তা (বিণ)—মোটা	পাহ্লা (বি)—পালা গান
পঙ (বি)—পাল	পিঞ্জোর (বি)—মাচা ঘরের
পঙা (বি)—কচুর ফুল	পেছনের বারান্দা
পজ্জন (বি)—রূপকথা	পিত্তিমী (বি)—পৃথিবী
পঝন (বিণ)—পছন্দ	পিনন (বি)—চাকমা রমণীদের
পঝা (বি)—বোঝা	পরনের কাপড়
পঝাবিরা (বি)—মালপত্র	পিন্ (ধা)—কাপড় পরা
পত্,তাপত্,তি (বি)—প্রজাপতি	পিবিরা (বি)—পিঁপড়া
পদায় (বি)—সৃষ্টি	পিরাল্যা (বিণ)—রোগী
পধ (বি)—পথ	পুক (বি)—পোকা
পরানবি (বি)—প্রিয়তমা	পুজনি (বি)—বাহা দ্বারা মুছা হয়
পরানি (বি)—প্রিয়া	পুঝার (বি)—জিজ্ঞাসা
পরান্চা (বি)—প্রিয়তম	পুনং চান (বি)—পূর্ণিমার চাঁদ
পল্লাপল্লি (বি)—লুকোচুরি	পুন্হা (বি)—পুণ্যাহ
পহ্না (ধা)—স্বচ্ছ	পুল্যাং (বি)—বিশেষ ধরনের
পহ্ৰ (বি)—আলো	বাঁশের বুপড়ি
পাওর (বি)—পাপড়ি	পেইক (বি)—পাখী
পাক্কুয়া (বি)—পাঁকুই	পেজা (বি)—পেঁচা
পাক্কোন (বি)—মদের কলসী	পোরজু (বি)—পরশু
রাখার জন্তু বেতের তৈরী	পোরি (বি)—পরী
ত্রিকোণাকৃতিবিশিষ্ট ঝাঁকা	পোহ্,ত্যা (বি)—উষা

ফক্ (বি)—ছিদ্	বিষু (বি)—চৈত্র সংক্রান্তি
ফরফরা (ধা)—পাখা ঝাপটানো	বিলেই (বি)—বিড়াল
ফাণ্ড (বি, বিণ)—পাউডার	বিয়ং (বি)—ছুই হাত প্রসারিত
ফানোচ্ (বি)—ফানুস	পরিমাপের চাকমা তাঁতের
ফারাণ্ডি (বি)—কুষ্ঠ	বিশেষ কাঠি
ফারা (বি)—অশুভ	বক (বি)—জলের পাত্র কাঁধে
ফাল (বি)—ফাঁদ, লক্ষ্য,	নেওয়ার বাঁক
ফাং গরনা (জি)—ভিক্ষুকে	ব-কাদি (বি)—চাকমা তাঁতের
নিমন্ত্রণ করা	কাঠি
ফুন (বি)—ফুঁ	বচ্ (বি)—বশ
ফুনি (বি)—চিরুণী	বজং (বিণ)—থারাপ
ফুনছুরি চুমা (বি)—ফুঁ দেওয়ার	বঝর (বি)—বৎসর
চোঙা	বত্‌গাছ (বি)—বটবৃক্ষ
ফেহ্‌চ্ (বি)—নিন্দা	বদা (বি)—ডিম
ফোর (বি)—পালক	বরা (বি)—আঁটি
বহ্‌ম্বা (বিণ)—বোকা	বরব (বি)—তুফান
বহ্‌রা (বিণ)—বধির	বাদি (বিণ)—পক্ষ
বহ্‌লা (বি)—ভীমরুল	বাদোই (বি)—ভাছুই পাখী
বা (বি)—বাবা	বাদোল্ (বি)—ধলুক
বাককোন (বিণ)—বামন	বান্ (ধা)—বাঁধা
বাগল (বি)—গাছের ছাল	বারিকা (বি)—বর্ষা
বাগা (বি)—বর্গা	বারেং (বি)—বিশেষ রকমের
বাঙ (বি)—বাম	বেতের কুপাড়ি
বিচ, (বি)—বিষ	বারোচ, (বি)—বারুদ
বিজগ (বি)—চাকমা ইতিহাস	বালু (বি)—বালি
বিজোর (বি, বিণ)—বীজ	বালোচ, (বি)—বালিশ
বিজোল (বিণ)—পিছলা	বাল্ (বি)—জরায়ু
বিধু (বি)—প্রেরণা	বাহ, (বি)—বাসা
	বাহরা (বি)—টেকিভানা

বাহরে (অ)—বাইরে	ভাঙ (বি)—নেশা
বুগানা (জি)—পিঠে চড়া	ভাঝ (বি)—বক্ষ্যা
বুজ্যা (বি)—বুড়া	ভাঝা (ধা)—ভাসানো
বুত্‌তি (বি)—সলিতা	ভাতছা পূজা (বি)—চাকমাদের
বুহু (বি)—বোঁটা	ভাত দেওয়ার পূজা
বুনানা (জি)—বুনা	ভাদি (বি)—মদের ভাটি
বুরপারা (জি)—পূজা, আপদ বিপদ	ভাধালি (বি)—একপ্রকার কাঁটা (Love thorn)
দূর করার পূজা	ভালকলুক (বি)—ভালুক
বুহুরি (বি)—বুড়ী	ভুই (বি)—জমি
বেই (বি)—দিদি, ঠাকুরমা	ভেদা (বি)—ছিদ্র
বেধেনা (বি)—বেঙাচি	ভেভেক্যা (বিণ)—মরম
বেঙ (বি)—বেঙ	ভেরা (বি)—বেতের তৈরী ছোট
বেচাখঙা (বিণ)—আঁকাবাঁকা	ঝুড়ি
বেজানা (জি)—বিক্রি করা	ভোচ, (বি)—ভাবী
বেত, (বি)—বেত	ভোন (বি)—বোন
বেতাল্যা (বি)—তালহারা	মগধা (বিণ)—মৃত
বেদিঝা (বিণ)—দিশাহারা	মগা (বি)—পাতিল
বেধক (বিণ)—শ্রীহীন	মগাপুজনী (বি)—নেকড়া
বেল্ (বি)—সূর্য	মজাঘর (বি)—মাচান ঘর
বোচ্‌চি (বি)—বড়শী	মঝা (বি)—মশা
বোচ্‌চ (বি)—বৈচ্‌চ	মন্‌দর (বি)—মন্ত্র
বোচ্‌চালি (বি)—বৈচ্‌চগিরি	মরত (বি)—পুরুষ
বোরোই (বি)—কুল	মংগা (বিণ)—দামী
ভঙচঙ (বি)—বাহার	মা (বি)—মা
ভঙরা (বি)—ভোমরা	মাগ, (ধা)—খুঁজা
ভঙ, (ধা)—ঘুরা	মাঙ (বি)—স্ত্রীলিঙ্গ
ভত্‌তা (বি)—চাটনী	মার্, (ধা)—কথা

ack. sent

a

Library	
Accession	
Class no.	
Ext. no.	
Tag no.	
Checked	
Any Other	



জন্ম চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ,

১৩৪১ বঙ্গাব্দের ১৫ই

বৈশাখ। পি. এইচ.

ডি.-র বিষয় 'বাংলার
লোকউৎসব'। ১৯৬৪-৬৭

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
বাংলা বিভাগে রামতনু
লাহিড়ী গবেষক ও 'রিসার্চ
ফেলো' ছিলেন। বর্তমানে
ককিরচাঁদ মহাবিদ্যালয়ে
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
বিভাগের অধ্যাপক।

১৯৭৪ সালের প্রথমার্ধে 'বাংলা একাডেমীতে' [ঢাকা, বাংলাদেশ] 'প্রদর্শ ফেলো' হিসাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের 'চাকমা সমাজ ও ফোক্লোর' নিয়ে সমীক্ষা ও গবেষণা করেছেন এবং ১৯৭৭-৭৮ সালে 'ভারতীয় সমাজ-বিজ্ঞান গবেষণা সংস্থার' [Indian Council for Social Science Research, New Delhi] প্রকল্প-পরিচালক হিসেবে এবং ত্রিপুরা সরকারের 'ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ও রিসার্চ ডাইরেক্টরেটে'র আনুকূল্যে ত্রিপুরার চাকমাদের ওপর সমীক্ষা ও গবেষণা করেন। কলকাতা একাডেমি অব ফোক্লোরের অবৈতনিক পরিচালক এবং 'লোকসংস্কৃতি' [ত্রৈমাসিক] পত্রিকার সম্পাদক। 'ভারতীয় ফোক্লোর কংগ্রেসে'র প্রতিষ্ঠাতা। ডঃ চৌধুরী ১৯৭৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং শিকাগোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক লোকসংস্কৃতি সম্মেলন ও জাতিতত্ত্ব কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। কয়েকটি গ্রন্থের প্রণেতা ডঃ চৌধুরী ভারতে লোকসংস্কৃতি আন্দোলনের একজন নিবেদিত সংগঠক।

